হিরণ্যগর্ভ
অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
২৭শে আশ্বিন, ১৪২২

Hiranyagarbha
Volume 8, No. 3
हिरण्यगर्भ
अष्टम वर्ष, तृतीय संख्या
तारिख-१५अक्टूबर,२०१५

২৭শে আশ্বিন, ১৪২২ | 15th October, 2015

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	দেবী দুর্গার রাস	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	07
	কৃষ্ণাশীষ ধন্য রাজা নৃগ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	11
	মহামুনি রুচির কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	12
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	16
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	17
	হেমকুণ্ডের পথে	শ্রীসৌরভ বসু	18
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	20
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	21
	মাতৃ সাধনা যুগে যুগে	শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ	22
	মাতৃ সান্নিধ্যে অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতির আলোকে	শ্রীমতী রুমা দে	25
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	27
	আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী		28
हिन्दी विभाग ः—	देवी दुर्गा का रास	श्रीविमलानन्द	30
	कृष्णाशीष धन्य राजा नृग	श्रीमती ज्योति पारेख	32
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	34
	हेमकुण्ड की ओर	श्रीमती ज्योति पारेख	35
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	37
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	38
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	39
	महामुनि रुचि की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	40
	आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी	श्रीमती ज्योति पारेख	41
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	42
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	43
English Section ः—	The Raasa of Devi Durga	Dr. Partha Pratim Chakrabarti	45
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	50
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	51
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	52

ISBN No. 978-93-80373-84-3 Cover : Sree Sree Maa Durga

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

বজ্রগর্ভ কালো মেঘের নিত্য আস্ফালনের মাঝে হঠাৎ করে ঝিলিক দিয়ে উঠছে সোনালী আলোর উদ্ভাস। গ্রাম বাংলার নদীর চরে বাতাসে হিল্লোলিত কাশগুচ্ছ আর শরতের ভোরের শিশিরের আলস্য মাখা হাল্‌কা বাতাসে টুপ-টাপ্ ঝরে পড়া শিউলি ফুল স্মরণ করিয়ে দেয় আনন্দময়ী মহামায়ার শ্রীচরণের নিক্কণ-ধ্বনি। সনাতন ধর্মের নবজাগরণ ও পরিপুষ্টি, সর্বধর্ম সমন্বয় ও মানব কল্যাণ — এই ত্রিমাত্রিক উদ্দেশ্যে মাতৃ-আরাধনার যে সূচনা হয়েছিল আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের সংকল্পে, সেই পুণ্যধারা এবার চতুর্বিংশতি বছরে পদার্পণ করল। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের কৃপায় আমাদের মন আপ্লুত হোক আদ্যাশক্তিকে বরণের দিব্য আনন্দে — এই প্রার্থনা করি।

আদ্যাশক্তি সনাতনী, নিত্যা। তাঁর রূপ বহুধা। তিনি একাধারে অবাঙ্‌মানসগোচর পরমব্রহ্মের চিতিশক্তি-স্বরূপিণী যোগমায়া, কখনও সৃষ্টিস্পন্দনমণ্ডিতা কুমারী মাতা, আবার সৃষ্টি প্রকরণের আদিতে ত্রিদেব-বন্দিতা মহামায়া। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্রী, তিনি তমোময়ী নিয়তি — আবার তিনি বন্ধন ও মোক্ষের কারণস্বরূপা।

হিরণ্যগর্ভের এই শারদ সংখ্যাটিতে শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন "মহাশিবা" দেবীর নিত্য রাস লীলা। ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকারণে শ্রীরাধিকাশক্তি-স্বরূপিণী, জগদ্ধাত্রী দেবী ভগবতী দুর্গা, তৎ-সমুদ্ভবা অষ্টনায়িকা ও চৌষট্টি যোগিনীকোটী পরিবৃতা হয়ে, কোটিচন্দ্রতপনপ্রভাময় উদ্ভাসিত রূপে প্রণব নাদ-ছন্দে কূটস্থের চিদাকাশ মণ্ডলে নিত্য রাসরতা।

সনাতন ধর্মের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে অসুর বিনাশিনী, দুর্গতিহারিণী, পরম মমতাময়ী মহাশক্তির মঙ্গলময় বরাভয় শঙ্খ-নির্ঘোষ আমাদের মনে বল সঞ্চার করুক, সর্ব ভয় দূরীভূত করুক ও আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে আমাদের প্রবুদ্ধ করুক — আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে ইহাই আমাদের ভক্তি-বিনম্র প্রার্থনা।

As the plumes of kash flower sway their heads in the gentle breeze along the river banks of rural Bengal and new blossoms of shiuli get coated with droplets of morning dew and descend down to earth, streaks of golden sunlight try to break through overcast skies to remind us that the auspicious days to herald the advent of Mother Durga has arrived. The nature rhythms with joy as the divine jingle of Her anklets subtly reverberates in the nature.

Our Puja which was initiated by Sree Sree Maa with the threefold objective of resurrection and patronization of sanatan dharma, harmonization amongst all religions and general welfare of people, has attained twenty fourth year this time. We seek the blessings of our Guru Maharajas on this auspicious occasion so that we can celebrate the Puja with befitting piety and devotion.

Devi Durga, Mother Supreme, is the primordial force behind this universe – everything visible or invisible, perceptible or imperceptible. She exists as Devi Yogmaya, the unified consciousness of the Supreme Lord, while in Her manifested form at the dawn of creation, She is the Mother Goddess revered by the Holy Trinity. She is the supreme power which governs our bondage and emancipation. In this Navaratri edition of Hiranyagarbha, Sree Sree Maa has extolled the Nitya Raas Leela of the Supreme Goddess where She manifests Herself, in the third eye (kutastha) of saints, as the central divinity surrounded by figurines of Astanayikas and Yoginis, Her sub-forms, each representing one of Her divine traits, dancing amidst reverberations of Omkar.

On the auspicious occasion of Navaratri, we offer our humble obeisance to the Lotus Feet of Sree Sree Maa and implore her to instill courage, confidence and piety in our hearts to propel us towards the arduous journey of spirituality and self-realization in this turbulent time.

দেবী দুর্গার রাস

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পরাসম্বিতময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যলোক উদ্ভাসিত করিয়া সেটির স্থিতিকরণে নিত্য রাসরত, তেমন পরাসম্বিতময়ী শ্রীরাধাশক্তি স্বরূপিণী জগদ্ধাত্রী উগ্রললিতা আদিনাথ শিবের শক্তিরূপে দেবী ভগবতী দুর্গার স্বরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকরণে নিত্যরাসরতা। আদিশক্তিময়ী দেবী দুর্গা শিবস্বরূপিণী অর্থাৎ তিনি শিবব্রহ্মের অমিত পূর্ণশক্তি রূপিণী; তিনি কোন নারী বা পুরুষ-ভাবধারী সত্তা নন; তিনি পরমব্রহ্ম পুরুষের চিতি মহাশক্তি স্বরূপিণী। প্রকাশময় ব্রহ্মের তত্ত্বগতভাবে ইনি রূপ পরিগ্রহণ করেন। এই সৃষ্টির আদিতে মহাদেবই এঁনাকে সর্বপ্রথম স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হন, তাই এঁনার অন্য নাম 'মহাদেবী'। শিবের শক্তিরূপে দেবীর চরিত্র দ্বিবিধ। একদিকে তিনি যেমন বিনম্র ও স্নিগ্ধ কোমল স্বভাবা, অন্যদিকে তিনি প্রখরা ও উগ্ররূপা। তাঁর এই উগ্র ও প্রখরা ভাবের জন্যেই দেবী অধিক পূজিতা হন। নানা প্রকার কর্ম, নানাবিধ গুণ ও বিভিন্ন রূপের জন্যে দেবী বিভিন্ন নামে পরিচিতা। নম্র, স্নিগ্ধ, মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাবের জন্যে দেবীর নাম — উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও ভবানী। প্রখর উগ্রমূর্তির জন্যে এঁনার নাম — কালী, শ্যামা, চণ্ডী, চণ্ডিকা ও ভৈরবী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেবীকে বহুধারূপে দেখিতে পাই। চণ্ডীতে দেবীর বিভিন্নরূপে বিভিন্ন অসুরদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের কথা বর্ণিত আছে। যথা — দুর্গা, দশভূজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিণী, জগদ্ধাত্রী, কালী, কালরাত্রি, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী ও জগদ্‌গৌরী। নিজ স্বামী হইতেও দেবী বহু নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা — ভগবতী, ঈশানী, ঈশ্বরী, কপালিনী, কৌশিকী, কিরাতী, মহেশ্বরী, রুদ্রাণী, সর্বাণী, শিবা, ত্র্যম্বকী, পরমেশ্বরী ইত্যাদি। দেবীর জন্ম ও গুণসূচক নাম — অদ্রিজা, গিরিজা, দক্ষজা, কন্যা, কন্যাকুমারী, সতী, অনন্তা, আর্যা, বিজয়া, অপরাজিতা, ঋদ্ধি, ভ্রামরী, কর্ণমোতি, শিবদূতী, দক্ষিণা, সর্বমঙ্গলা, সিংহরথী, অম্বিকা ইত্যাদি। নানারূপ তপস্যায় রতা বলে দেবীকে অপর্ণা, কাত্যায়নী বলা হয়। ভীষণামূর্তির জন্যে দেবী ভদ্রকালী, ভীমাদেবী, চামুণ্ডা, মহাকালী, মহামারী, মহাসুরী ও রক্তদন্তী বলিয়া অভিহিতা হন।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের ক্ষেত্রে রসময়ী দেবী দুর্গা ভগবতীর যে নিত্যরাস লীলা সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে সেই নিত্যরাসলীলায় 'দেবী' হইতে সমুদ্ভূতা অষ্টশক্তিরূপিণী অষ্টনায়িকাগণ হইলেন দেবীর অষ্টসখী স্বরূপিণী। এই অষ্টনায়িকা শক্তির কায়ব্যূহের কেন্দ্ররূপে 'দুর্গাদেবী' অবস্থান করেন। ওই অষ্টশক্তি স্বরূপিণীর নাম যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা। পঞ্চভৌতিক জগতে দেবী দুর্গা ঐ সকল অষ্টশক্তির মাধ্যমে কর্মরতা হন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'ভূতনায়কী' বা 'গণনায়কী'। অতএব দেবী দুর্গা হইলেন রাস-মণ্ডলের মধ্যমণি 'রাসমণি'। ভগবতী দুর্গাদেবীর মহারাস মণ্ডলে অষ্টনায়িকাগণের প্রত্যেক নায়িকার আবার আটটি করিয়া উপনায়িকা রহিয়াছেন; সেই সব নায়িকা-উপনায়িকাগণের সমাহারে মহাদেবীর রাসমণ্ডল চৌষট্টি যোগিনীকোটী দ্বারা পরিবৃত থাকে। সেই সকল চৌষট্টি যোগিনীকোটী এই ব্রহ্মাণ্ডের চৌষট্টি প্রকার মহত্তত্ত্বের ধারক ও বাহকরূপে পরিগণিতা। এই সকল চৌষট্টি যোগিনীগণের নাম যথাক্রমে — (১) ব্রহ্মাণী (২) চণ্ডিকা (৩) রৌদ্রী (৪) গৌরী (৫) ইন্দ্রাণী (৬) কুমারী (৭) ভৈরবী (৮) দুর্গা (৯) নারসিংহী (১০) কালিকা (১১) চামুণ্ডা (১২) শিবদূতী (১৩) বারাহী (১৪) কৌশিকী (১৫) মাহেশ্বরী (১৬) শঙ্করী (১৭) জয়ন্তী (১৮) সর্ব্বমঙ্গলা (১৯) কালী (২০) করালী (২১) মেধা (২২) শিবা (২৩) শাকম্ভরী (২৪) ভীমা (২৫) শান্তা (২৬) ভ্রামরী (২৭) রুদ্রাণী (২৮) অম্বিকা

(২৯) ক্ষমা (৩০) ধাত্রী (৩১) স্বহা (৩২) স্বধা (৩৩) অপর্ণা (৩৪) মহোদী (৩৫) ঘোররূপা (৩৬) মহাকালী (৩৭) ভদ্রকালী (৩৮) কপালিনী (৩৯) ক্ষেমঙ্করী (৪০) উগ্রচণ্ডা (৪১) চণ্ডোগ্রা (৪২) চণ্ডনায়িকা (৪৩) চণ্ডা (৪৪) চণ্ডবতী (৪৫) চণ্ডরূপা (৪৬) মহামোহা (৪৭) প্রিয়ঙ্করী (৪৮) বলবিকিরণী (৪৯) বলপ্রমথনী (৫০) মদনোন্মথনী (৫১) সর্বভূতদমনী (৫২) উমা (৫৩) তারা (৫৪) মহানিদ্রা (৫৫) বিজয়া (৫৬) জয়া (৫৭) শৈলপুত্রী (৫৮) অতিচণ্ডিকা (৫৯) চণ্ডঘন্টা (৬০) কুষ্মাণ্ডা (৬১) স্কন্দমাতা (৬২) কাত্যায়নী (৬৩) কালরাত্রি (৬৪) মহাগৌরী। এই চৌষট্টি তত্ত্বে শক্তিরূপে নির্গুণা হইয়া দেবী নিত্যরাসরতা। সৃষ্টির নির্মলতার প্রয়োজনে সৃষ্টির উল্লাসে দেবী তাঁহার রাস মণ্ডলে হৃদয়পদ্মের অনন্তকোষে কোটি কোটি যোগিনীগণ দ্বারা পরিবৃতা রহেন। আবার অসুরশক্তি বিনাশার্থ দেবী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী সতের ইচ্ছারূপিণী 'সতী' রূপে মহাঘোরা রূপ পরিগ্রহ করিয়া যোগিনী কোটি পরিবৃতা হইয়া অসুরশক্তিকে সংহার পূর্বক অধর্মের বিনাশ সাধন করেন। তাই পূজার মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই 'দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।' মহারাস মণ্ডলে দেবী দুর্গা সচল শিবস্বরূপা 'মহাশিবা'। তাই দেবীর ধ্যান মন্ত্রে পাওয়া যায় — ''ওঁ জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং।''

দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভগত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোহপি লোকরঞ্জন হেতবে।। ৫৮
তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ ।।' ৫৯

—অর্থাৎ, নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণ সমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

এই নাদাত্মক মহাশক্তির দ্বারা পরমেশ্বর সৃষ্টি সংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি দেবী দুর্গারূপী মহামায়াই সম্পন্ন করেন। জীবাত্মারূপী সকল ঘটে, সকল সত্তায়, আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে দমন করিতে এই পরমাছন্দা ঋতস্পন্দা কাম্পিল্যবাসিনী দেবীকা অম্বিকা শক্তি অপরিহার্য্যা। মোক্ষমার্গে চলিতে চলিতে তন্ময় সাধকযোগী অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়া সম্বোধিতে যখন সৃষ্টিতত্ত্বের মহাজ্ঞান অর্জন করেন, তখন ভগবতী দেবী যোগীকে তাঁহার রাসরঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন কূটস্থের চিদাকাশ মণ্ডলে। মহাদেবীর এই রাস উপলব্ধি করিয়াই আদি শংকরাচার্য্য লিখিয়াছেন —

'মধু মধুরে মধুকৈটভ-গঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।।'
—ভগবতী পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্রম্, শ্লোক -৩

স্বানুভূতির দৃষ্টিতে :— প্রখর উজ্জ্বল উদিত সূর্য্যের জ্যোতির্ময় আকাশ-মণ্ডলে চক্রাকারে ব্যুহসদৃশ মণ্ডলাকার রচনাকরতঃ জ্যোতির্ময়ী দিগম্বরা দেবীগণ পরাসম্বিতের ছন্দে হস্তে তরোয়াল সদৃশ অস্ত্রধারণ করিয়া নৃত্যরতা! সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার রাস-রঙ্গমঞ্চের মধ্যমণি দেবীর অঙ্গকান্তি যেন কোটিচন্দ্রতপন প্রভা উছলি উঠিল তনুতে। তিনি হিরণ্যবর্ণা; তাঁহার লোহিতাভা সম্পন্ন চক্ষুদ্বয়; ছন্দে ছন্দে প্রণবের গম্ভীর নাদ দিকদিগন্ত ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তখন বোধ হইল —

''উল্লাস হরষে সম্বিত পরশে
রাস রঙ্গে মাতি অয়ি দুর্গে!
হর শঙ্কর শিবা শিবেরও মনসিজা
অষ্টনায়িকা দলে পরিবৃতা অয়ি প্রখর ললিতে—।।
রাস রসময়ী শিবপাশে শিবাণী
ডিমি ডিমি ডম্ ডম্ ধ্বনিল ডমরুধ্বনি
কালছন্দময়ী চৌষট্টি যোগিনী
রাসরঙ্গে মাতি নৃত্যরতে।।
প্রবৃত্তি-নিবৃতি গতি সমতায় সম্বোধিনী
নিত্যরাস উৎকর্ষিণী —
হে দুর্গে নমোহস্তুতে।।''

দেবীদুর্গা শক্তির উৎসকেন্দ্র হৃদয়পদ্মে। হৃদয়পদ্মের কর্ণিকামধ্যে একশত প্রধান নাড়ীর উৎসস্থল রহিয়াছে। এই

সকল নাড়ী প্রণবের চিন্ময় সম্বিৎরশ্মি। ইহারা প্রণবেশ্বরী চিৎময়ী দেবীশক্তিতে পরিপুষ্ট থাকেন। এইগুলির একটি ধারা বিষ্ণুনাভিতে পতিত হইয়া নিম্নে শাক্ত সহস্রারে গ্রথিত হইয়াছে। আর অন্য ধারাটি হৃদয় হইতে ঊর্ধগামী স্রোত অবলম্বন করত উপরে সহস্রার পদ্মের মধ্য মণ্ডল বা শ্রীগুরু চক্রে গ্রথিত হইয়াছে। এই সকল চিন্ময় সম্বিৎরশ্মির মধ্যে অক্ষরবীজরূপা বর্ণমণ্ডলী সন্নিবেশিত থাকে। ঐ প্রণবময় চিন্ময় সম্বিৎরশ্মি অক্ষরবীজ সমন্বয়ে এই মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সমুদ্ভূত করিয়াছে এবং ইহারাই সৃষ্টির বীজাত্মক মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্বরূপে স্ফুরিত হইয়াছে। ঐ প্রত্যেকটি অক্ষরবীজের মধ্যে সৎ-চিৎরূপী প্রণবধ্বনি স্বরূপ শব্দ ও জ্যোতি, শিব ও শক্তি বিরাজিত আছেন। সহস্রার কেন্দ্রে শ্রীগুরুচক্র মণ্ডলের মধ্যে মধ্যস্থানে দ্বিচতুষ্কোণ ক্ষেত্র একে অন্যের উপর এমনভাবে অবস্থান করে যে অষ্টকোণ সৃষ্টি হয়। অষ্টকোণ বিন্দুতে মহত্তত্ত্বের অষ্টপ্রকৃতি অবস্থান করে। এই অষ্টকোণের ত্রিকোণ বিন্দুতে ইচ্ছা-জ্ঞানা ও ক্রিয়া শক্তির অধিষ্ঠান এবং এই ত্রিকোণের কেন্দ্রবিন্দুতেই জগদম্বিকা বা অম্বিকারূপী দুর্গাশক্তির অধিষ্ঠান। সহস্রার মহাপদ্মবনেই দেবীর রাসমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়। এই রাসমণ্ডলের মূল রাশটি ধরা থাকে হৃদয়পদ্মে দুর্গাশক্তির প্রকট স্থলে। যা কিছু পরাসম্বিৎময় চিন্ময়, সেগুলি কালগণ্ডীতে মায়ারাজ্যে যখন প্রবিষ্ট হয় তখনও উহা চিন্ময়ই থাকে অর্থাৎ ইহাদের পরিণাম নাই, ইহারা নিত্যরূপেই অবস্থান করে। তাই দেবীদুর্গার রাসও সর্বাবস্থায় নিত্য-চিন্ময়।

— হরি ওঁ তৎ সৎ —

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

একবিংশপর্য্যায় — (.....দ্যাবাপৃথিবী)

ইন্দ্র, বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টা প্রভৃতি দেবতাকেও ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে দ্যাবাপৃথিবীর সন্তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরমপুরুষ থেকেই বেদাদি শাস্ত্র তথা অন্যান্য প্রাণীদের উৎপত্তির কথা পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ ১০/৯০) পাওয়া যায়। সেই সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক সূক্তেই পাই - পরম পুরুষের মস্তক থেকে দ্যৌ এবং দুটি পা থেকে পৃথিবী উৎপন্না হয়েছিলেন। —

'নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশ শ্রোত্রাস্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।।'

(১০/৯০/১৪)

দ্যাবাপৃথিবীকে সেচন সমর্থ বৃষ এবং নানা বর্ণযুক্তা ধেনুর সঙ্গে তুলনা করেছেন দীর্ঘতমা ঋষি। রেতঃসেক, বৃষ্টিপাত সব কিছুকেই বৃষের সেচনের সঙ্গে ঋগ্বেদে তুলনা করা হয়েছে। বৃষ আর গাভী দুয়ে মিলে মিথুন হয়। দ্যৌ আর পৃথিবীও মিথুন। এই গাভী আবার নানা বর্ণা, কারণ পৃথিবীর জীবদের বৈচিত্র্যময় রূপ—

'স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্
পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুঞ্চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং
বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত।।'

(ঋক্ সং ১/১৫০/৩)

দ্যাবাপৃথিবী শুধু বিস্তৃতাই নয়, যজ্ঞের বর্ধকও বটে। জীবসৃষ্টির লীলা এদের মাঝখানেই। যেহেতু তারা পিতামাতা তাই তাঁর সন্তানদের সমস্ত প্রকার পাপ থেকে মুক্তিদান করে থাকেন। গৃহ, ধন, পুত্র, অন্ন ইত্যাদি দান করেন। লোকেদের রোগনাশের জন্য ঔষধও সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদের যুগে একটি আখ্যান প্রচলিত ছিল — উৎপত্তির সময় দ্যাবাপৃথিবী চাকার মত ঘুরত, পরবর্তীকালে ইন্দ্র তাদের সুস্থির করেছিলেন। গৃৎসমদ ঋষির দ্বারা দৃষ্ট ইন্দ্র সূক্তে পাই - যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতদের নিয়মিত করেছেন, যিনি বিশাল অন্তরিক্ষ নির্মাণ করেছেন যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন তিনিই ইন্দ্র (২/১২/২)। হিরণ্যগর্ভ ঋষি আবার হিরণ্যগর্ভকে এই কাজের জনক বলে মনে করেছেন (১০/১২১/৯)।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন দ্যৌ এবং ইন্দ্র একই দেবতা। প্রাচীনকালে দ্যৌ এর প্রাধান্য ছিল কিন্তু কালক্রমে নতুন দেবতা ইন্দ্র সেই স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক বেনফি (Benfey) এই মত স্বীকার করেন। যে সব দেবতা বেদে প্রাধান্যলাভ করতে না পেরে হারিয়ে গেছেন বা অন্য দেবতার মধ্যে মিলিয়ে গেছেন তাঁদের অন্যতম দ্যৌ। ইন্দ্র এবং পর্যন্যের কিছু গুণকর্ম ছাড়া দ্যৌকে আর পাওয়া যায় না। এই কারণে দ্যাবাপৃথিবী সকলের জনক-জননী হলেও সূক্তসংখ্যার

দিক থেকে তাঁরা নগণ্য।

অনেকে দ্যাবাপৃথিবীকে সূর্য্যাগ্নির রূপকমাত্র মনে করেছেন। দ্যৌ সূর্যের অসীম শক্তির প্রকাশ আর পৃথিবী হলেন মাতৃরূপা যজ্ঞাগ্নির আধার। দূর দেশে অবস্থিতা দ্যাবাপৃথিবীর মিলন কিভাবে হবে? তাদের আদৌ মিলন ঘটবে কি? এই ব্যাপারে অনির্বাণ একরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমরা স্মরণ করছি — তাঁর মতে জ্যোতির উপাসক আর্যরা পৃথিবীতে স্থিত অগ্নিকে অবলম্বন করে যেমন দ্যুলোকে উত্তরণ করতে চেয়েছিলেন তেমনি দ্যুলোক থেকে ভূলোকে অবতরণের কথাও বলেছেন। অতএব পতিপত্নীর মত তাদের নিত্য সম্পর্ক। তাই তাদের মিলনের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন উপনিষদ্ সাহিত্যে যুগ্মদেবতা হিসাবে দ্যাবাপৃথিবীর উল্লেখ নেই। পৃথিবীকে বিত্তপূর্ণ ও জীবধাত্রী হিসাবে দেখান হয়েছে। পৃথিবী অগ্নিগর্ভা এবং জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা পাই। অথর্ববেদের ভূমিসূক্তে এবং পুরাণের আখ্যানেও আমরা এই ঘটনা পাই। মুণ্ডক উপনিষদে পৃথিবী বিশ্বের ধারণকর্ত্রী 'পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' (২/১/৩)। এই পৃথিবীই আবার মানুষের অন্তিম নিবাস।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে কিন্তু আদি পিতামাতা হিসাবেই দ্যাবাপৃথিবী বর্তমান ছিলেন। একটি ঋক্‌মন্ত্রে পাই — দ্যাবাপৃথিবী অগ্নি দেবতার মতই যজ্ঞের হবি স্বর্গলোকে বহন করে নিয়ে যান। দেবতাদের সোমপানের জন্য তাঁরা যজ্ঞবেদীতেও নিয়ে আসেন —

'দ্যাবা নঃ পৃথিবী সমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্।
যজ্ঞং দেবেষুযচ্ছতাম্।।
আ বামুপস্থ মদূহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে।।'

(ঋক্ সং ২/৪১/২০-২১)

আদি দেবদেবী হিসাবে এনাদেরকথা ঐতরেয় আরণ্যকে পাই (৩/২/১) দ্যাবাপৃথিবীর মিলনের ফলেই বৃষ্টি হয়।

এবার আমরা একটু সূত্রসাহিত্যের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে এনাদের সম্পর্কে কি পাওয়া যায়। শ্রৌতসূত্রে এনারা যুগ্মদেবতা। অগ্নিহোত্র যাগ করার সময় জ্বাল দিতে গিয়ে যদি দুধ পড়ে যায় তবে পলাশপাতায় তা সংগ্রহ করে দ্যাবাপৃথিবীকে আহুতির বিধান আছে মানব শ্রৌতসূত্রে (৩/২/৭)। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (১/১৭/১৯) পুরোডাশ প্রকরণে দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশ্যে 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা' মন্ত্রে আহূতির কথা আছে। পশুযাগেও যজ্ঞীয়স্তম্ভ উত্তোলনের সময় দ্যাবাপৃথিবীর কথা পাওয়া যায়। আগ্রায়ণ যাগেও দ্যাবাপৃথিবীর কথা আছে।

যাস্কের নিরুক্তে দ্যাবাপৃথিবী সংক্রান্ত কি তথ্য পাওয়া যায় তা একটু পরিক্রমা করা যেতে পারে। নিরুক্তের ৪/২৫/১০ সূত্রে বলা হয়েছে 'বিযুতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিয়বনাৎ'। বি-অমিশ্রণার্থক যু ধাতু থেকে বিযুত শব্দটি গঠিত। এটি দ্যাবাপৃথিবী বাচক, দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক পরস্পর বিশেষরূপে পৃথক্ হয়েই থাকে - কখনো মেলে না। তাদের মধ্যে চিরকাল অনন্ত ব্যবধান। দ্যাবাপৃথিবী রোদসী নামেও পরিচিতা। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই অর্থে ভুল করে ক্রন্দসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যাস্ক ৬/১/১৫ সূত্রে বলেছেন এরা রোদসী কারণ সমস্ত পদার্থকে রুদ্ধ করে থাকে। স্থাবর জঙ্গম যে কোন পদার্থই হোক না কেন তা দ্যাবাপৃথিবীরই অন্তর্গত —'ইমে চিদিন্দ্র রোদসী রোধসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিরোধনাৎ'। দ্যাবাপৃথিবী দিনরাত্রি বা অহোরাত্র কিংবা অরণি মন্থনকে বোঝায় (নি. ৮/১৫/৩)। দ্যাবাপৃথিবীর সেই স্বরূপ এতটাই স্পষ্ট যে যাস্ককে সেজন্য অনেক ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে হয় নি।

জগৎ পিতামাতার সংযুক্তরূপের ধারা দ্যাবাপৃথিবী ভাবনার মধ্যে আছে। শিবলিঙ্গ সাধনার মধ্যে হয়তো সেই ধারার প্রকরণ লক্ষিত হয়। লিঙ্গ সম্পর্কে বলা হয় — আকাশ হল লিঙ্গ এবং পৃথিবী হল পীঠিকা। পীঠিকা বা যোণিপীঠে দেবীর পূজা হয় আর শিবলিঙ্গে আকাশ মূর্তির পূজা হয়। এই লিঙ্গমূর্তি সৃষ্টিরহস্যের প্রতীক। লিঙ্গেতেই বিশ্বের সবকিছুর তথা দেবতাদেরও লয় ঘটে বলে এর নাম লিঙ্গ।

'আকাশঃ তস্য লিঙ্গাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাৎ লিঙ্গমুচ্যতে।।'

কিভাবে দ্যাবাপৃথিবী ভাবনা লিঙ্গভাবনার মধ্যে মিলিত হল তা আমরা পরবর্তী কোন সংখ্যায় শিবলিঙ্গের আলোচনার সময় উপস্থাপিত করব।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণাশীষ ধন্য রাজা নৃগ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীভগবান কৃষ্ণের আশীষে সকল কষ্ট দুরীভূত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজা নৃগের কাহিনী এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

রামায়ণে আছে, ইক্ষ্বাকু বংশীয়, নরপতি ওঘবানের তনয় ওঘরথ, ওঘরথের তনয় হইল নৃগ। রাজা নৃগ অতিশয় দাতা ছিলেন। তিনি একবার পুষ্কর তীর্থে এককোটি গো দান করেন। সেই সময়ে রাজা নৃগ ভ্রমবশতঃ স্বীয় গাভীর সহিত এক ব্রাহ্মণের গাভীও দান করিয়া ফেলেন। সেই গাভীর স্বামী-ব্রাহ্মণ অন্য এক ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার গাভীকে দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গো-রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নৃগের নিকট দান প্রাপ্ত হইয়াছেন বলাতে তখন উভয়ে রাজা নৃগের সদনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না তখন উভয়ে রাজাকে নীরবে অভিশম্পাত করিলেন যে 'রাজা অচিরে কৃকলাশ হইয়া সর্বভূতের অদৃশ্য হইবেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অভিশাপ মুক্ত হইবেন।' এই পাপে রাজা নৃগ পরবর্তী জন্মে কৃকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবতে আছে, দ্বারকায় একদিন শ্রীকৃষ্ণ পুত্র সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদ প্রভৃতি যদুকুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গিয়াছিলেন। তাঁরা সেই উপবনে দীর্ঘকাল ক্রীড়া করিলে পরে পিপাসায় কাতর হইলেন এবং জলের খোঁজ করিতে করিতে একটি জলশূন্য কূপ মধ্যে একটি পাহাড় প্রমাণ অদ্ভুত কৃকলাশ (গিরগিটি) দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্মিত হন। সেই উপবন মধ্যস্থ কূপে এই মহাকায় জীবটি বহুকাল হইতে থাকায় তাহার প্রসিদ্ধি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেই কূপটি অতি প্রাচীন এবং জলশূন্য হওয়ায় সর্বদাই লতাদি দ্বারা আবৃত থাকায় কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই; সেই দিন জলান্বেষণ করায় যদুকুমারগণ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পায় এবং দয়া পরবশ হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়। কুমারেরা চর্মরজ্জু ও সূত্রময় রজ্জুতে বাঁধিয়া তাহাকে উত্তোলন করিবার বহুভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন সমর্থ হইলেন না তখন তাঁহারা উৎসুক চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া তাহাকে দেখিয়া আপন বামহস্ত দ্বারা অনায়াসে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ মাত্র তখনই কৃকলাশ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া দেবরূপ ধারণ করিয়া প্রকট হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সর্বজন সমক্ষে কৃকলাশের বৃত্তান্ত প্রচার করিবার জন্যে তখন দেবরূপধারী রাজা নৃগকে জিজ্ঞাসা করিলেন — ''হে মহাভাগ! তুমি কে? আমি নিশ্চিতরূপে তোমাকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করি। কি কর্মবশে তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে? যদি তুমি তাহা আমাদের নিকট বলিবার যোগ্য মনে কর তবে নিজ পরিচয় প্রদান কর।'' তখন নৃগরাজা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন - ''হে প্রভো! আমি ইক্ষ্বাকু তনয় নরপতি নৃগ। সর্বভূতাত্মার সাক্ষীস্বরূপ তুমি, তাই তোমার অবিদিত কিছুই নাই। কাল দ্বারাও তোমার দৃষ্টি অব্যাহত, তথাপি তোমার আজ্ঞাক্রমে আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পৃথিবীতে যত বালুকা আছে, আকাশে যত তারকা আছে এবং যত বারিধারা পতিত হয় তত সংখ্যক গোদান আমি করিয়াছি। বোধহয় দাতাগণের নাম কীর্তন প্রসঙ্গে আমার নাম অবশ্যই আপনি শুনিয়া থাকিবেন। কোন একজন প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের একটি গাভী ভ্রষ্ট হইয়া আমার গো-ধনের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। আমি না জানিয়া ঐ গাভীটিকে একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণ ওটিকে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ঐ গাভীর স্বামী-ব্রাহ্মণ গাভীকে দেখিয়া বলিলেন, 'এ গাভী আমার।' প্রতিগ্রহকর্তা ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজা নৃগ আমাকে এই গাভী দিয়াছেন, অতএব এই গো আমার। সেই উভয় ব্রাহ্মণ এই লইয়া বিবাদ করিতে করিতে স্বার্থসাধনার্থ আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি দাতা এবং আপনি অপহর্তা। এ কথা শুনিলে আমি ধর্ম সঙ্কটে পড়িলাম এবং ব্যাকুল প্রাণে তাহাদের উভয়কে অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে এই গোটি আমায় দিন, আমি ইহার পরিবর্তে অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ গো দান করিব। আপনারা এই অবিজ্ঞাত দাসকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ধর্মসঙ্কট হইতে রক্ষা করুন। তখন গো-র স্বামী ''আমি রাজার প্রতিগ্রহ করি না'' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং গ্রহীতাও ''অন্য অযুত গো-ও আমি ইচ্ছা করি না'' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছু সময় পরেই আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে যমদূতেরা আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। সেখানে যমরাজ আমায় বলিলেন - ''হে রাজন্! আমি তোমার দান ধর্মাদি সাধ্য উজ্জ্বল স্বর্গাদি লোকের অন্ত দেখিতেছি না। অতএব তুমি পূর্বে অশুভ ভোগ করিবে কি সুখ ভোগ

করিবে?'' আমি বলিলাম -'' আমি পূর্বে অশুভ লোক ভোগ করিব।'' তখন যম বলিলেন -''তবে পতিত হও।'' হে প্রভো! তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে কৃকলাশ দর্শন করিলাম। হে কেশব! ভগবৎ সন্দর্শনার্থী এই দাসের আজ পর্য্যন্তও কোন স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই। অতএব আমাকে অনুমতি দিন যে আমি যে কোন স্থানেই থাকি না কেন, আমার চিত্ত যেন সর্বদা আপনার পদে স্থান পায়।'' ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নৃগরাজ তাঁহার পাদদ্বয় নিজ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া শ্রীভগবানের অনুজ্ঞাক্রমে সকলের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তখন সর্বলোকপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসী প্রজাগণ ও রাজন্যবর্গকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে অগ্নির মত তেজস্বী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি অত্যল্প মাত্রও ব্রহ্মস্ব (প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সম্পদ) নিজের অবিজ্ঞাতেই হরণ বা ভোজন করে তবে তাহাও তাহার পক্ষে দুর্জ্জর হয়, যাহারা প্রভুত্বাভিমানী ক্ষত্রিয়, তাহাদের পক্ষেও ইহা সমূহ অশুভ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনি হলাহলকেও বিষ বলিয়া মনে করেন না কারণ তাহারও এক প্রকার প্রতিক্রিয়া আছে পরন্তু ব্রহ্মস্বই প্রকৃত বিষ বলিয়া কথিত হয় কারণ মর্ত্যলোকে তাহার প্রতিবিধান নাই। বহু পরিবার বিশিষ্ট অতিথি-পরায়ণ হৃতবৃত্তি ব্রাহ্মণগণের রোদনের অশ্রুবিন্দু সকল যত ধূলিকণা সিক্ত করে, ব্রহ্মস্বহারী রাজাই হউক অথবা রাজবংশীই হউক, ততসংখ্যক বৎসর কাল কুম্ভীপাক নরকে স্বতন্ত্রভাবে পতিত হয়। অতএব সমাহিত হইয়া সর্বদা প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণাম করা উচিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ ধন অপহরণ করিলে অপহর্তাকে নরক বাস করিতে হয় যেমন নৃগরাজা না জানিয়া ব্রাহ্মণের গো অপহরণ করায় তাহাকে কৃকলাশ হইয়া নরক বাস করিতে হইয়াছিল।

কথিত আছে যে নরপতি নৃগ পূর্বজন্মে শূদ্র জাতীয় রাজা ছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি পরবর্তী জন্মে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃগয়া করিতে যাইয়া ব্যাধ দস্যু দিগের হস্ত হইতে সেই পুণ্যের ফলেই পরিত্রাণ লাভ করেন।

রাজা নৃগ ব্রাহ্মণ শাপে কৃকলাশ হইলে তাঁহার পুত্র বসু সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ : ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ ও বরাহপুরাণ*)

সদ্‌গুরু কৃপা

মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিকাল হতে —
সৃষ্টি করি মহাবিশ্ব পরিপালন করিতেছ
মাগো, তুমি সপ্তলোক।
যাবতীয় ভয়ানক অসুর প্রকৃতিরে
নিধন করিয়া সদা রক্ষ ত্রিভুবন।।

তব পদানত জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর না পারে
তব মহিমা করিতে কীর্ত্তন।
আমি তুচ্ছ মানবী কিঙ্করী তব;
চারিবেদও না পারে বর্ণিতে তব কৃপা অকৃপণ।।

হে জগদিশ্বরী, তব আদি অন্ত নাই।
যা কিছু জীবিত, জড়,
সূর্য্য, চন্দ্র, ক্ষিতি বায়ু জল —
এ জগতের প্রতি অণুপরমাণুতেই
তোমার অস্তিত্ব পাই ।।

কে তুমি, কি তুমি, কত শত যোগী ঋষি
ধ্যানেও বুঝিতে নাহি পায়।
মোর ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিচারে শুধু জানি
তব ইচ্ছামাত্রেই, সব অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়।
কালকরাল মৃত্যুর পাশ হতে, মৃত প্রাণ পায়।

অপার আনন্দে তব রাঙা শ্রীচরণকমলে
মাথা রেখে মা-মা বলে ভাসি অশ্রুজলে।।
প্রতিটি মুহূর্তে আমি প্রাণ পাই তব কৃপা বলে।
কৃপা করো রক্ষা করো হে জননী মোর।

প্রাণ যদি দিলে কৃপা করে, তবে
তোমার মনের মতন করে গড়ে নাও মোরে।।
এই চির সত্য মনে মনে জানি —
প্রতি পল অনুপল, মাতৃমন্ত্রে
প্রাণ পায় জীবন সকল।।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী স্বাতীনন্দা ত্রিপাঠী

গীতা ভাবনা

(২৩)

গীতায় বাসুদেবকে সবকিছুর কারণ তথা পরমতত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং বহুজন্মের তপস্যার পর জ্ঞানবান তাঁকে প্রাপ্ত হন বলে দেখান হয়েছে। এযেন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা.উ. ৩/১৪/১) কথারই ব্যাখ্যা। সেই আদি সুরটি ঋগ্বেদের নারায়ণ ঋষি দৃষ্ট পুরুষসূক্তেই আমরা পাই। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে সবই পরমপুরুষ। সেই পরম পুরুষের রূপটি বড় বিচিত্র —

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দলাঙ্গুলম্।।
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।"

—(ঋক্ সং ১০/৯০/১-২)

গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব বা বিশ্বরূপ দর্শনতত্ত্বে এই ব্যাপারটিকেই কি ব্যাখ্যা করা হয় নি! 'ব্রহ্মবাদ' গীতায় এসে 'বাসুদেববাদে' পরিণত হয়েছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকটি এই বিষয়ে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে —

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।"

বিভূতি যোগে সর্বজীবের হৃদয়স্থ প্রত্যগাত্মারূপে তিনিই ধ্যেয় একথা বলতে গিয়ে ভগবান বললেন —

"অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।"-(গীতা ১০/২০)

অর্থাৎ, হে জিতনিদ্র অর্জুন! আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণীদের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান। সমস্ত অধ্যায়টি জুড়ে শ্রেষ্ঠরূপে তিনি কোথায় কিভাবে বর্তমান সেকথা বলেছেন। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হল তিনি একটিমাত্র অংশ বা পাদের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন বলে অর্জুনের পক্ষে তাঁর বিভূতির কথা অধিক জানার দরকার কি?

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।"

— (গীতা ১০/৪২)

এই তত্ত্বটিও ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্রের ভাবানুবাদ — 'পাদোহস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' (ছা.উ. ৩/১২/৬)। কেবল উপনিষদেই না ঋগ্বেদেও পাই, —

"ত্রীণি পদা বি-চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।" -(ঋক্ সং ১/২২/১৮)

তাই গীতাকে বেদের তত্ত্বের রূপক বলে বা বেদের ব্যাখ্যা বলে যাঁরা অলোচনা করেছেন তাঁদের কথাগুলি ভাববার কথা বটেই।

গীতার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি তত্ত্বের বীজ বেদ এবং বেদানুগ পুরাণ গুলিতে কিভাবে পাওয়া যায় সেটা মরমিয়া ব্যাখ্যাকারেরা দেখিয়েছেন। বেদের পুরুষোত্তম আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী। গীতায় বলা হল 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা ১৮/৬১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৪৩ সূক্তে কৃষ্ণাস্য ঋষি বলেছেন — ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবই অবধান করেন। যার সোমযাগে তিনি প্রীতিলাভ করেন সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধভিলাষী শত্রুদের পরাস্ত করে।

"বিশং বিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বষা।
যস্যাহশত্রুঃ সবনেষু রণাতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে
পৃতনাভঃ।।" (ঋক্ সং ১০/৪৩/৬)

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে বললেন—যেমন নদীগুলির প্রচুর জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুত সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি এই বীর পুরুষেরা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি) আপনার সর্বত্র প্রজ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছেন—

"যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।"

—(গীতা ১১/২৮)

জলেদের নদীতে যাবার উপমা ঋগ্বেদে ইন্দ্র দেবতার সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে — যেমন সমস্ত জল নদীর দিকে যায়, যেমন ছোট ছোট জলপ্রবাহ হ্রদে গিয়ে পড়ে; তেমনি সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়।

"আপো ন সিন্ধুমভি যৎসমক্ষরন্ত সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব
হৃদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা।।"
(ঋক্ সং ১০/৪৩/৭)

.....ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামুনি রুচির কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে — বরুণদেবের তনয় হইতে অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে 'মালিনী' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহামুনি রুচি ওই কন্যাকে বিবাহ করেন। মহামুনি রুচির সঙ্গে অপ্সরা মালিনীর বিবাহ কাহিনীটি অত্যদ্ভুত।

রুচি অন্যতম প্রজাপতি ছিলেন। কোনও সময়ে তিনি গৃহহীন, আশ্রমবর্জিত হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে ওইভাবে ভ্রাম্যমাণ দেখিয়া তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দেন। ইহাতে রুচি প্রথমে বিবাহের নানা অসুবিধার কথা বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতৃগণ নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বারংবার বিবাহ করিবার জন্যে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পরামর্শে রুচি বিবাহার্থী হইয়া উপযুক্ত কন্যার অন্বেষণে নানাস্থানে পর্যটন করিয়াও উপযুক্তা কন্যা না পাইয়া তখন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মার পরামর্শে রুচির পিতৃগণের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নদীতীরে পিতৃগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রুচির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, ''এই নদীর মধ্য হইতেই তোমার জন্য এক কন্যার আবির্ভাব হইবে। তুমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিও।'' পিতৃগণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে সেই নদী মধ্য হইতে অপ্সরা প্রম্লোচা উত্থিতা হইয়া রুচিকে বলিলেন, ''আমার গর্ভে বরুণ-তনয় পুষ্করের ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনি সেই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।'' রুচি তাহাতেই সম্মত হইয়া 'মালিনী' নাম্নী সেই প্রম্লোচার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিলেন মালিনীর অন্য নাম 'মনোরমা'। সেই কন্যার গর্ভে 'রৌচ্য' নামে রুচির এক পুত্র জন্মে। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। ইনি মনুদিগের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ মনু ছিলেন।

অন্যান্য পুরাণ মতে — প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা 'আকুতিকে' (মতান্তরে 'ঋদ্ধিকে') বিবাহ করিয়াছিলেন। আকুতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে একপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 'যজ্ঞ' ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ছিলেন। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকেই (লক্ষ্মীকেই) বিবাহ করেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু রুচির মানসপুত্র ছিলেন। তাঁহার অংশে 'রৌচ্য' মনুর জন্ম হয়।

(সহায়ক গ্রন্থ : গরুড় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ু পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবী ভগাবতম্ ইত্যাদি)

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১৭)

শ্রীশ্রীহরি

২এ, সিগরা, বেনারস

১২-৭-৪৭

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও প্রেরিত ১৫০-এর চেক পাইলাম। শ্রীমান পানু কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বিস্তারিত তাহার নিকট জানিতে পারিবেন। সুতরাং আপনার প্রেরিত ১৫০/- ফেরৎ পাঠাইলাম — ১৪০/- চেক মারফৎ এবং ১০/- পানুর মারফৎ নগদ। পানু আজ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছে। কলিকাতার বর্তমান স্থিতিতে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সাহস পাইতে ছিলাম না। যাহা হউক গুরুকৃপায় সে মঙ্গল মত বাড়ী পৌঁছিবে। তাহার পৌঁছ সংবাদটা অবশ্য অবশ্য দিবেন।

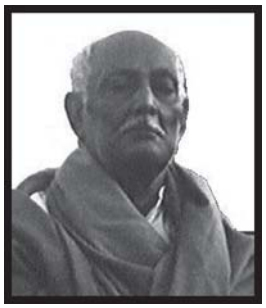

ছোটমার পুনরাবির্ভাব আকস্মিক ভাবে হইয়াছিল গত ২৪শে মে তারিখে বেলা ১১।। টার সময় আমার পড়ার ঘরে হঠাৎ আবির্ভূত হন। তখন ঘরে কোন লোক ছিল না — আমি একটি কাগজ পড়িতে পড়িতে তন্ময়ভাবে অধোদৃষ্টি হইয়াছিলাম। হঠাৎ ঘরটি দিব্য

সুগন্ধে ভরিয়া যায় এবং আমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। তখন চাহিয়া দেখি মা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার হাতে একটি ঝোলা ছিল। আমি এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা বুঝিতে পারিলাম না। এই দর্শন সত্য দর্শন বা আমার মানসিক বিভ্রম মাত্র। তাঁহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারি নাই। আমি তখন জাগ্রত অবস্থায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ পরে যাইয়া প্রণাম করিলাম। তখন তিনি আশীর্বাদ করিলেন — মস্তক স্পর্শ করিলেন। দর্শন এবং স্পর্শন এই উভয় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের দ্বারা আমার ঐ দর্শন যে অমূলক নহে তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তিনি কথা বলিতেছেন না কেন। তিনি ইঙ্গিতে বলিলেন যে তিনি কথা বলিবেন না। তবে কাগজ পেন্সিল দিলে লিখিয়া তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। তখন হইতে কাগজ পেন্সিল দ্বারাই ইচ্ছানুসারে ভাব প্রকাশ করিতেন। কিছুক্ষণ আমাদের বাসায় থাকার পর তাঁহারই আদেশে তাঁহাকে অগস্ত্যকুণ্ডে লইয়া চলিলাম। প্রায় ১৪/১৫ দিন কাশীতে ছিলেন। তারপর আবার অপ্রকট হইয়াছেন। যতদিন এখানে ছিলেন কথা বলেন নাই। উত্তরে বলিয়াছিলেন যে এখন কথা বলিলে গুরুর মহাকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। সেই ব্যাঘাত অপসরণ করিতে হইলে আমাদিগকে যে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে তাহা আমাদের সামর্থ্যের অতীত। ১৯৪৪ সালে প্রায় ৫ মাস কাল নিরম্বু অনশন করিয়া তাঁহাকে যে যে তাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল পুনর্বার তাহাই আবশ্যক হইবে । যাহাতে কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয়, তাহাই করা উচিত। এইজন্যেই তিনি কাগজে লিখিয়াই সব ভাব প্রকাশ করিতেন। মুখ খুলিয়া কখনও কিছু বলেন নাই। তিনি বলিলেন এই যে তাঁহার রূপ আমরা দেখিতেছি — ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে — ইহা কৃত্রিম— রূপ । যে স্বরূপে প্রশান্তের অবতরণ হইয়াছিল এবং যাহা ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই অপ্রকট হইয়াছিল ইহা সে রূপ নহে। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যাহা তিনি সতেরো মাসের কর্মের ফলে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা জ্ঞানগঞ্জে সুরক্ষিত রহিয়াছে। উহা ষোড়শ কলা সম্পন্ন পূর্ণরূপ — উহারই এক কণা লইয়া তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সঞ্চরণ করিতেছেন। যে রূপ আমরা দেখিতেছি উহা ঐ এককলা ব্যতীত অপর কিছু নহে। এই জন্যই উহাকে কৃত্রিম বলা হয়। আমাদিগকে দেখা দিবার জন্যই এবং গুরুর মহাকার্য্যের কিছু সন্ধান দিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই কলাত্মক প্রকট রূপ নরলোকে বর্তমান সময়ে বহুস্থানে বহু আকার ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। বর্তমানে বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল প্রভাব। এই শক্তিকে আরও প্রবল করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করাই এই কলার কার্য্য। প্রলয়ের পরেই নবীন সৃষ্টির আবির্ভাব হইবে। নবীন সৃষ্টি রচিত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের ঊর্দ্ধ প্রদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে। অর্থাৎ মার পরম স্বরূপ, যে স্বরূপে গুরু ও মা অভিন্ন — সেই স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু এখনও ধরাতলে প্রকট হয় নাই। যে আধার তাহাকে ধরিবে তাহা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া ধারণ সামর্থ্যলাভ করিতেছে। বিরুদ্ধ শক্তির অবসান এবং ধারণ সামর্থ্যের পূর্ণতালাভ একই সময়ে সম্পন্ন হইবে মনে হয়। পরম গুরুদেবের এবং আদি মার সিংহাসনের উপরে যে চক্রটি নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছিল এখন আর তাহা সেখানে সে অবস্থায় আর নাই। বস্তুতঃ উহাই এখন জ্ঞানরাজ্যের আরাধ্য সাকার স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। মার যে আকৃতি আমরা দেখিয়াছি উহা আমাদের পূর্ব পরিচিত আকৃতির অনুরূপ কিন্তু স্বরূপ ঠিক এক নহে। কিন্তু এই আকৃতিও আমরা অর্থাৎ যাহারা তাঁহাকে চেনে তাহাদের নিকট ভিন্ন অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই। তিনি যতটা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি যে সকল স্থানে প্রকট হইয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কলিকাতা, নোয়াখালী প্রভৃতি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান বিহার, লাহোর, অমৃতসর, পেশোয়ার করাচী, মুশৌরি, দেরাদুন, আলমোরা, চিরন্দি, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতির অন্তর্গত। চিরন্দি গাঢ়বালের অন্তর্গত একটি সিদ্ধ পীঠ। তিনি বলিয়াছেন, তাহাকে উত্তর মেরু যাইতে হইয়াছিল। সেখানে বহুসংখ্যক যোগী আছেন যাঁহারা কায়াসিদ্ধ করিয়া মৃত্যুজয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য উত্তর মেরু আমাদের North Pole নহে। এই সকল যোগীকে কার্য্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য নামাইয়া আনা হইয়াছে। এখন ইহারা উত্তরাখণ্ডে আছেন। ইহাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে বিরুদ্ধ শক্তি হ্রাসের পর হইতে। দক্ষিণ দেশের অনেক যোগীকে এই মহাকার্য্যে ব্রতী করান হইয়াছে।

মা এখানে যে কয়দিন ছিলেন তন্মধ্যে কয়েকদিন এখানে থাকিয়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে তাহার তৎ তৎ স্থানে গৃহীত কায়ার উচ্চারিত বাক্য ও অভেদ সূত্রে বর্তমান কায়ার মধ্য দিয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহা যথাবৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাক্যগুলি একান্তই অদ্ভুত। তার মধ্যে একদিন জ্ঞানগঞ্জের প্রসঙ্গও আছে। সুবিধা হইলে সেটি একদিন নকল করিয়া পাঠাইয়া দিব। একদিন সীমচন্দম্ নামক স্থানে কথ

মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন ব্রহ্মচারীর বেশে। বৈদিক দীক্ষার রহস্য সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথা হইয়াছিল। একদিন ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা মুসলমান ভিখারিনী বেশে লাহোরের কোন নবাবের নিকট গিয়াছিলেন। সেদিনকার কথাবার্তা সব হিন্দীতে হইয়াছিল। কয়েকদিন কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের বেশে Anarchist-দের সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। সেইদিনের কথাবার্তায় ইংরাজী technical শব্দ খুব বেশী ছিল। একদিন বোম্বাইয়ে কোন radio party-তে একটি film star-এর ভূমিকায় গান দিতেছিলেন। কোন কোন দিন অত্যন্ত গম্ভীর পরমতত্ত্বের উপদেশও নির্গত হইত। ইহার কারণ, এখানকার সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিত। অথচ তিনি বলিতেন যে ঐ কৃত্রিম শরীর তাঁহার মতে প্রণাম নেওয়ার যোগ্য নহে। ভক্তগণ প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রণাম গ্রহণ করিবার জন্য শুদ্ধ শরীরের আভাষটা তাহাতে আসিয়া পড়িত। পূর্ণ ভিন্ন কলা প্রণাম নিতে পারে না। পক্ষান্তরে, আন্তরিক শক্তির সহিত সংঘর্ষ শুদ্ধ শরীরের কার্য্য নহে। — উহা কলাত্মক কৃত্রিম শরীরের কার্য্য। বিরুদ্ধ শক্তির হ্রাস হইয়া গেলে যখন কৃত্রিম শরীরের প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐ এক কলা মূল শুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাইবে। তখন পূর্ণ শুদ্ধ স্বরূপই নামিয়া আসিবে। তখন মা কথা বলিবেন। প্রসঙ্গতঃ মা বলিয়াছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে ভারতবর্ষের বাহিরেও নানান স্থানে স্বপ্রয়োজন সাধনের জন্য ঘুরিতেছেন। তিনি নাকি আমাদের সম্রাটের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু বেশে দেখা করিয়াছিলেন। পণ্ডিচেরীতেও গিয়াছিলেন এবং দেখাও করিয়াছেন। কিন্তু কেহই স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই। এইখানে Theosophical Society-তে সংশ্লিষ্ট হিন্দুস্থানী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রায়ই অলৌকিকভাবে মার দর্শন পাইয়া থাকেন। যাজ্ঞিকজির সঙ্গে ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইনি গতবৎসর যাজ্ঞিকজির সঙ্গে একবার অল্প সময়ের জন্য মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পর আর কখনও যান নাই। স্ত্রীলোকটির occult power খুব বেশী আছে এবং এই জন্যই উক্ত Society-তে ইঁহার নাম এবং প্রতিষ্ঠা খুব বেশী। গত বৎসর গুরুপূর্ণিমার পূর্ববর্তী শুক্লাষ্টমীতে মা যখন প্রথম অপ্রকট হন তখন ইনি মুসৌরিতে ছিলেন। তখন ইনি ঐদিনই রাত্রিবেলা মার দর্শন পান। মা তাঁহাকে সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দেন। ইঁহার পর ইনি যখন কাশীতে ফিরিয়া আসেন তখন হইতে নিয়মিত ভাবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মার দর্শন পাইতে আরম্ভ করেন। ইঁহার গুরুদেব তিব্বতের একজন সিদ্ধ মহাত্মা। তিনিও সিদ্ধকায়াতে মার সাথে উপস্থিত ছিলেন। উনিও মাতাজীকে মার আদেশ অনুসারে চলিতে আজ্ঞা করেন। মা যতক্ষণ ইঁহার নিকট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ততক্ষণ তাঁহার গুরুদেব অনুগতভাবে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে মার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। মা তাঁকে দিয়া ভারতবর্ষের বহুস্থান ভ্রমণ করাইয়াছেন এবং বহু অলৌকিক কার্য্য করাইয়াছেন। এই সকল ঘটনার বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু এই এক স্থানে নহে বহু স্থানে বহু প্রকারে মা প্রকট হইতেছেন — কোথাও সূক্ষ্মে — কোথাও স্থূলে — সর্বত্রই এক মহোদ্দেশের প্রেরণায় কার্য্য চলিতেছে। যে আধারের কথা বলিয়াছিলাম তাহার বর্তমান স্থিতি এইরূপ — কৃপাশূন্য যাত্রীর গুরুদত্ত কায়া কৃপাযুক্ত কর্ম পূর্ণ হওয়ার দরুণ ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই (যখন তিন সতেরো মাস পূর্ণ হইয়াছে) ১০৭ এর মহাকমলের দলে স্থিতি নিয়াছে। — ঐ কায়া ১০৫ হইতে ১০৭-এ আসিবার সময় মধ্যপথ ধরিয়া ঊর্দ্ধরশ্মি অবলম্বন পূর্বক সবিতৃমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিয়াছে। ইহারই জন্য নাভি ধৌতির আবশ্যকতা হয়। এই গুরুদত্ত কায়ার নাভিতে রক্তকমলের বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য গুরুদত্ত কায়া হইতে শুদ্ধ কায়ার নির্গম সম্ভব হইয়াছে। ইহাই মহাবিবেক ইহা পাতঞ্জল মতে সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকের অনুরূপ অথচ অনেক উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ কায়া নির্গত হইয়া মহামায়ার দিব্য নিকেতন ভেদপূর্বক নিরন্তর ১০৮ এর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কায়া অঙ্গুলির পর্ব প্রমাণ। ইহা কৃপাশূন্য কর্মের অধিকারী ১০৭ এর পর কৃপার কর্ম আর থাকে না কৃপাশূন্য কর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কায়াটি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহা মহামায়ারও অতীত কায়া। এই কায়ার হৃদয় প্রদেশে একটি নীল কমলের বিকাশ হইতেছে। এই বিকাশ ব্যাপারটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। বিকাশটি পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ কায়া অর্দ্ধপর্ব প্রমাণে পরিণত হইবে। ইহার পর বাকি অর্দ্ধপর্ব ক্ষীণ হইতে হইতে মস্তকে একটি শ্বেত কমলের বিকাশ হইবে। এই কমলটির ছাঁচ (outline) ক্রমশঃ মস্তকের উপরে শূণ্য প্রদেশে প্রতিভাসমান হয়। শুদ্ধ কায়া যখন ক্ষীণ হইয়া বিন্দুতে পরিণত হইবে। তখনই কমলটির বিকাশ পূর্ণ হইবে। এই কমলটি বস্তুতঃ ব্রহ্মকমল। বিন্দু এই কমলেরই কর্ণিকাতে স্থিতিলাভ করিবে। ইহার দলসংখ্যা অনন্ত। তখন মহামায়ার রাজ্যের ঘের পড়িয়া যাইবে। রক্তকমলের মুখস্থিত সূত্রের সঙ্গে (যাহার সহিত গুরুদত্ত কায়ার নাভির যোগ আছে) শুদ্ধ কায়ার ভ্রূমধ্যের সম্বন্ধ

রহিয়াছে। এই সম্বন্ধটি সূত্ররূপী। ইহা যোগসূত্র। ইহাই মহানাদ স্বরূপ। ইহা দ্বারাই মহামায়ার ঘের সম্পন্ন হইবে। তখন সৃষ্টির অন্তর্গত সমগ্র সত্তা ব্রহ্ম সত্তাতে মিলিত হইয়া অভিন্ন হইয়া যাইবে। মায়া ও ব্রহ্মের কল্পিত ভেদ মিটিয়া যাইবে। সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত প্রতি সত্তাই ব্রহ্ম কমলের অন্তর্গত কোন না কোন দলে আপন যোগ্যতা অনুসারে স্থানলাভ করিবে। ইহারই নাম ১০৮ হওয়া। ইহার নামান্তর আসন প্রাপ্তি। তখন হইতে যথার্থ কর্ম আরম্ভ হইবে। কর্ম ভিন্ন উপলব্ধি হওয়ার উপায় নাই। কর্ম পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি দল বিন্দুতে যুক্ত হইয়া যাইবে। সবগুলি দল বিন্দুতে পরিণত হইলে যে অবস্থা, তাহারই নাম পূর্ণব্রহ্ম বা ১০৯। এখন নীল কমল প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। শ্বেত কমল এখনও বাকি আছে। আজ এইখানেই শেষ করিলাম।

অমূল্যকে এই পত্রের নকল পাঠাইবে।

স্নেহাশীষ;

গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

(২৪)

প্রশ্ন : এই যে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী ইত্যাদি যোগিনী-শক্তি সব রয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলুন। এই শক্তিগুলি কি?

উত্তর : ক্রিয়াযোগের পর্য্যায়ে 'ভ্রামরী কুম্ভক' সাধনযোগে সাধকের যখন ভ্রামরী-কুম্ভক হয় তখন দেহাভ্যন্তরে ভ্রমর নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সেই ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনের সকল চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া যায়। ইহা শ্রবণে অটল স্থৈর্য্যসম্পন্ন মন তখন আর অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হয় না। প্রথমতঃ মূলাধার, তারপর স্বাধিষ্ঠান, তৎপরে মণিপুর, তারপরে অনাহত ও তারও পরে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ চক্রে সেই ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধের পরে আজ্ঞায় এবং অবশেষে সেই ধ্বনি সহস্রারে শ্রুতিগোচর হয়। এই ধ্বনি যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন তিনি তাহা কখনোই ভুলেন না। ব্রহ্মের আকাশবক্ষে তাঁহার মন সর্বদাই অটল অবস্থায় নিবদ্ধ থাকে। ঐ ধ্বনি প্রণবাত্মক অতিমধুর মনোমোহিনী ধ্বনি। সহস্রারে সেই ধ্বনিই হইল 'নিরঞ্জনী যোগিনী' ধ্বনি। দেহাভ্যন্তরে 'নিরঞ্জনী' শক্তিই শ্রীরাধার 'শ্রী' রূপী পরাবিন্দুতে বিকশিত 'নির্বাণী' শক্তি বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হয়। আবার, সর্বচক্রেই এই শক্তি অধিষ্ঠিত আছেন; সাধকযোগীর ক্রমোন্নতিতে তাহা ক্রমান্বয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রকাশিত হয়। সেইজন্যেই তাঁহাকে 'চক্রেশ্বরী' শক্তিও বলা হয়। তিনিই মণিপুরচক্রের পশ্চাতে ব্রহ্মচক্রে ব্রহ্মময়ী। তিনিই যোগিনীচক্রে 'ভগবতী' মহাশক্তি। স্বাধিষ্ঠান চক্রে এই শক্তি 'নারায়ণ' দেবের সহিত সংযুক্ত হইয়া 'রাকিনী যোগিনী' শক্তি হইয়াছেন। মূলাধার চক্রে তিনি 'ডাকিনী' নামধারণপূর্বক যোগিনী হইয়াছেন। মণিপুর চক্রে তিনি 'লাকিনী' শক্তি, অনাহত চক্রে তিনি কাকিনী শক্তি, বিশুদ্ধচক্রে তিনি 'শাকিনী' শক্তি আর আজ্ঞাচক্রে তিনি 'হাকিনী' যোগিনীশক্তি হইয়াছেন। এই যোগিনী শক্তিগুলি সম্বিৎময়ী নাড়ীরূপ ধারণ করিয়া সুষুম্নার 'চিত্রা' নাড়ীর মধ্যে ক্ষেত্রবীজ শক্তি হইতে উত্থিত হইয়া এক চক্র হইতে ঊর্দ্ধগামী অন্য চক্রে শক্তিময়ী তরঙ্গায়িত নাড়ীরূপিণী হইয়া গমন করিয়া থাকেন। এই শক্তিসম্পন্ন নাড়ী মধ্যস্থ যোগিনী শক্তিগুলিকে সাধনার প্রভাবে ব্রহ্ম বিদ্যার কৌশল সাধনের মাধ্যমে জাগরিত করিতে হয়। এইগুলি যোগের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। সহস্রারে যাইয়া তিনি পরমা 'নির্বাণী' শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ষট্‌চক্র নিরুপণ মতে এই যোগিনী শক্তিগুলিই 'পরমাপূর্বনির্বাণ শক্তিঃ' এই পরমা পূর্বনির্বাণ শক্তি মধ্যেই বিষ্ণুপদের অধিষ্ঠান আছে। এই-ই শিবপদ, ব্রহ্মপদ, শক্তিপদ ও হংসপদ বলিয়াও কথিত হন।

প্রশ্ন : 'উপাসনা' কি?

উত্তর : 'উপ' অর্থাৎ নিকটে 'সনা' বা আসনা অর্থে স্থিত হওয়া। আত্মসাধনার যেমন বিভিন্ন পর্য্যায় আছে তেমন উপাসনারও বিভিন্ন স্তর বা পর্য্যায় আছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মসান্নিধ্যে স্থিত অর্থাৎ আত্মস্থ হওয়াকেই উপাসনা বলে। সাধারণ অর্থে উপাসনা বলিতে আরাধনাকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন — ''যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।'' — অর্থাৎ, যোগীগণের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয়া মৎপরায়ণ অন্তঃকরণে (অর্থাৎ

ভক্তিবিনম্র চিত্তে) আমাকে ভজনা করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগযুক্ত, ইহাই আমার অভিমত। সুতরাং শুদ্ধাভক্তি যুক্ত হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হওয়াকেই উপাসনা বলে। এক কথায় 'উপাসনা' হইল ব্রহ্মধ্যান বা ব্রহ্মচিন্তন (আত্মচিন্তন)।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৪)

—''আপনার জগৎমাতাকে যদি দেখাই না যায় আর আমি যদি মানুষকেই দেবতাজ্ঞানে সেবা করি, মানুষের দুঃখ

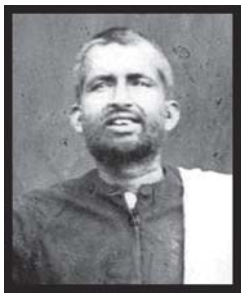

দৈন্য মুক্ত করবার জন্য ব্রতী হই তা হলে কি ভগবানের করুণা লাভ হয় না? ঐ পাষাণ প্রতিমার পূজার চেয়ে কি জীবন্ত জীবের সেবা শ্রেষ্ঠ নয়? এক জায়গায় চুপ করে বসে থেকে পাষাণ দেবতার পূজা করা কি আলস্য বা জড়ত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? আমার মা-বাপ খেতে পাচ্ছে না তাদের বিষয় লক্ষ্য না রেখে যদি আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ আরতির ঘন্টা বাজিয়ে যাই তাহলে কি মনুষ্যত্যের বাজনা বাজে? কোনটা বড়?''

রামকৃষ্ণদেব ঝাঁজাল সুরে উত্তর দিলেন — ''সবটাই বড় - মা যখন যাকে যেমন রাখে সে তেমনি সেভাবে থাকে - চোর, চুরি করে তার পেটের জন্য, সেটাও যেমন বড়, আবার সাধুরা নিজের আত্মা এবং অন্যের আত্মার মঙ্গলের জন্য মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করছে সেটা তার কাছে আরও বড়। একজন করে কেবল নিজের জন্য আর একজন করে সবারই জন্য; মা যখন ছোট ঘর থেকে বড় ঘরে নিয়ে যান তখনই সে দেখতে পায় - সবাই তার আপনার জন। অন্তরের আলো ঐ পাষাণ প্রতিমাই জ্বালিয়ে দিতে পারেন; বাড়ীর কর্তাই খবর বলতে পারে, বাইরের লোকে কি তোর হাঁড়ির খবর বলতে পারে? জগৎমাতাই তা দেখাতে পারেন; সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য ঐ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কে বোঝাবে তোকে? শিবের পূজা না করলে জীবের পূজা বুঝবি কেমন করে? মায়ের পূজা করলেই সবই যে মায়ের ছেলে - এই রহস্যই বুঝতে পারা যায় - নইলে বলতেই হবে, মিছিমিছি ঘুরবো কত ঐ চোখ বাঁধা বলদের মত? মায়ার আবরণ না কাটলে মায়ের সংসার বোঝা যায় না। মানুষ বা জীবকে সেবা মায়ের করুণা ছাড়া লাভ হয় না।

যার মধ্যে যত বড় আলোর প্রদীপ থাকে সে তত দূরের জিনিষপত্র দেখতে পায় - মিটমিটে আলো দিয়ে কি বড় ঘরের আসবাবপত্র দেখা যায়?

আমিতো ভগবানের পূজা তেমন কিছুই করি না বা বুঝিও না, আমার তবে মানুষের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার ইচ্ছা জাগে কেন?

তুই তো ডিগ্রী পেয়েছিস্ আর তো পড়ার দিকে ঝোঁক নেই তাই বোলে কি সে পড়াগুলো ভুলে গেছিস্? যে কোন ইংরাজী বই পড়তে পরবি তো? আবার ও পড়ার চেয়ে আরও কঠিন পড়ার বই পেলে পড়তে ইচ্ছা যাবে তো? কিন্তু মুখ্যু লোক কি সে সব বুঝতে পারবে? এ ব্যাপারও তাই - পূর্ব জন্মের পূজার ফল এ-জন্মে ভোগে আসচে। আর সেই জন্যই তুই আমার কাছে আসিস্ - অন্য সবাই আসে না কেন? দেবতার ভাব জেগে উঠলেই জীবের সেবা জেগে ওঠে। সেই জন্যই বামুনপাড়া আলাদা। মা যেমন রাখেন জন্মান্তরে মানুষ তেমনি পাড়ায় বাস করে। একদিনতো তোকে তাও দেখিয়েছি সে সব কি ভুয়ো? ওসব প্রশ্ন করে লাভ হবে না - তোকে এগিয়ে যেতেই হবে - মায়ের আদেশ কি ব্যর্থ হয়? ঐ শোন আরতির বাজনা বেজে উঠেছে - এগিয়ে আয়।''

বিবেকানন্দ চুপ করে বসেই রইলেন। রামকৃষ্ণদেবের কথায় পূজার মন্দিরে গেলেন না, অভিমানের কান্নায় চোখ দুটো রাঙ্গা জবার মত লাল হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধতা ভেঙে কে যেন কানের কাছে বলে উঠল - 'কীরে, এখনও বসে আছিস!'

চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন - কেউতো সেখানে নেই! কে তবে ঠিক রামকৃষ্ণদেবের কথার মতোই প্রশ্ন করলেন?

...ক্রমশঃ

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (২০) : প্রকৃত ক্রিয়ান্বিতকে আমাদের গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীবাবা কিভাবে যে বিপদ থেকে রক্ষা করতেন এবং সেই ক্রিয়ান্বিতের জন্যে তার সঙ্গে থাকা বন্ধুবান্ধবেরা যে কিভাবে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল তা অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাপিদার (শ্রীশ্রীবাবার অন্যতম অন্তরঙ্গ ক্রিয়ান্বিত সন্তান) নিজের জীবনের কোন একটি দিনের ঘটনা তিনি নিজেই এইভাবে আমাকে বিবৃত করলেন।—

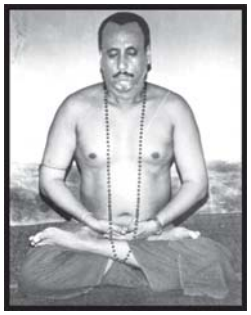

'দাদা', লাহিড়ী বাবাকে আমি 'দাদা' বলেই ডাকতাম; উনি আমার কাছে দাদা, গুরু, বাবা ও মা সব কিছুই ছিলেন। পূর্বে সব সময় এবং এখনও আমাকে সর্বদিক দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন। তবে এখানে একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন যে গুরুমহারাজের দেওয়া ক্রিয়া আজও আমি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে করি। এবার সে দিনের কথায় আসি।—

আমি বড়বাজারে business করতাম। সেই সুবাদে আমার অনেক আড়তদারের সাথে এবং বড়বাজারের অনেক দোকান মালিকের সাথে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এইরকম কোনও একটি বন্ধুর বোনের বিয়েতে যাবো বলে আমরা ১১জন মিলে শ্যামবাজার থেকে সারাদিনের জন্যে একটি Tata Sumo টাইপের গাড়ী ভাড়া করি। এই গাড়ীটাতে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই ছিল যে গাড়ীটিতে দুটি stepney অর্থাৎ বাড়তি চাকা ছিল। সাধারণতঃ সব গাড়ীতেই একটি করে stepney থাকে সেই কারণে এই ব্যাপারটা যে পূর্ব নির্ধারিত ছিল তা পরে বেশ বোঝাই গেল। আমাদের বিয়ে বাড়ী ছিল হাওড়া-আমতার 'বড়দা' বলে একটি গ্রামে। আমরা সারারাত বিয়ে বাড়ীতে খুব আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে ভোরবেলা রওনা দিলাম। বিয়েটা হয়েছিল শ্রাবণ মাসে ভরা বর্ষার দিনে; সেইজন্যে সবারই খুব ফিরে আসার জন্যে তাড়া ছিল এবং এসে তাদের দোকান খুলতে হবে বলে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে নিলাম। সেইজন্যে আমাদের কথামত গাড়ীর চালক ৯০ থেকে ১০০ কি.মি বেগে গাড়ী চালিয়েছিল। গাড়ীটি যখন প্রায় আমতার কলাতলা মোড়ের কাছে এসে পৌঁছল, ঠিক তখনই গাড়ীটির পিছনের দুটি চাকা একসঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটি তিন পাক চক্রাকারে ঘুরে থেমে গেল। যে জায়গায় চাকা দুটি burst করেছিল সে জায়গাটা ছিল বেশ চওড়া এবং দুপাশে মাঠ, খাল এবং পুকুর, জলে পরিপূর্ণ। চাকা দুটি burst করার সঙ্গে সঙ্গে আমি 'গুরু, গুরু' বলে চিৎকার করে দাদাকে ডাকতে লাগলাম। তখন সকাল প্রায় ৭টা হবে। এইরকম প্রচণ্ড শব্দ শুনে পাশের দোকান, মাঠের এবং পথচলিত মানুষজন সব দৌড়ে এল। তারা ভাবল, বোধহয় গাড়ীর সকলেই মারা গেছে অথবা গুরুতর আহত হয়েছে। কিন্তু আমরা সকলেই যখন গাড়ী থেকে নামলাম, তখন প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে আমরা বেঁচে আছি। এই বেঁচে যাওয়ার বোধটা আসতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার যে আমাদের গায়ে কোন আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগেনি। আমাদের গাড়ীর পিছনের চাকা দুটি পাঁপড় ভাজা টুকরোর মত হয়ে গিয়েছিল যেহেতু এই দলের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলাম, তাই এইভাবে বেঁচে যাওয়ার জন্যে আমার জয়ধ্বনি করতে লাগলো সবাই। কিন্তু আমি জানি গুরু সব সময় অদৃশ্যে থেকে কিভাবে রক্ষা করেন।

তারপর শীঘ্র গাড়ীর চাকা দুটি লাগিয়ে আমরা রওনা হলাম। তারপর সকলেই বড়বাজারে তাদের দোকান খুলতে চলে গেল এবং আমি সোজা এসে গুরুদেবের পায়ে পড়লাম। বাবা ভাবস্থ হয়ে হাসতে হাসতে আমায় বললেন, ''বাপি, ভয় কি তোর? আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই থাকি।''

সদ্‌গুরু হন প্রেমস্বরূপ। ভক্ত ও শিষ্যের জন্যে সদ্‌গুরুর মধ্যে যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নিহিত থাকে তা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে দিয়ে শিষ্যভক্তগণ বোধগম্য করতে সক্ষম হন। সদ্‌গুরুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হলে পরেই তখন সদ্‌গুরু শিষ্যকে আলোর পথে, প্রাণের পথে টেনে নেন। তখনই শিষ্য সদ্‌গুরুকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করতে সক্ষম হয়। অন্যথা, কবিগুরুর ভাষায় বলি ''সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগে না তখন প্রাণ।'' *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

হেমকুণ্ডের পথে
(১)

কেদার থেকে বদরী প্রবাদ পথের পরিক্রমার শেষে যেন নতুন করে ভালোবেসে ফেললাম গাড়োয়াল হিমালয়কে। বদরী থেকে ফিরে আসার পথেই মনে ধরেছিল জায়গাটা। তখনই ঠিক করেছিলাম মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসতে হবে এখানে। গন্তব্য হেমকুণ্ডসাহিব - ভ্যালি ওফ্ ফ্লাওয়ার্স। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা আর আমাদের গুরুপরম্পরার মাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি প্রবাদ পথে ভ্রমণের প্রতিক্ষণে। কলকাতায় ফিরেই তাই ছুটে গিয়েছিলাম আশ্রমে - শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিতে। আমার হেমকুণ্ড সাহিব যাওয়ার আবেদনে প্রথমে মা শুধু হেসেছিলেন। বড় স্নেহের মধুর সেই হাসি। সেই হাসিতে ছিল নীরব প্রশ্রয়, অনুমতি আর সর্বোপরি আশীর্বাদ। সেদিন আর কিছুই বলেন নি মা। দিন এগিয়ে আসে। আমার যাওয়ার দিন ঠিক হয় ২রা জুন, ২০০৮। যাওয়ার কিছুদিন আগে আবার যাই মায়ের কাছে। আমার ব্যবস্থাপনার কথা শুনে মা শুধু বলেন, ''চলার পথে কখনও কোনো সময় কেউ যদি তোকে থামতে বলে বা যদি মনে হয় থামা উচিত তবে সেদিন সেইক্ষণে সেখানেই থেমে যাবি। সাময়িক বিরতি নিয়ে ফের চলা শুরু করবি। জানবি সেটাই আমার ইচ্ছা — আমার নির্দেশ।'' মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করি পথচলা। দুন এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়েই আমাকে পৌঁছে দিল হরিদ্বার। উঠলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘে। এখানে একদিনের বিরতি। পরদিন থেকে শুরু হবে পথচলা। গন্তব্য হেমকুণ্ড - ভ্যালি ওফ্ ফ্লাওয়ার্স।

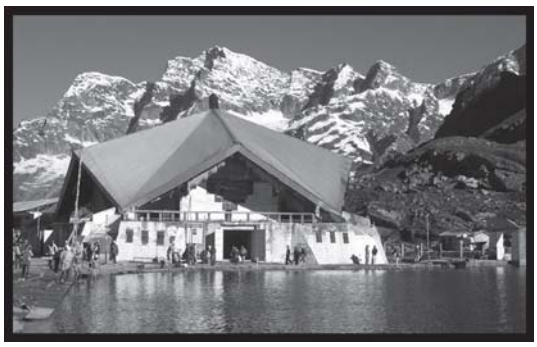

হেমকুণ্ডসাহিব

মায়ের নাম নিয়ে সকাল সকাল উঠে বসি বদরীগামী বাসে, ইচ্ছা প্রথমে যাব বদরীনাথ। ফেরার পথে গোবিন্দঘাট নেমে যাব হেমকুণ্ড। হেমকুণ্ড যেতে গেলে প্রথমে নামতে হয় গোবিন্দঘাট। সেখান থেকে পাহাড়ী রাস্তায় ১৩ কিলোমিটার পথ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছতে হবে ঘাংঘারিয়া। ঘাংঘারিয়া থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছতে হয় ১৫,২১০ ফুট উচ্চতায় হেমকুণ্ডসাহিবে। আর অপর দিকে ঘাংঘারিয়া থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে হয় ফুলের জলসা — ভ্যালি ওফ্ ফ্লাওয়ার্সে। বাস ছাড়ল নির্ধারিত সময়েই। হৃষীকেশ পেরিয়ে বাস এসে থামল দেবপ্রয়াগে। সেখানে সাময়িক বিরতি শেষে ফের পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে বাস এসে পৌঁছাল রুদ্রপ্রয়াগে। এখান থেকে অলকানন্দার গিরিখাত ধরে পৌঁছবে বদরীপুরী। রুদ্রপ্রয়াগে মধ্যাহ্নভোজ সেরে ফের উঠে বসি বাসে। বাসের যাত্রী ৩৫ জন। পথে একাধিকবার দাঁড়ানোর ফলে যোশীমঠ পৌঁছতে না পৌঁছতেই সন্ধ্যা নামল। রাত্রে এই পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। কাজেই সেই রাত্রে যোশীমঠেই যাত্রা বিরতি। একরাত যোশীমঠে কাটাতে গেলে অতিরিক্ত অর্থ খরচ যা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না। তাই কাছের চটিতে দুটো রুটি দিয়েই নৈশভোজ সারলাম। তারপর বেরোলাম রাতের আশ্রয়ের খোঁজে। হোটেলে ন্যুনতম ঘরভাড়া ৮০০-১০০০/- টাকা। কাছাকাছি ওই রাত্রে কোনো ধর্মশালাও চোখে পড়ল না। আবার বাসস্ট্যাণ্ডের কাছাকাছিই থাকতে হবে না হলে ভোরবেলায় বাস ধরতে পারব না। শ্রীশ্রীমায়ের নাম নিয়ে পথে নামি ঘরের খোঁজে। হঠাৎই একটা ডাক শুনে পিছনে ফিরে তাকাই, দেখি এক বৃদ্ধ হাতছানি দিয়ে ডাকছেন আমাকে। ঘর খুঁজছি শুনে তিনি এগিয়ে দেন একটা চাবি। তাঁর পিছন পিছন চলে সামনের টিলার উপরে একটা কাঠের বাড়িতে এসে উঠি। সকালবেলাতেই চলে যাব শুনে বলেন চাবিটা যাবার সময় সামনের বারান্দার থামের উপর রেখে যেতে। ঘরভাড়া ৩০০ টাকা। দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। গাড়োয়ালি বৃদ্ধ মানুষটি। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে ঘরের দরজা দিয়ে আমিও শুয়ে পড়ি স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। ঘুমভাঙে হাতঘড়ির অ্যালর্মের শব্দে। তড়িঘড়ি উঠে হাতমুখ ধুয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। বাইরে তখনও অন্ধকার। ধীরে ধীরে রং লাগছে সামনের হাতি পর্বতে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি রাখি বারান্দায় থামের উপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। সামনের চায়ের দেকানে তখন সবে ঝাঁপ খুলেছে এত ভোরে আমাকে দেখে একটু অবাকই হল দেকানী। রাত্রে কোথায় ছিলাম জানতে চাইলে দেখিয়ে দিই

সামনের টিলার দিকে। বলি গতরাতের সহৃদয় বৃদ্ধের কথা, কাঠের বাড়ীর কথা। টিলার উপরে কাঠের বাড়ীর কথা শুনে একটু অবাক হয়েই তাকাল দোকানী। তারপর বৃদ্ধের কথা শুনে হাত জোড় করে বলেন হিমালয়ের এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান মহাত্মাদের কথা। বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে তাঁরা সদা সচেষ্ট। কথা প্রসঙ্গে এসে পড়ে আমার গুরুপরম্পরার কথা। আমার সঙ্গে থাকা বাবাজী মহারাজের ছবি দেখে জানতে চান আমার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? উনিই আমার গুরু পরম্পরার মহাগুরু শুনে তিনি বলেন গত রাত্রে আমার আশ্রয় দাতা বৃদ্ধ মানুষটিও একই গুরুকুলের ঘরানার মানুষ। মনে পড়ে মায়ের কথা, মার ইচ্ছাতেই আমার এখানে রাত কাটানো। আমার রাত্রিকালীন আশ্রয় লাভ। মন আর্দ্র হয়ে আসে মায়ের করুণার পরিচয় পেয়ে। পায়ে পায়ে বাসে এসে উঠি। বাস ছাড়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ৩৫ জন যাত্রীর মধ্যে তিন জন তখনও অনুপস্থিত। তাদের বাদ দিয়েই বাস এগিয়ে চলে পাণ্ডুকেশ্বরের দিকে, ৩২ জন যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। পুবের আকাশে তখন লালের ছোপ, আর বিপরীতে হাতি পর্বতের তুষার ধবল চূড়া। বাস এগিয়ে চলে। সামনেই পৃথিবী বিখ্যাত অলকানন্দা গিরিখাত। হঠাৎই চোখ পড়ে হাতি পর্বতের মাথায়, নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের খেলা। টুকরো টুকরো মেঘ ধীরে ধীরে আদল নিয়েছে এক মনুষ্য অবয়বের, যেন হাতছানি দিয়ে কিছু বলতে চাইছে আমায়। মনে পড়ল শ্রীশ্রীমায়ের কথা— ''যখনই পথের মধ্যে কেউ তোকে থামতে বলবে কিম্বা তোর যদি মনে হয় কেউ তোকে কিছু বলছে তা সে মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা, প্রকৃতি যেই হোক না কেন, জানবি সেটাই আমার নির্দেশ, আমার ইচ্ছা।'' চকিত সিদ্ধান্ত নিই - বদরী নয় আমাকে নেমে যেতে হবে গোবিন্দঘাটেই। সেইমত বাসের চালক আর কণ্ডাক্টর ভাইকে বলি আমি গোবিন্দঘাটেই নেমে যাব। ওরা একটু অবাকই হয়। বলে, ''আপনার তো বদরী পর্যন্ত টিকিট কাটা!'' আমি বলি, ''তা হোক। আমি নেমে যাব গোবিন্দঘাটেই।'' মায়ের নির্দেশে আর ইচ্ছায় আমার কথা মত ওরা আমাকে গোবিন্দঘাটে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় বদরীনাথের দিকে। বাসস্টপ থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার পথ হেঁটে আমি উপস্থিত হই গোবিন্দঘাটের গুরুদ্বারে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলি হেমকুণ্ড যেতে চাই। তাই কিছু জিনিসপত্র রাখা দরকার ক্লোকরুমে। আমার কথা শুনে গুরুদ্বারের সর্দারজী জানতে চান আমি কলকাতা থেকে আসছি কিনা। তারপর নিজেই বলে যান আমার নাম ঠিকানা। আমি শুধু সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ি সর্দারজী আমাকে বসতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঁচজন ভারতীয় সেনা অফিসার আমার কাছে এসে জানতে চান আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য, দেখতে চান আমার পরিচয় পত্র। সবকিছু দেখার পর আমার গোবিন্দঘাটে হঠাৎ করে নেমে যাওয়ার কারণ জানতে চান। উত্তরে আমি আমার অনুভূতির কথা, শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশের ইচ্ছার কথা জানাই। শুনে ওই সেনা অফিসাররা জানান আপনার গুরুমার কৃপায় আপনি এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। কারণ, আপনি গোবিন্দঘাটে বাস থেকে নেমে যাওয়ার দশ মিনিট পর বাসটি খাদে পড়ে যায়। ৩১ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে সেনারা। বাসের চালক আর কণ্ডাকটারকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে ওই বাসের যাত্রীদের যে তালিকা ছিল তাতে ৩৫জন যাত্রীর উল্লেখ ছিল। তাই বাকি চারজনের খোঁজ তাঁরা পাচ্ছিলেন না। আমি তাদের আশ্বস্ত করি ওই চারজনের একজন আমি, আর বাকি তিনজন যোশীমঠেই রয়ে গিয়েছেন। তারা অত সকালে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে না পৌঁছানোয় তাদের বাদ দিয়েই বাসটি যাত্রা শুরু করেছিল। সব শুনে তাঁরা জানতে চান আমি এখনি ঘাংঘারিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে চাই কিনা। ততক্ষণে মায়ের আশীর্বাদ আর রক্ষাকবচের সন্ধান আমি পেয়ে গিয়েছি। জানি আমার এবারের যাত্রা সফল হবেই শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাতে । কাজেই একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই তাদের জানাই, ''অবশ্যই এখনি আমি যাত্রা শুরু করব ঘাংঘারিয়ার দিকে।'' সেইমত গুরুদ্বারের রেজিস্টারে নাম নথিভূক্ত করে এগিয়ে চলি। সামনেই লক্ষণ গঙ্গার সেতু, তারপর শুরু শুধু চড়াই পথে পাহাড়ে চড়া।

হৃষীকেশের একটি মন্দির

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৩

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেবঃ মহেশ্বরশ্চ, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৩

গুরুই ব্রহ্মা (সৃষ্টি কর্ত্তা) — এই দেহের সত্তা ছিল না, দেহের সৃষ্টি করিয়া জীবকে তন্মধ্যে রাখিয়া তিনি জীবসৃষ্টি করিলেন, (জেনিসিস্ ২য় অঃ, ৭ম শ্লোক দেখ); গুরু বিষ্ণু — পালক কর্ত্তা — অর্থাৎ প্রতিঘটে কূটস্থরূপে বিরাজ করিয়া তিনি জীবের দেহসত্তা এবং জীবসত্তা রক্ষা করিতেছেন; এবং গুরু মহেশ্বর — সৃষ্টি পরিশেষে অক্ষরব্রহ্মে গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, সে কারণ কূটস্থ ব্রহ্মকে দ্বিবাহু ঈশ্বর বলা হয় (গীতা ১৮ অঃ ৬১ শ্লোক এবং ভূমিকায় গুরুধ্যান দেখ); অর্থাৎ এক বাহুর দ্বারা মায়ার সৃষ্টি করিয়া দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং অপর বাহুর দ্বারা শিব স্বরূপ রূপবর্জ্জিত নিজরূপে গিয়া সৃষ্টির লয় করিতেছেন; গুরু দেবরূপী - দিব্ অর্থে আকাশ শূন্য স্বরূপ আকাশে শূন্যবৎ অবস্থায় স্থিতি বলিয়া তিনি দেব; গুরুই পরম ব্রহ্ম - অক্ষরব্রহ্ম সকলের পরপারে আছেন বলিয়া তিনি পরমব্রহ্ম (ইহা সাধন করিয়া সাধনের পরাবস্থায় গিয়া পুনরায় পরাবস্থার পরাবস্থায় আসিয়া সমস্ত উপলব্ধি হয়); সে কারণ শ্রীগুরুকে নমস্কার।।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।৩৪

অখণ্ডং (সর্ব্বত্র একেনৈব অখণ্ডরূপেণ প্রতীয়মানং) মণ্ডলাকারং (মণ্ডলাকারবিশিষ্টং) চরাচরব্যাপ্তং (গুরো র্যৎ পদং) তৎপদং যেন (গুরুণা) দর্শিতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৪

অখণ্ড (সর্ব্বত্র একইরূপে অখণ্ডভাবে প্রতীয়মান), চরাচরব্যাপ্ত, মণ্ডলাকারে প্রকাশমান গুরুপদ (গুরুর স্থিতিস্থান) যিনি দেখাইয়া দেন, এমত গুরুকে নমস্কার।।৩৪

এই মণ্ডলাকাররূপে প্রতীয়মান দেহ গুরুর সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কথিত হয়। জড়সম্পর্কে জীব জড়দেহ অবলম্বনে জড়ের সহিত লিপ্তভাবে থাকে, এবং জড়দেহ ছাড়িয়া এতাদৃশ সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে জীব জড় সম্পর্কে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করে। ঈদৃশ সূক্ষ্মদেহ ব্রহ্মের হিরণ্ময়বপু বলিয়া কথিত হয়। যিনি সেই হিরণ্ময়-বপু অবলম্বনে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে জড় শরীরধারী গুরু বলা হয়। তিনি গুরুপদবাচ্য, কারণ তিনি জড় শরীর ধারণ করিয়াও তদ্রূপ শরীর বশে কোন কার্য্য করেন না, সুতরাং শরীরের সংস্কার তাঁহাকে অধিকার করে না। এইরূপ সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইতেছেন ব্রহ্ম, তাঁহাকে সূক্ষ্মাণু বলা হয়, কারণ তিনি সূক্ষ্ম শরীর মধ্যে অণুস্বরূপে আছেন। এই শরীর ছাড়িয়া তাঁহার সূক্ষ্মাণু সূক্ষ্মে গিয়া লয় হয়, তখনই সৃষ্টির স্বরূপ ঘুচিয়া ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা হয়।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৫

অজ্ঞানরূপং তিমিরং তেন অন্ধঃ যো জনঃ, তস্য চক্ষুঃ যেন (গুরুণা) জ্ঞানরূপয়া অঞ্জনশলাকয়া উন্মীলিতং, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৫

অজ্ঞানরূপ তিমিরের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধভাবে অবস্থান করিতেছে যে ব্যক্তি, তাহার চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকার দ্বারা যিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাদৃশ শ্রীগুরুকে নমস্কার।।৩৫

অজ্ঞানরূপ জগৎসম্পর্কে আসিয়া জীব নিজ চক্ষু হারাইয়াছে, এবং জড়চক্ষু অবলম্বনে জড়সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কূটস্থপদের দর্শন লাভ করিয়া জীবের তৃতীয় নেত্রের স্ফুরণ হইল; ইহাকে জ্ঞানচক্ষু বলে, অর্থাৎ জড় চক্ষুর দ্বারা জড় সত্য এবং সূক্ষ্ম মিথ্যা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছিল — ইহাই অজ্ঞান, এক্ষণে সূক্ষ্ম সত্য এবং জড় মিথ্যা, ইহা অনুমিত হইল — ইহাই জ্ঞান। অনজ অর্থে দীপ্তি পাওয়া, যে চক্ষু স্ফুরণ হইল উহা জ্ঞানস্বরূপ, উহা জাগতিক সম্পর্কে আসিয়া জাগতিক কালিমা দীপ্তিমান হইল, সুতরাং জাগতিক তমঃ ঘুচিতে লাগিল, এবং সেই জ্ঞানচক্ষু অঞ্জনশলাকার মত কার্য্য করিতে লাগিল, অর্থাৎ কূটস্থধ্যানে থাকিয়া জাগতিক কার্য্য করায় ক্রিয়ার পরাবস্থায় সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ভাব হইল, সে কারণ কূটস্থনির্গত কূটস্থরশ্মি তিমিরনাশ করে বলিয়া উহাকে তিমিরভেদীশলাকা বলা হয়। (জন ৯ম অঃ -৬,৭ শ্লোক দেখ) *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

অষ্টবিংশ পর্য্যায়—

রাজোবাচ

শ্লোক :— *ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।*
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।।৪৩
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোব্রহ্মবিদাংবর।।৪৪

শব্দার্থ :— ব্রবীতি - বললেন, উৎপন্না - আবির্ভূতা, যৎস্বভাবা - যেরূপ স্বভাবযুক্তা, যৎস্বরূপা - যেরূপ আকৃতি বিশিষ্টা, যৎউদ্ভবা - যে নিমিত্ত আবির্ভূতা, ব্রহ্মবিদাংবর - ব্রহ্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ।

বাংলা শ্লোকার্থ :— রাজা বললেন - 'হে ব্রহ্মবিদ্বর দ্বিজ! সেই দেবী যেরূপ স্বভাব বিশিষ্টা, যেরূপ আকৃতি বিশিষ্টা এবং যে নিমিত্ত আবির্ভূতা হন, সেই সকল তত্ত্ব আপনার নিকট শুনতে ইচ্ছা করি।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— অধিক সময় ধরে একাগ্রচিত্তে আত্মমগ্ন মহর্ষি মেধসের কথামৃত শুনে রাজা সুরথ মুগ্ধ হলেন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট দেবী মহামায়ার স্বরূপ জ্ঞাত হবার আগ্রহে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। এইরূপ ভগবান স্বরূপ সদ্‌গুরুর নিকটই ভগবৎতত্ত্ব তথা ব্রহ্মতত্ত্ব জানার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁকে 'ব্রহ্মবিদ্বর' বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসু চিত্তে আপন কৌতুহল নিবারণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। অধ্যাত্মচেতনায় বলা যায় যে যোগী যদি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিযোগে (সমাধিস্থ হয়ে) সুউচ্চ চেতনার স্তরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে অবস্থান করতে পারেন তবে পরবর্তী পরাবস্থায় যোগীর মধ্যে মাতৃতত্ত্ব তথা প্রকৃতিতত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব) এবং আত্মোপলব্ধির সমস্ত তত্ত্ব ধীরে ধীরে তাঁর অন্তর চেতনায় প্রজ্ঞারূপে উন্মীলিত হয়। তাই জীবাত্মার প্রতিভূ রাজা সুরথ মহামায়ার শক্তির মহিমা সম্বন্ধে কিছু অনুধাবন করে তাঁর বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হতে শুরু করলেই সাধকযোগীর এই প্রকার আগ্রহশক্তির বিকাশ হয় এবং ক্রমশঃ প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্ট ও মোহজনিত দুঃশ্চিন্তা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়। যে মহামায়া ঐন্দ্রজালিক মায়াশক্তির মোহে মানুষ মুগ্ধ হয়ে সংসারে আবদ্ধ থাকে, সেই দেবী মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ বিশেষভাবে জানার জন্য এই সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা — এই দেবী কে? তিনি কেন উৎপন্না হন, তাঁর কর্ম কি, স্বভাব ও স্বরূপ কেমন?

ঋষিরুবাচ

শ্লোক :— *নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং শুভম্।*
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।।৪৫।।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমানির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।।৪৬।।

শব্দার্থ :— নিত্য - জন্মমৃত্যুরহিত, জগন্মূর্ত্তি - বিশ্বরূপা, সমুপত্তি - আবির্ভাব, অভিধীয়তে - অভিহিত হন।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ঋষি বললেন, ''মহামায়া জন্মমৃত্যু রহিতা; সমগ্র বিশ্বই তাঁর মূর্তি। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্তা হলেও তাঁর বিভিন্ন আবির্ভাবের কথা বলছি, শোন। তিনি দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, তখন নিত্যা হলেও তাঁকে উৎপন্না বলা হয়।''

যৌগিক ব্যাখ্যা :— সুরথের প্রশ্নে মেধা ঋষি উত্তর দিলেন, ''মহামায়া জন্মমৃত্যু রহিতা, অর্থাৎ তাঁর উৎপত্তি বিনাশ নাই। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিনাশ থাকে। কিন্তু তাঁর অতি অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা হেতু তিনি গুণাতীতা, রূপাতীতা ও জ্ঞানাতীতা রূপে সকলের মাঝে বিরাজিতা। আত্মজ্ঞ গুরু কৃপা করে শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করলে শিষ্য মনশ্চক্ষে অতি-অতীন্দ্রিয় দিব্য স্তরে উপনীত হয়ে মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করে ধন্য হয়। সমগ্র বিশ্ব মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি হলেও সাধারণে স্থূল দৃষ্টিতে এবং মায়া মোহ ভ্রান্তিতে আবদ্ধ থাকে বলে তা অনুভব করতে পারে না। যোগীসাধক নিজেকে আত্মসাধনায় সমর্পিত প্রাণে নিয়োজিত করলে পরে মাতৃমহিমার এই বিশ্বরূপই শুধুমাত্র দর্শন করেন না, সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রতি স্থূল পদার্থেও যে মহামায়ার চৈতন্য জড়িত আছে, তাও অনুভব করেন।

অসুরদের অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ যখন চরম উৎপীড়িত হন, তখন সমবেতভাবে জগৎজননীর আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করলে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মহামায়া প্রকটিতা হন। তাঁর এই দিব্য আবির্ভাব লোকচক্ষে 'উৎপন্না' বলে অভিহিত হয়। কেবল দেবকার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁর এই উৎপত্তি। যোগচেতনায় বলা যায়, 'ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যই

দেবতা'। সত্তার বক্ষে প্রকাশিত পঞ্চভৌতিক দৃশ্যমান জগৎই যে মহামায়ার প্রকটিত রূপ, ইহা উপলব্ধি না করে যখন শুধুমাত্র জাগতিক বস্তু জগৎকেই ইন্দ্রিয়বৃন্দ গ্রহণ করে, তখন এই দেবতাগণ অত্যাচারিত হয়ে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মধ্যে অধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপীশক্তি তখন উপেক্ষিত হয়) মহামায়ার (অর্থাৎ, আত্মচৈতন্যের চিতি শক্তির) শরণাপন্ন হন। দেবতাদের ভক্তির আকর্ষণে মহামায়া তখন তাঁদের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন এবং যোগী মাতৃকৃপায় বলীয়ান হয়ে আসুরিক ভাবরাশিকে দমিত করতে সমর্থ হয়। *.....ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

মাতৃ সাধনা যুগে যুগে

"ওঁ মহিষমর্দির্নৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।"

(১) প্রথমে সৃষ্টির পূর্বে গোলকে রাস মণ্ডলে দুর্গার পূজা করেন শ্রীকৃষ্ণ।

(২) মধু-কৈটভের ভয়ে ভীত হয়ে দ্বিতীয় বার পূজা করেন ব্রহ্মা।

(৩) ত্রিপুর জয়ের জন্য তৃতীয় বার পূজা করেন ত্রিপুরারী।

(৪) দুর্বাসার ভয়ে ভীত হয়ে চতুর্থ বার পূজা করেন ইন্দ্র।

(৫) রাবণ বধের জন্য পঞ্চম বার পূজা করেন রামচন্দ্র।

কল্পান্তরে মেধস শিষ্য সুরথ নদীতীরে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজা করে সাবর্ণী মনু নামে খ্যাত হন। বৈশ্য সমাধি পুষ্কর তীর্থে দুর্গার পূজা করেন এবং দুষ্কর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে দুর্গার বরে স্বর্গ লাভ করেন।

"সানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিংনপশ্যসি।।
তথাপি মমতা বর্ত্তে মোহ গর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিনঃ।।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগ নিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরে শ্চৈতওয়া সম্মোহ্যতে জগৎ।।
জ্ঞানিনামপি চে তাংসি দেবী ভগবতী হিসা।
বলদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরা চরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতিমুক্তয়ে।।
সাবিদ্যা পরমা মুক্তেহেতু ভুতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চসৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।।"

মানুষ মা-মহামায়ার প্রভাবে বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যুৎপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়ে থাকে। তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাব অর্থাৎ জগতের পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর-মহামায়া প্রভাবে তবুও মানুষ মমতার ঘূর্ণিপাকে ও মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি-বিষ্ণুর যোগ-নিদ্রা, অর্থাৎ তমঃ প্রভাবা শক্তি। কাজেই তাঁর দ্বারা এই বিশ্ব মোহিত হয়ে আছে, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে! মানুষতো দূরের কথা স্বয়ং ভগবান হরি পর্যন্ত যাঁকে আশ্রয় করে নিদ্রা যান, তাঁর দ্বারা জীব সকল মোহিত হলে এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। সেই দেবী-মহামায়া ভগবতী বলপূর্বক জ্ঞানীগণেরও চিত্ত আকর্ষণ মোহাবৃত করে রেখেছেন। তাঁর দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রসন্না ও বরদা হলে মানুষকে মুক্তি লাভের জন্য অভিষ্ট বর প্রদান করেন। তিনি মুক্তির উপায়-স্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যা আদি-অন্ত বিহীনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতির ঈশ্বরী, আবার তিনিই সংসার বন্ধনের হেতু অবিদ্যা বা মায়া।

"প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘন্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কাল রাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টকম্।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গা প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

নবদুর্গার নবম রূপই সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সকল ভক্তগণকে সিদ্ধিপ্রদান করে থাকেন। দনুজপুত্র রম্ভ ও করম্ভ মহা পরাক্রান্ত দুই দানব প্রধান ছিলেন। ওদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, দুইজনে পুত্র কামনায় পঞ্চ নদের পবিত্র জলে বহুবর্ষ কাল অগ্নিদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। করম্ভ জলে প্রবেশ করে তপস্যা করতে লাগলেন ও রম্ভ বট বৃক্ষের উপরে তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র ওদের

তপস্যার কথা অবগত হয়ে কুম্ভীর রূপ ধারণ করে করম্ভকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে মেরে ফেললেন। রম্ভ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে নিজ মস্তক কেটে ফেলতে উদ্যত হলে, অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে মরতে নিষেধ করলেন এবং বর চাইতে বললেন। রম্ভ তখন বললেন, ''হে ভগবন্ যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করুন যেন ত্রৈলোক্য বিজয়ী শিবাংশ সম্ভূত একটি পুত্র হয়।'' ''তথাস্তু'' বলে অগ্নিদেব অন্তর্হিত হলেন। অগ্নির কাছে বর পেয়ে রম্ভ আনন্দচিত্তে যক্ষগণ পরিবৃত সুশোভিত পরম রমণীয় এক বাগানে প্রবেশ করল। সেই বাগানে সুরূপা এক মহিষীকে দেখতে পেল। সেই সুরূপা রমণী মহিষ-অসুরের কন্যা।

সেই কন্যা সেই বাগানে সখীদের সঙ্গে খেলা করছিল। কন্যাকে দেখে রম্ভাসুর মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল। মহিষ-কন্যা আনন্দ চিত্তে পতিরূপে বরণ করতে রাজী হয়ে গেল। সেই বাগানে রম্ভাসুর মহিষীকে নিয়ে লুকিয়ে দিন যাপন করতে লাগল। কিছুদিন পর মহিষী-কন্যা গর্ভবতী হলে, মহিষীকন্যার নিরাপত্তার জন্য নিজের রাজ্য পাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় মহিষ-রাজ্যের এক মহিষ, মহিষ-কন্যাকে দেখতে পেয়ে কামার্ত্ত হয়ে রম্ভ-মহিষীকে আক্রমণ করল। মহিষের সঙ্গে রম্ভের যুদ্ধ হল। ভয়ানক যুদ্ধে রম্ভের মৃত্যু হল। তখন রম্ভ মহিষী কামার্ত্ত মহিষের ভয়ে ভীত হয়ে সেই সুশোভিত বাগানের মালিক যক্ষগণের শরণাপন্ন হল। তখন যক্ষগণের সঙ্গে যুদ্ধে সেই কামার্ত্ত মহিষের মৃত্যু হল এবং মহিষীকে যক্ষগণ রক্ষা করলেন। এবার রম্ভের মৃতদেহ চিতা প্রস্তুত করে দাহ করার ব্যবস্থা করলেন। রম্ভ মহিষী কারো কথা না শুনে সেই চিতায় পুড়ে মরলেন। রম্ভ মহিষী গর্ভবতী ছিলেন এমন সময় সেই চিতা থেকে এক মহাবল দৈত্য মাতৃগর্ভ পরিত্যাগ করে বহির্গত হলো। এই দেখে রম্ভ ও পুত্রের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর ধারণ করে বহির্গত হলো। রূপান্তরিত রম্ভই রক্তাসুর নামে অভিহিত। মহিষের গর্ভ হতে জন্ম বলে মহিষাসুর নামে খ্যাত হলো। পিতার মৃত্যু মহিষ রাজদের জন্য হয়েছে শুনে, সমস্ত মহিষ রাজ্য ধ্বংস করার মনস্থ করলে, মহিষ রাজারা মহিষাসুরের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। মহিষাসুর সুমেরু পর্বতে গমন করে অযুতবর্ষ কাল একাগ্রস্তরে ব্রহ্মার তপস্যা করতে লাগলো। এমন তপস্যা করলে যে স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে চর্তুমুখ ব্রহ্মা মহিষাসুরকে বর প্রদান করতে হাজির হলেন। ''মহিষাসুর তোমার ইচ্ছা মত বর চাও''। মহিষাসুর ভেবে চিন্তে বললেন যে, ''নারী ছাড়া, দেব দানব, মনুষ্য অথবা যে কোন পুরুষ প্রভৃতির হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।'' ব্রহ্মা ''তথাস্তু'' বলে অন্তর্হিত হলেন ব্রহ্মার বরে বলীয়ান মহিষাসুর স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জয় করে নিলেন। অবশেষে পরাভূত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে, শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করলেন। বিষ্ণু ও মহাদেব, দেবতাদের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পুরাণ প্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে দেবতাদের শরীর হতে উৎপন্ন স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল ব্যাপী অনুপম তেজোরাশি একত্র হয়ে এক নারী রূপ দেবতারা দেখতে পেলেন। অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক ও বহু অলঙ্কার এবং বহু অস্ত্রাদি দ্বারা সম্পূজিতা হয়ে সেই মহামায়া জগৎ জননী মা দুর্গা বারংবার অট্টহাস্যের সহিত ঘনঘন গর্জন ও হুঙ্কার করতে লাগলেন। মহিষাসুর ''আঃ একি!'' ক্রোধভরে এই কথা বলে অসংখ্য অসুরের সহিত শব্দ লক্ষ্য করে শব্দাভিমুখে ধাবিত হল।

অনন্তর যাঁর তনু কান্তিতে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আলোকিত, যাঁর পদভারে পৃথিবী অবনত, যাঁর মুকুট পৃথিবী স্পর্শ করেছে, যাঁর ধনুকের টঙ্কারে সপ্ত পাতাল আলোড়িত হচ্ছে, যিনি সহস্র হস্তে দশ দিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিতা সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দেখতে পেল। অনন্তর দেব-দ্বেষী অসুরগণের সহিত দুর্গাদেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হলে নানারকম নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে দিক সমূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মহিষাসুরের দুই সেনাপতি চিক্ষুর ও চামর, উদগ্র মহাসুর, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ অনায়াসেই স্বীয় অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা ছিন্নবিছিন্ন করে ভগবতী অসুরদের বধ করলেন। অসুরগণের মধ্যে হস্তী অশ্ব ও অসুর সমূহের রক্তধারা সকল বৃহৎ নদী সমূহের ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। এইরূপে স্বীয় সৈন্য ক্ষয়

হতে দেখে ক্রোধে মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ করে দেবীর নিঃশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। অনন্তর সেই দেবী সৈন্যগণের কাহাকে কাহাকে মুখের আঘাতে, কাহাকে কাহাকে ক্ষুরের আঘাতে, কতকগুলিকে লেজের আঘাতে, কাহাকে বা শিঙের আঘাতে বিদীর্ণ করে, কাহাকে বা বেগের দ্বারা, কাহাকে গর্জন দ্বারা, কাহাকে ছুটো ছুটির দ্বারা, আবার কাহাকেও বা নিঃশ্বাস দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করল। সেই অসুর এইরূপে দেবীর শিবানুচর সৈন্যগণকে নিপাত করে, দেবীর সিংহকে বধ করবার জন্য ছুটে গেলে দেবী ভগবতী মহামায়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। মহাবল অসুরও ক্রোধে খুর দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করে নিজের সিংদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্বত সকল দেবীর দিকে নিক্ষেপ পূর্বক গর্জন করতে লাগল। এই প্রকারে ক্রোধে স্ফীত প্রজ্জ্বলিত সেই মহাসুরকে আক্রমণের জন্য সবেগে ছুটে আসতে দেখে, দেবী অম্বিকা তাকে বধ করার নিমিত্ত ক্রুদ্ধা হলেন। তারপর দেবী পাশ নিক্ষেপ করে সেই মহাসুরকে বেঁধে ফেললেন। সেই দেবী পাশে মহিষাসুর বাঁধা পড়ে মহিষাকৃতি ত্যাগ করল। তৎক্ষণাৎ সেই মহাসুর সিংহরূপ ধারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে মা অম্বিকা তার মস্তক ছেদন করলেন অমনি সে খড়্গধারী পুরুষ রূপে আবির্ভূত হল। দেবী শীঘ্রই খড়্গ ও ঢাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করলেন। তখন সে বিশাল হস্তীর রূপ ধারণ করল। মহিষাসুর সেই বিশাল হাতীর রূপ ধারণ করে শুঁড়ের দ্বারা সিংহকে ধরে টানতে টানতে গর্জন করতে লাগল। তা দেখে দেবী খড়্গ দ্বারা তার শুঁড় কেটে ফেলতেই সে আবার মহিষের রূপ ধরে আগের মতই চরাচর সমেত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বিক্ষুব্ধ করে তুলল। এতে জগজ্জননী দেবী চণ্ডিকা কুপিত হয়ে বার বার দিব্য সুরাপান করতে লাগলেন এবং আরক্ত নয়নে তাচ্ছিল্য ভাবে অট্টহাস্য করতে লাগলেন। সেই অসুর বল, তেজ ও গর্বে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গর্জন করতে লাগল এবং শৃঙ্গ যুগল দ্বারা দেবী প্রতি পর্বত সকল নিক্ষেপ করতে লাগল। অসুর যে পর্বতগুলি ছুঁড়ে মারছিল দেবী শরদ্বারা চূর্ণ করতে করতে মদ্যপানে অতিশয় রক্তবদনা চণ্ডিকা দেবী বিজড়িত স্বরে মহাসুরকে বললেন — ''রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধুপান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর। এখানেই আমি তোকে বধ করলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সকল দেবতারা শীঘ্রই আনন্দ ধ্বনি করবে।'' মেধা ঋষি বললেন, ''দেবী এই বলে লম্ফ প্রদান পূর্বক মহিষাসুরের উপর উঠলেন এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরে তার বক্ষে শূলাঘাত করলেন।'' তারপর সেই অসুর দেবীর পায়ের দৃঢ় আক্রমণের ভীষণ চাপে নিজ মুখ দিয়ে সেই মহিষের অর্দ্ধেকটা বাহির হওয়া মাত্রই দেবীর উগ্রতেজে স্তব্ধ ও বিহ্বল হয়ে গেল। অর্দ্ধেকটা বাহির হওয়া অবস্থাতেই যখন মহাসুর যুদ্ধ করছিল সেই সময় দেবী বিশাল খড়্গ দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মা দুর্গা কালের সন্ধিক্ষণে নবমী তিথিতে মহিষাসুর বধ করলেন এবং অসুর শক্তিকে পরাজয় করে সুর শক্তির জয় ঘোষণা করলেন। দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। দশমীতে হল বিজয়োৎসব। মা হলেন 'বিজয়া'। মহামুনি ঋষি কাত্যায়ণ সেজন্য সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিথিতে দুর্গা পূজা করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, স্বর্গস্থিত নারদাদি ঋষিগণের সহিত মা অম্বিকার স্তব করতে লাগলেন। সেই মা মহামায়া আদ্যাশক্তি সন্তুষ্ট হলে মানব জাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গে পরিপূর্ণ হয়। আসুন আমরা সকলে মা দুর্গা, কাত্যায়নীর আরাধনায় ব্রতী হই।

''সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্তুতে।।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়নে।
সর্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবী রূপে নারায়ণী নমোহস্তুতে।।''

''ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।''

—মাতৃ চরণাশ্রিত শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ

পরব্রহ্মের স্বরূপ চিৎ বা চৈতন্য। সেই চৈতন্য সত্তাবান ও অস্তিত্বশীল এবং সমস্ত জগতের সত্তা বলিয়া তাহাকে সৎ বলে এবং চৈতন্য আনন্দময় বলিয়া তাহাকে আনন্দ বলে। তাহার শক্তি বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী। তিনি রাজসিকী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন। সত্ত্বিকী-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পালন করেন এবং তামসিকী-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সংহার করেন।

—শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃ সান্নিধ্যে অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতির আলোকে

ইং ২০০০ সালে, প্রথমবার শ্রীশ্রীমা বেনারসে গিয়েছিলেন। সেইবার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বেনারস যাবার। সৌভাগ্য বলার কারণ প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ ও দ্বিতীয়তঃ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনের সাক্ষী হওয়া। বেনারসে আমরা অনেক আশ্রমেই গিয়েছিলাম এবং প্রতিটি আশ্রমেই শ্রীশ্রীমা গান করেছিলেন। একদিন আমারা গিয়েছিলাম শক্তেসগড়ে শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজীর আশ্রমে। সেই দিনের ঘটনা সত্যিই ছিল আশ্চর্য্যজনক। শ্রীশ্রীমা আগেই রামচন্দ্রজীকে দিয়ে তাঁর কিছু গানের ক্যাসেট্ শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন আর বলতে বলেছিলেন যে শ্রীশ্রীমা একদিন তাঁর আশ্রমে আসবেন। এখানে বলে রাখি, রামচন্দ্রজী আমাদের গুরুভাই ও বেনারসেরই বাসিন্দা। শ্রীশ্রীমা আমাদের ত্রিকালদর্শী, স্বয়ং ভগবতী, সদা হাস্যময়ী, নির্মল কোমল ও বিনীত। প্রতিটি সাধুকে তাঁর পূর্ণ মর্য্যাদা ও সম্মান দেন। এটা আমাদের শিক্ষার বিষয়। অবশ্য শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত আচরণই শিক্ষণীয়।

বেনারসে পৌঁছতেই শ্রীশ্রীমা বলে দিলেন যে প্রতিদিন সকালে আমাদের ক্রিয়া করে নিতে হবে আর যে করবে না সে শ্রীশ্রীমায়ের সাথে কোথাও যেতে পারবে না। তাই আমরা সবাই সকালে উঠেই ক্রিয়া সেরে ফেলতাম। সে দিনও সকালে আমরা ক্রিয়া সেরে রেডি হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম শক্তেসগড়ের আশ্রমের উদ্দেশ্যে। আশ্রমটি বেনারস শহরের বাইরে। সেটা ছিল এক রাজার দুর্গ - বিরাট ব্যাপার। গেট থেকে ঢুকলে সামনে এক বিরাট মাঠ সেখানে সামিয়ানা টাঙানো আছে। আমাদের তার পাশ দিয়ে বাঁ দিকে নিয়ে গেল যেখানে যজ্ঞশালা ও সেইখানেই বসতে বললেন। শ্রীশ্রীমাও আমাদের সঙ্গে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন শিষ্য বললেন, ''বাবা একটু ব্যস্ত আছেন একটু বাদে ডাকছেন।'' আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলাম। তার প্রধান কারণ শ্রীশ্রীমাকে অপেক্ষা করাচ্ছেন বলে। আমরা অপেক্ষা করতে পারি কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে। আমরা বলতে লাগলাম শ্রীশ্রীমা তো কোনো সাধু-সন্তকে অপেক্ষা করান না। আমরা যত ক্ষোভ দেখাচ্ছি শ্রীশ্রীমা ততই হাসিমুখে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে কোন অসন্তোষের রেশও নেই। সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীমা বললেন, ''দাঁড়া দেখি উনি কি করছেন'' — এই বলে একটু চুপ করেই বলতে লাগলেন — ''জানিস, উনি দেখছেন আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না; দেখ্, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাকবেন।'' সত্যই ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একজন শিষ্য এসে বললেন যে ''বাবা মাকে স্মরণ করেছেন।'' শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমরাও duckling-এর মতন চললাম সেই মাঠের দিকে যেখানে সামিয়ানা টাঙানো আছে। দেখলাম শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজীও এসে বসেছেন ও শ্রীশ্রীমাকে দেখেই বললেন, ''বাঙ্গাল সে মা আই হ্যায়। বাঙ্গাল কা পরমহংস রামকৃষ্ণ উন্হিকা ধরম পত্নী সারদা মাই আই হ্যায়। মাইকে লিয়ে অলগ্ ব্যায়ঠনে কা জগহ কিয়া হ্যায়, মাইকো সবকে সাথ ব্যায়ঠনে কা নেহি হ্যায়।'' এই বলে তিনি তাঁর ডান দিকের জায়গা যেখানে একটি বড় নতুন বিদেশি গালিচা পাতা সেখানে বসতে বললেন। সেই দিন অড়ঘড়ানন্দজীর প্রবচন ছিল। শ্রীশ্রীমাকে বসতে বলে তিনি মাইকে তাঁর প্রবচন শুরু করলেন। বলতে লাগলেন সাধনা করতে হলে কি রকম কঠিন জীবন যাপন করতে হয়। বনে জঙ্গলে থেকে সাধনা করতে হয়। পূজা করতে হলে কি কি নিয়ম কট্টর ভাবে মানতে হয়। এতে যেন কোন ত্রুটি না হয়। সব রকম কঠিন হতে কঠিনতর নিয়মাবলী বলতে লাগলেন। আমরা সবাই শুনছি আর ভাবছি এই নিরস প্রবচন আর কতক্ষণ চলবে। শ্রীশ্রীমাকে আস্তে করে বলতেই শ্রীশ্রীমা বললেন, ''দাঁড়া আমি মনে মনে বলছি, এক্ষুণি শেষ হবে।'' শ্রীশ্রীমার বলা শেষ হতে না হতেই শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজী বলে উঠলেন,

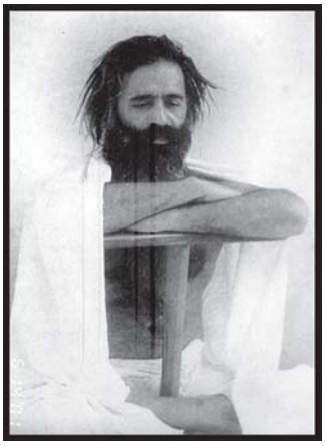

শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজী

''বাঙ্গালকা মাই বহুত আচ্ছা গানা গাতি হ্যায় হাম্ উনকা গানা সুনা হ্যায়। আজ মাই হামলোগো কো গানা শুনায়েঙ্গে।'' এই বলাতে শ্রীশ্রীমা হারমোনিয়াম চাইলেন। অড়ঘড়ানন্দজী একজন শিষ্যকে হারমোনিয়াম আনতে আদেশ করলেন ও হারমোনিয়াম এসেও গেল। শ্রীশ্রীমা হারমোনিয়ামের একটা রিড চাপতেই সেটা থেকে প্রায় সাতটা স্বর বের হল। আমরা সব চুপ কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। এখানে একটা কথা বলে রাখি শ্রীশ্রীমাকে হারমোনিয়াম দেওয়া হল কিন্তু মাইক দেওয়া হল না মানে শ্রীশ্রীমাকে মাইক ছাড়াই গান গাইতে হবে। শ্রীশ্রীমা গান শুরু করলেন আর আমরা চোখ বন্ধ করে বসলাম। শ্রীশ্রীমা একের পর এক গান করতে লাগলেন। তখন মনে হতে লাগল যেন সমস্ত জায়গা, আকাশ জুড়ে গান হচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন অনেক মাইকের সামনে গান গাওয়া হচ্ছে আর সেই গানের সঙ্গে সব রকম বাদ্যও বাজছে — তবলা, পাখোয়াজ, সারেঙ্গী, সেতার, খঞ্জনি। সে যে কি অদ্ভুত অনুভূতি ও আনন্দ তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার অসাধ্য। গান হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলতে দেখি শ্রীশ্রীমা গান শেষ করেছেন। কিন্তু তার রেশ ও প্রতিধ্বনি তখনও হয়ে চলেছে সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে আর সব্বাই স্তব্ধ! এমন কি অড়ঘড়ানন্দজী পর্যন্ত চুপ। দেখি যে, যে যেভাবে ছিল সে সেই ভাবেই স্থির হয়ে আছে। একজন মাঠের প্রান্তে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে ছিল সে সেই ভাবে চোখ স্থির করে বসে আছে। একজন একটি গরু নিয়ে মাঠের ধারের পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেও গরু নিয়ে স্থির ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর যত ভক্তবৃন্দ এসেছেন, প্রায় দুশো আড়াইশো জন সবার দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে ও তারাও স্তব্ধ। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য ও অনুভূতি। এমন কি অড়ঘড়ানন্দজীও চুপ ও স্থির হয়ে আছেন। খানিক বাদে শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজী বলে উঠলেন, ''ম্যায় তো জঙ্গলমে পত্থর অউর লকড়ি মে হী বড়া হুয়া, ইসলিয়ে মুঝমে কোমল ভাব নেহি হ্যায়। লেকিন মা বহুত কোমল হ্যায়, প্যার সে সব করতে হ্যায় ইসলিয়ে প্রেমসে সব কুছ করনা হ্যায়।'' এই বলে ভগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের লীলা, রাধার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা ও আত্মসমপর্ণের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ব্যাখ্যা শেষ হতে না হতেই যারা তাঁর প্রবচন টেপ করার জন্য এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ''মাইকা গানা টেপ কিয়া হ্যায়?'' তাদের উত্তর এলো ''নাহি।'' শুনেই ওদের বললেন, ''তুম লোগ সব বুদ্ধু হ্যায়। গানা টেপ নেহি কিয়া অউর মেরা প্রবচন টেপ করেগা?'' এই বলে ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আজ আউর প্রবচন নেহি হোগা।'' এই বলে শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজী উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীমা আমাদের পরে বলেছিলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের গান শোনার সময় শ্রীঅড়ঘড়ানন্দজী অনেকদিন পর তাঁর গুরুদেবের দর্শন পান ও হৃদয়াকাশ ভেদ হয়ে প্রণব জ্যোতি দর্শন করেন।

— মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী রুমা দে

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ১৪ - ২৩শে অক্টোবর
১৮ই অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠান
২০শে অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
২১শে অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে দ্বিপ্রহরে ভাণ্ডারা
২২শে অক্টোবর (নবমী): দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ২৬শে অক্টোবর, সোমবার
বার্ষিক সাধারণ সভা — ২২শে নভেম্বর, রবিবার
রাস পূর্ণিমা — ২৫শে নভেম্বর, বুধবার
বার্ষিক শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা - ২৯শে নভেম্বর, রবিবার
বার্ষিক শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা - ৩০শে নভেম্বর, সোমবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে ডিসেম্বর, শুক্রবার
শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি — ১লা জানুয়ারী, ২০১৬ শুক্রবার
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস — ১৫ই জানুয়ারী, ২০১৬ (মকর সংক্রান্তি)

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১২)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

''ওঁ যদাহতস্তদ্ ন দিবা ন রাত্রি ন সৎ ন অসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।।''

-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

—অর্থাৎ যখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন দিবা রাত্রি থাকে না, কার্য বা কারণও থাকে না। হে মহাদেব! তখন তুমিই একমাত্র নির্বিকাররূপে অবস্থান কর। তুমি নিত্য তুমি সূর্যেরও বরণীয় পুরুষ, তোমা হতেই অনাদিসিদ্ধা আত্মবিদ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

ছিদাম মুদি লেনের নিজের বাড়ীতে, গৃহমধ্যে শ্রীভূপতিনাথ জপ করছেন। একেবারে দিগম্বর, পরিধানের বস্ত্র দূরে পড়ে আছে। বাহ্যবস্তুর চেতনা যাঁর নেই, তাঁর লজ্জা, সঙ্কোচ কোথা হতে আসবে? পায়খানা হতে এসে শৌচের সময়ও তিনি বালকের মতো উলঙ্গ থাকতেন। তাঁর ভাইয়ের ছেলে, মেয়েরা তাঁর দেহ মুছিয়ে দিত। তাঁর সঙ্গে এইপ্রকার ব্যবহারে পরিবারের কারও কোন সঙ্কোচ ছিল না। তিনি যেন ছিলেন বাড়ীর সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ; সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম একজন অবোধ বালক। আশ্চর্যের বিষয় ভক্তবাড়ী বা কলিকাতার রাস্তায় তাঁকে কখনও স্খলিত বসন হতে দেখা যায় নি। সেখানে তিনি সাধারণ বেশধারী ভদ্রলোক, বাক্য ও ব্যবহারে পূর্ণশালীনতা এবং মার্জিত রুচি সম্মত ব্যক্তি।

বিপদকালেও তিনি স্থির, শান্ত, অবিচলিত থাকতেন। রাম নামে তাঁর চার পাঁচ বছরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। রামের প্রতি তিনি সবিশেষ স্নেহ দেখাতেন। তিনি বলেছিলেন, রাম পূর্বজন্মে তাঁর পরমভক্ত ছিল। একদিন রাম সিঁড়ি হতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাড়ীর সকলে চিৎকার করে কান্নাকাটি আরম্ভ করে। শ্রীভূপতিনাথকে দেখলাম, তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে জপ করছেন। কিছুক্ষণ পরে রামের জ্ঞান হল এবং সকলে শান্ত হল। কাকীমা বললেন -''আপনার কি ব্যবহার বট্ঠাকুর, ছেলেটি যায় যায়, আপনি একটু জলও তো তার মুখে দিতে পারতেন।'' পরম স্নেহভরে শ্রীভূপতিনাথ উত্তর দিলেন- ''দেখলে জননী! যেই ভগবানের নামটি করেছি, অমনি তোমার ছেলে বেঁচে গেল। তাঁর নাম করলুম্ বলেই তো তোমার ছেলে বাঁচল!'' রাম ওপর তলায় আসতেই তাকে ব্যস্তভাবে ধরে বলছেন -''দেখ্লি রাম, আর কখনও সিঁড়ির কাছে যাস্নি।''

তার কিছুক্ষণমধ্যে তাঁর চিত্ত ব্রহ্মভাবে লীন হয়ে গেল। বাহ্য জগৎ আছে কি নেই, এই বোধও আর থাকল না। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতে আছে - শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন - ''একটি মঠের সাধুকে দুষ্ট লোক মেরেছিল - সে অজ্ঞান হয়ে গিছলো। চৈতন্য হলে যখন জিজ্ঞাসা করলে- 'কে তোমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সে বলেছিল, 'যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন'।'' প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত পুরুষের লোকব্যবহার পোড়া দড়ির মতো অসার। দেখতে দড়ির আকার, কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

শ্রীভূপতিনাথের ছোট ভাই নগেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে গুরুদাস টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। রোগীর অন্তিম অবস্থা জেনে ডাক্তার নীরবে উঠে গেল। পুত্রের জীবনের চিহ্নমাত্র নেই দেখে কাকীমা শ্রীভূপতিনাথের পায়ে পড়ে বল্লেন ''বট্ঠাকুর, আপনি থাকতেও কি আমি পুত্রহারা হব?'' শ্রীভূপতিনাথ চমকে উঠলেন, গুরুদাসকে একবার দেখলেন। তারপরেই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি বাড়ীর ছাদে গিয়ে দাঁড়ালেন, এবং অদৃশ্য লোকজনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ন্যায়, তুমুল বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করলেন। কখনও অনুনয় করে, কখনও ক্রোধ, কখনও তীব্র ভর্ৎসনা বর্ষণ করলেন। প্রায় একঘন্টা এইভাবে কেটে গেল। তারপর তিনি গুরুদাসের বাবাকে বললেন -''নগেন, গুরুদাসের নাড়ীটা একবার দেখতো।'' নগেন্দ্রবাবু পরম বিস্ময়ে দেখলেন, গুরুদাসের নাড়ী স্বাভাবিক গতিতে চলছে। ডাক্তারকে পুনরায় ডাকা হল। ডাক্তার তো অবাক! চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। দুই-চার দিনের মধ্যে গুরুদাস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। গুরুদাস আজও জীবিত আছে এবং ৭০ বছর অতিক্রম করেছে।

শ্রীশ্রীভূপতিনাথের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর ভক্তদের জীবনে বহুভাবে প্রকটিত হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে। তিনি কিন্তু এ-বিষয়ে একান্ত উদাসীন ছিলেন। কোনও অহমিকা বা কর্তৃত্বের অভিমান কখনও তিনি প্রকাশ করেন নি। তাঁর ব্যবহারে কোনরকম ঔদ্ধত্য যেমন দেখা যেত না, দীনতার লেশও খুঁজে পাওয়া যেত না। তাঁর দিব্যজীবনে উপরোক্ত ঘটনাবলীর সমাহার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করেছি এবং ব্রহ্মরূপী পরমেশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করতে কখনও দ্বিধা বা সংশয় মনে জাগে নি, এই প্রত্যয় কালক্রমে বরং দৃঢ়তর হয়েছে যে তিনি ছিলেন অতি মহৎ ও পরম ধ্রুব চিৎস্বরূপ।

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী
(বুদ্ধ পূর্ণিমা,২০১৫)

১) দেহ মধ্যে দশবায়ু প্রধান। তন্মধ্যে পঞ্চপ্রাণ কি কি এবং অন্য আর পাঁচ বায়ু কি কি? দশ বায়ুর কার্য্যকারিতা কি কি?

উ :— পঞ্চপ্রাণ হল - প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; ইহা ভিন্ন নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচ বায়ুও প্রধান।

(১) প্রাণ বায়ুর কর্ম বহির্গমন; (শ্বাস-প্রশ্বাস)

(২) অপানের কর্ম অধোগমন; (নিম্নাঙ্গে)

(৩) সমান বায়ুর কর্ম খাওয়া ও পান করা দ্রব্যের সমুন্নয়ন; (নাভিতে থাকে) digestion ইত্যাদি।

(৪) উদানের কর্ম - উর্দ্ধে উন্নয়ন (কণ্ঠের স্থানে)

(৫) ব্যান বায়ুর কর্ম - আকুঞ্চন - প্রসারণ (সারা দেহে)

(৬) নাগের কার্য্য উদ্‌গার - belching eructation (ঢেকুর তোলা)

(৭) কূর্ম্মের কার্য্য উন্মীলন - opening of the eyes

(৮) কৃকরের কার্য্য ফুৎকার - act of blowing out air through the mouth

(৯) দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভন (হাই তোলা) yawning

(১০) ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য সমস্ত শরীরের সংস্থান সংরক্ষণ এই জন্য জীব মরিয়া যাইলেও ধনঞ্জয় বায়ুকে ত্যাগ করেন না।

২) 'সংযম' কয় প্রকার ও কি কি? তাহাদের বিবরণ দাও।

উ :— 'সংযম' দুই প্রকার - ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মসংযম।

ইন্দ্রিয় সংযম - ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ - জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় - ইহারা মনের সঙ্গে সংযুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, তৎসঙ্গে মনের বহির্বিষয় এবং অন্তর্বিষয়ের সংযত অবস্থাকেই 'ইন্দ্রিয় সংযম' বলে।

অনাহত শব্দ বা কূটস্থে জ্যোতিদর্শন অনুভূতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া মনের সংযম সাধন করিতে করিতে অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া বহুদিন করিতে করিতে একপ্রকার মনের স্থির অবস্থা হইয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা অনুভূত হয়, তাহাকেই 'আত্মসংযম'- অগ্নি বলে; ইহাতে অন্তরিন্দ্রিয় মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সমস্ত ক্রিয়াদি নিরুদ্ধ হয়। তখন প্রজ্ঞার স্ফুরণে 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' হইয়া যায়। আত্মসংযমে বিষয় বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়।

৩) গীতায় 'প্রভু' এবং 'বিভূ' অবস্থা কি?

উ :— প্রভু - (ঈশ্বর অবস্থা) - জিতেন্দ্রিয় বা বশী (মন ও বুদ্ধির অতিক্রমণীয় অবস্থা) হওয়ার পর সাধক চিত্তক্ষেত্রে উপনীত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থিত হন। তখন একমাত্র চিন্তন বৃত্তি বর্তমান থাকে এবং সাধক নিরহংকারত্ব প্রাপ্ত হন। প্রাকৃতিক ২৪ তত্ত্বের মধ্যে এই অবস্থাই চৈতন্যের সর্ব্ব প্রধান অবস্থা। এই অবস্থাকেই 'প্রভু' অর্থাৎ ঈশ্বর বলা হয়। এ অবস্থায় সাধক আর প্রকৃতির অধীনস্থ থাকেন না, প্রকৃতিই তাঁর অধীন হন।

'প্রভু' অবস্থার পরে সাধক 'বিভূ' হন। অর্থাৎ যখন সাধকের বোধ বিশ্বব্যাপী হয়ে তখন চিৎমাত্র শুধু অবশিষ্ট থাকে, এটিই গুণাতীত অবস্থা - শিবপদ। এই অবস্থাই 'বিভূ' অবস্থা। এ অবস্থায় সাধক যোগী মায়াতীত হইয়া সম্বোধিতে নির্বিকল্প নিষ্কৃয় শিবাবস্থা লাভ করেন।

৪) যোগ সাধনায় 'নাভিক্রিয়ার' তাৎপর্য্য কি?

উ :— 'নাভিক্রিয়া' ধ্যানের ক্রিয়া। প্রত্যেকের নাভি মধ্যে ব্রহ্মতেজ সমাহিত থাকে। ধ্যান ও জপের মাধ্যমে সেই তেজকে জাগ্রত করিয়া পিছনে নাভিচক্রের ব্রহ্মচক্রে চৈতন্য ও শক্তির জাগরণ করাই সাধকের উদ্দেশ্য। নাভিকেন্দ্রে দুটি চক্র - সামনে মনিপুর ও পিছনে ব্রহ্মচক্র। পিছনের ব্রহ্মচক্র জাগ্রত না হইলে মূলাধার চক্রকেও পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত করা সম্ভব নয়। আর নাভিস্থানে সমানবায়ুকে সমতাধীন করিতে হয়। মূলাধার কেন্দ্রে প্রাণ-অপানের অন্তর্যোগ করিতে করিতে নাভিস্থলে সমান বায়ু সমতা প্রাপ্ত হইয়া কেবলী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যারফলে ব্রহ্মচক্রের সঙ্গে মণিপুরচক্রের সংযোগ স্থাপিত হয়, ব্রহ্মচক্র উন্মীলিত হইয়া যায় এবং যোগী উর্দ্ধরেতঃ হন।

৫.ক) সর্ব্বব্যাপী চেতনার অনুভূতি হয় কোথায়?

উ :— হৃদয়ে।

৫.খ) বিরাট মনের প্রকাশ স্থল কোথায়?

উ :— কূটস্থের গগন গুহায়।

৫.গ) কোন নাড়ী মধ্যে চিত্রবৈচিত্র্যময় বিশ্বের রূপ দর্শন হয়? সেথায় কোন তীর্থের অবস্থান আছে?

উ :— সুষুম্নায় চিত্রা নাড়ীতে চিত্রবৈচিত্র্যময় বিশ্বের রূপ দর্শন হয়। সেথায় 'চিত্রকূট' তীর্থের অবস্থান আছে। আজ্ঞাচক্রের মুক্ত ত্রিবেণীর চিত্রা নাড়ীতে চিত্রকূট তীর্থ আছে।

৫.ঘ) আমাদের দেহকে 'ঘট' বলা হয় কেন আর মন কে 'পট' বলা হয় কেন?

উ :— যাহার মধ্যে নানা প্রকার ঘটনা হয় তাহাই ঘট। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে -

দেহমধ্যে প্রাণ-অপান প্রভৃতি বায়ু সকল, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা এবং দশেন্দ্রিয়াদির সহিত পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। যোগ দ্বারা দেহ মধ্যেই প্রাণ-অপানাদি, পরমাত্মা সহিত মিলিত হয়। সেই জন্যে দেহকে 'ঘট' বলা হয়। যোগ দ্বারা দেহ মধ্যেই ঐ সকলের মিলনরূপ ঘটনা হয়। সেই দেহ মধ্যেই ঘটাকাশ আছে, তাই হল মন। সেখানে মনের দর্পণ আছে, যেখানে বিশ্বের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়। সেই মন-দর্পণকেই মানস'পট' বলা হয়।

৫.ঙ) ক্রিয়া করাকালীন কূটস্থের আকাশে যে হীরক সদৃশ অত্যুজ্জ্বল বিন্দু দর্শন হয়, সেটি কি?

উ :— সুষুম্না নাড়ীর ভিতর কেন্দ্র নাড়ী - ব্রহ্মনাড়ী। কূটস্থের গগন মণ্ডলে এই ব্রহ্মনাড়ীর রূপ অত্যুজ্জ্বল হীরক-বিন্দুর আকারে দর্শন হয়। **—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

আশ্রম সংবাদ

১৮ই জুলাই — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা অপূর্ব কিছু ভজন গান করেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ভক্তিভাবে আপ্লুত হৃদয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে সন্ধ্যাটি অতিবাহিত করেন।

১৯শে জুলাই — এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে শ্রীমতী শ্রবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৩১শে জুলাই — গুরুপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন ও কিছু শিক্ষামূলক কথা বলেন। এই দিন প্রকাশিত হয় হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি ও শ্রীশ্রীমা রচিত 'বাবা রামদেবজীর পবিত্র জীবনকথা' বাংলা পুস্তক ও 'ব্রহ্মাঞ্জলি-২' পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ। এরপর একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ। পরিশেষে আমাদের গুরুভগিনী শ্রীমতী ব্রততী ব্যানার্জী ও তাঁর সহশিল্পী শ্রীমতী খেয়ালী দস্তিদার একটি শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন।

২৯শে আগষ্ট — এইদিন রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বহু ভক্তসমাগম হয়। অনেকে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। এরপর শ্রীশ্রীমা সহ গুরুভ্রাতা ও ভগিনীরা কিছু শ্রুতিমধুর ভজন পরিবেশন করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দ্বিপ্রাহরিক ভোগ নিবেদিত হয়। এই পুণ্য তিথিতেই পূজণীয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মতিথি। এইদিন সন্ধ্যায় নৃত্য পরিবেশন করেন দুই কনিষ্ঠা সদস্যা ঐশী বসু ও সমাদ্রিতা বসু। এরপর শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ কিছু ভজন পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন গান সকলকে বিমোহিত করে।

২০শে সেপ্টেম্বর — এইদিন আশ্রমে বিকেলে শ্রীশ্রীরামদেব বাবার পূজা হয়। রাজস্থান থেকে আগত ভক্তগণ বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা অবধি নামগানের মাধ্যমে শ্রীরামদেব বাবার কথা মাহাত্ম্য বর্ণন করেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর — শ্রী সচ্চিন্ত নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় এইদিন সকালে আশ্রমে আসেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবার এক প্রিয় সন্তান ও সাধক। এইদিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সাথে দেখা করেন ও সৎসঙ্গ হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর — এইদিন আধ্যাত্মিক সভার ষষ্ঠদশ পর্বে 'ঈশোপনিষদ্' প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় ভাগ) অপূর্ব ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

১২ই অক্টোবর — মহালয়ার দিন বহু ভক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের জন্য সমাগত হন।

देवी दुर्गा का रास

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

परासम्वित्मय भगवान श्रीकृष्ण जैसे नित्यलोक उद्भाषित कर उसके स्थायित्व हेतु नित्य रासरत रहते है, वैसे ही परासंवित्मयी श्रीराधाशक्ति स्वरूपिणी जगद्धात्री उग्रललिता आदिनाथ शिव की शक्तिरूपा देवी भगवती दुर्गा के स्वरूप में इस विश्व-ब्रह्माण्ड के स्थितिकरण के लिए नित्य रासरत है। आदिशक्तिमयी देवी दुर्गा शिवस्वरूपिणी अर्थात् वे शिवब्रह्म की असीम पूर्णशक्ति रूपिणी; वे कोई नारी या पुरुष-भावधारी सत्ता नहीं है; वे परमब्रह्म पुरुष की चिति महाशक्ति स्वरूपिणी है। तत्त्वगतभाव से प्रकाशमय ब्रह्म का रूप परिग्रहण करती है। इस सृष्टि के आदि से ही सर्वप्रथम महादेव ने ही इन्हें स्त्री रूप में प्राप्त किया हैं, इसीलिए इनका अन्य नाम 'महादेवी' है। शिव की शक्ति रूप में देवी का चरित्र द्विविध है। एक ओर जैसी वे विनम्र और स्निग्ध कोमल स्वभाव की है, तो दूसरी ओर वे प्रखरा और उग्ररूपा भी है। उनके इस उग्र और प्रखर भाव के लिए ही देवी अधिक पूजिता है। नाना प्रकार के कर्म, नानाविध गुण एवं विभिन्न रूप के लिए देवी विभिन्न नाम से परिचिता है। नम्र, स्निग्ध, माधुर्यमण्डित भाव के लिए देवी के नाम है - उमा, गौरी, पार्वती, हैमवती, जगन्माता और भवानी। प्रखर, उग्रमूर्ति लिए इनके नाम है - काली, श्यामा, चण्डी, चण्डिका तथा भैरवी।

श्रीश्रीचण्डी में हमलोगों को देवी के बहुधारूप दृष्टिगोचर होते है। चण्डी में देवी के विभिन्न रूप में विभिन्न असुरों के साथ युद्ध में जयप्राप्ति की कथाएं वर्णित है। यथा - दुर्गा, दशभुजा, सिंहवाहिनी, महिषमर्द्दिनी, जगद्धात्री, काली कालरात्रि, मुक्तकेशी, तारा छिन्नमस्ता, मातंगी व जगद्गौरी। देवी अपने स्वामी द्वारा दिए गए बहु नामों से भी परिचित है, यथा - भगवती, ईशानी, ईश्वरी, कपालिनी, कौशिकी, किराती, महेश्वरी, रुद्राणी, सर्वाणी, शिवा, त्रयम्बकी, परमेश्वरी इत्यादि। देवी के जन्म के गुणसूचक नाम - अद्रिजा, गिरिजा, दक्षजा, कन्या, कन्याकुमारी, सती, अनन्ता, आर्या, विजया, अपराजिता, ऋद्धि, भ्रामरी, कर्णमोती, शिवदूती, दक्षिणा, सर्वमंगला, सिंहरथी, अम्बिका इत्यादि। भिन्न-भिन्न रूपों से तपस्या में अभिरत होने के कारण देवी को अपर्णा, कात्यायनी के नामों से भी जाना जाता है। भीषणामूर्ति के लिए देवी भद्रकाली, भीमादेवी, चामुण्डा, महाकाली, महामारी, महासूरी और रक्तदन्ता कहकर अभिहित होती है।

इस ब्रह्माण्ड के सृष्टि-स्थिति-संहार के क्षेत्र में रसमयी देवी दुर्गा भगवती की जो नित्य रास लीला संघटित होकर चलती है उसी नित्य रासलीला में 'देवी' से समुद्भूता अष्टशक्तिरूपिणी अष्टनायिकागण हुई देवी की अष्टसखी स्वरूपिणी। इन अष्टनायिकाओं के शक्ति के कार्यव्यूह के केन्द्ररूप में 'दुर्गादेवी' अवस्थान करती है। इन अष्टशक्ति स्वरूपिणी के नाम यथाक्रम से इस प्रकार है - उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती चण्डरूपा और अतिचण्डिका। पंच भौतिक जगत् में देवी दुर्गा समस्त अष्टशक्तियों के माध्यम से कर्मरत रहती है इसीलिए इनका नाम है 'भूतनायकी' या 'गणनायकी'। अतएव देवी दुर्गा हुई रासमण्डल की मध्यमणि 'रासमणि'। भगवती दुर्गादेवी के रासमण्डल में प्रत्येक अष्टनायिकाओं के लिए पुनः आठ-आठ उपनायिकाऐं है; इन सब नायिकाओं - उपनायिकाओं के समाहार से महादेवी का रासमण्डल चौसठ योगिनियों द्वारा परिवृत है। ये समस्त चौसठ योगिनियाँ ही इस ब्रह्माण्ड की चौसठ (६४) प्रकार के महत्तत्त्वों की धारक और वाहक रूप में परिगणिता है। इन सभी चौसठ योगिनियों के नाम यथाक्रम से है - १) ब्रह्माणी २) चण्डिका ३) रौद्री ४) गौरी ५) इन्द्राणी ६) कुमारी ७) भैरवी ८) दुर्गा ९) नारसिंही १०) कालिका ११) चामुण्डा १२) शिवदूती १३) वाराही १४) कौशिकी १५) माहेश्वरी १६) शंकरी

१७) जयन्ती १८) सर्वमंगला १९) काली २०) कराली २१) मेधा २२) शिवा २३) शाकम्भरी २४) भीमा २५) शान्ता २६) भ्रामरी २७) रुद्राणी २८) अम्बिका २९) क्षमा ३०) धात्री ३१) स्वहा ३२) स्वधा ३३) अपर्णा ३४) महोदी ३५) घोररूपा ३६) महाकाली ३७) भद्रकाली ३८) कपालिनी ३९) क्षेमंकरी ४०) उग्रचण्डा ४१) चण्डोग्रा ४२) चण्डनायिका ४३)चण्डा ४४) चण्डवती ४५) चण्डरूपा ४६) महामोहा ४७) प्रियंकरी ४८) बलविकिरणी ४९) बलप्रमथनी ५०) मदनोन्मथनी ५१)सर्वभूतदमनी ५२) उमा ५३) तारा ५४) महानिद्रा ५५) विजया ५६) जया ५७) शैलपुत्री ५८) अतिचण्डिका ५९) चण्डघण्टा ६०) कुष्माण्डा ६१) स्कन्दमाता ६२) कात्यायनी ६३) कालरात्रि ६४) महागौरी। इन चौसठ तत्त्वों में शक्तिरूप से निर्गुणा होकर देवी नित्यरासरता है। सृष्टि की निर्मलता के प्रयोजन हेतु सृष्टि के उल्लास में देवी अपने रासमण्डल में हृदयपद्म के अनन्तकोष में कोटि-कोटि योगिनियों द्वारा परिवृत रहती है। फिर असुरशक्ति के विनाशार्थ देवी दक्षयज्ञ विनाशिनी, सत् की इच्छारूपिणी 'सती' रूप में महाघोरा रूप परिग्रह कर योगिनी कोटि परिवृता, असुरशक्ति के संहार द्वारा अधर्म का विनाश साधन करती हैं। इसीलिए पूजा के मंत्रों में हमलोग देख पाते है 'दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनीकोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै दुर्गादेव्यै नमः।' महारास मण्डल में देवी दुर्गा सचल शिवस्वरूपा 'महाशिवा'। इसीलिए देवी के ध्यान मंत्र में होता है - ''ॐ जटाजूट समायुक्तामर्द्धेन्दुकृत शेखराम्।''

देवी भागवत के पंचम् स्कन्ध के अष्टम् अध्याय में व्यासदेव ने राजा जनमेजय से महामाया के स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया है -

'यथा नटो रंगगतो नाना रूपो भगत्यसो।
एकरूपो स्वभावोहपि लोकरंजन हेतवे।।५८
तथैषा देवकार्य्यार्थमरूपापि स्वलीलया।
करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च।।'५९

–अर्थात्, नट का रूप एक होने पर भी जैसे लोकरंजन के निमित्त रंगस्थल में नानारूपों में दर्शित होता है, उसी प्रकार यह निर्गुणा देवी निराकारा होकर भी देवताओं के कार्य सम्पादन के निमित्त स्वीय लीला में सत्वादिगुण समन्वित नानाविध रूप धारण कर रहती है।

इस नादात्मक महाशक्ति द्वारा परमेश्वर सृष्टि संहारादि और जन्म-लीलादि कार्य करते है। जीव का बंधन और मुक्ति देवी दुर्गारूपी महामाया ही सम्पन्न करती है। जीवात्मारूपी समस्त घट में सभी सत्ताओं में आसुरिक वृत्तिनिचय को दमन करती है यही परमाछन्दा ऋतस्पन्दा काम्पिल्यवासिनी देवीका अम्बिका शक्ति अपरिहार्या। मोक्षमार्ग पर चलते-चलते तन्मय साधकयोगी असम्प्रज्ञात योग में उपनीत होकर संबोधि में जब सृष्टितत्त्व का महाज्ञान अर्जन करते है तब भगवती देवी योगी के समक्ष अपनी रासरंगलीला का प्रदर्शन करती है कूटस्थ के चिदाकाश मण्डल में। महादेवी की इस रास की उपलब्धि करके आदि शंकराचार्य ने लिखा है -

'मधु मधुरे मधुकैटभ-गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरतै
जय जय हे महिषासुर मर्द्दिनी रम्यकपर्द्दिनी शैलसुते।।'

–भगवती पुष्पान्जली स्तोत्रम् श्लोक-३

स्वानुभूति की दृष्टि से : – प्रखर उज्ज्वल उदित सूर्य के ज्योतिर्मय आकाश-मण्डल में चक्राकार व्यूह सदृश मण्डलाकार रचनाकरत: ज्योतिर्मयी दिगम्बरा देवीगण परासम्वित के छन्द से हस्त में तरोयाल सदृश अस्त्रधारण कर नृत्यरता! उसी अखण्डमण्डलाकार रास-रंगमंच की मध्यमणि देवी की अंगकान्ति मानों कोटिचन्द्र सम प्रभा तन से छिटक रही है। वे हिरण्यवर्णा; उनके लोहिताभा सम्पन्न चक्षुद्वय; छन्द-छन्द पर प्रणव का गम्भीर नाद दिक्दिगन्त व्यापित होकर विच्छुरित हो रहा था। तभी बोध हुआ –

''उल्लास हरषे सम्वित परशे
रास रंगी माता अयि दुर्गे!
हर शंकर शिवा शिव की मनसिजा
अष्ट नायिका दल परिवृता अयि प्रखर ललिता।।
रास रसमयी शिवपाशे शिवानी
डिमि-डिमि डम् डम् ध्वनिल डमरूध्वनि
कालछन्दमयी चौसठ योगिनी
रासरंगी माता नृत्यरता।।
प्रवृत्ति-निवृत्ति गति समतामयी सम्बोधिनी
नित्यरास उत्कर्षिणी-
हे दुर्गे नमोस्तुते।।

देवी दुर्गाशक्ति का उत्सकेन्द्र हृदयपद्म में है। हृदयपद्म के कर्णिकामध्य शत नाड़ियों का उद्गमस्थल है। ये समस्त नाड़ियाँ प्रणव की चिन्मय सम्वित्रश्मियाँ है। ये प्रणवेश्वरी चित्मयी देवीशक्ति से परिपुष्ट होती है। इनकी एक धारा

विष्णु नाभि में पतित होकर निम्न में शाक्त–सहस्रार में ग्रथित हुई है और अन्य धारा हृदय से ऊर्ध्वगामी स्रोत अवलम्बन कर ऊपर के सहस्रार के पद्म के मध्यमण्डल अथवा श्रीगुरुचक्र में ग्रथित है। इन समस्त चिन्मय सम्वित्–रश्मियों के मध्य अक्षर–बीजरूपा वर्णमण्डली सन्निवेशित रहती है। इन प्रणवमय चिन्मय सम्वित्रश्मियाँ ने ही अक्षर बीज के समन्वय से इस महाविश्व–ब्रह्माण्ड को समुद्भूत किया है एवं ये ही सृष्टि के बीजात्मक महत्तत्त्व या प्रकृति तत्त्वरूप से स्फुरित हुई है। इन प्रत्येक अक्षर बीज के मध्य सत्–चित्रूपी प्रणवध्वनि स्वरूप शब्द और ज्योति, शिव और शक्ति विराजित है। सहस्रार के केन्द्र में श्रीगुरुचक्र मण्डल के मध्य में मध्यस्थान में द्विचतुष्कोण क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर इसप्रकार अवस्थान करते है कि अष्टकोण की रचना होती है। अष्टकोणबिन्दु में महत्तत्त्व की अष्टप्रकृति अवस्थान करती है। इस अष्टकोण के त्रिकोण बिन्दु में इच्छा–ज्ञान और क्रिया शक्ति का अधिष्ठान है एवं इस त्रिकोण के केन्द्रबिन्दु में ही जगदम्बिका या अम्बिकारूपी दुर्गाशक्ति प्रतिष्ठित है। सहस्रार महापद्मवन में ही देवी का रास मण्डल उद्भाषित होता है। इस रासमण्डल का मूल रास हृदयपद्म के दुर्गाशक्ति के प्रकटस्थल में रहता है। जो कुछ परासम्वित्मय चिन्मय है वह जब कालचक्र के मायाराज्य में प्रविष्ट होता है तब भी वह चिन्मय रहता हैं अर्थात् इसका परिणाम नहीं है, ये नित्यरूप में ही अवस्थान करती है इसीलिए देवी दुर्गा का रास भी सर्वावस्थाओं में नित्य चिन्मय है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कृष्ण कथा

कृष्णाशीष धन्य राजा नृग

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीभगवान कृष्ण के आशीष से समस्त कष्ट दूरीभूत होते है। इस प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में ही राजा नृग की कहानी यहाँ उद्धृत की गई है।

रामायण में वर्णित है, इक्ष्वाकु वंशीय, नरपति ओघबान का तनय ओघरथ, ओघरथ का पुत्र था नृग। राजा नृग बहुत बड़े दाता थे। एकबार उन्होंने पुष्कर तीर्थ में एककोटि गायों का दान किया था। उस समय राजा नृग ने भ्रमवश अपनी गायों के साथ एक ब्राह्मण की गाय का भी दान कर दिया। उस गौ के स्वामी ब्राह्मण ने जब अन्य ब्राह्मण के गृह में अपनी गाय को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। गो–रक्षक ब्राह्मण ने कहा, राजा नृग द्वारा प्रदत्त दान में यह गाय उसे प्राप्त हुई है। अतएव उभय ब्राह्मणों ने राजा नृग के महल में गमन किया। किन्तु राजद्वार पर अनेक दिन प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तब दोनों ने राजा को नीरव में अभिशप्त किया कि 'राजा अचिर में ही कृकलाश होकर सर्वभूतों से अदृश्य हो जाऐंगे एवं कुछ काल पश्चात् श्रीकृष्ण की कृपा से अभिशाप मुक्त होंगे।' इस पाप के फलस्वरूप राजा नृग ने परवर्ती जन्म में कृकलाश होकर जन्मग्रहण किया।

भागवत में वर्णित है, द्वारका में एक दिन श्रीकृष्ण पुत्र साम्ब, प्रद्युम्न, चारू, भानू और गद इत्यादि यदुकुमारगण विहारार्थ उपवन में गए। कानन में दीर्घकाल तक आमोद–प्रमोद करने के पश्चात् वे जल पिपासा से कातर होकर जल की खोज करते–करते एक जलशून्य कूप के समीप पहुँचे, जहाँ एक पर्वताकार अदभूत् कृकलाश (गिरगिट) देखकर वे लोग अतीव विस्मित हुए। उस उपवन में इस महाकाय जीव के कुऐं में बहुत समय से स्थायी रूप से रहने के कारण उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी किन्तु अति प्रचीन एवं जलशून्य होने के कारण एवं सर्वदा ही लतादि द्वारा आवृत होने के कारण उस कूप को कोई देख नहीं पाता था; उस दिन जलान्वेषण करते हुए यदुकुमारगणों ने हठात् ही उस कुऐं को देखा तथा दया वश उसके उद्धार के लिए सचेष्ट हुए। कुमारों ने चर्मरज्जु और सूत्रमय रज्जु से बाँधकर उन्हें उत्तोलन करने की अनेक प्रकार से चेष्टा की लेकिन इसके उपरांत भी जब वे समर्थ नहीं हुए तो अन्त में उन्होंने उत्सुकतापूर्वक सम्पूर्ण वृतान्त श्रीकृष्ण को निवेदन किया। अवशेष में भगवान श्रीकृष्ण ने ही वहाँ जाकर उसे देखकर अपने वामहस्त द्वारा कूप से निर्गत कर उसका उद्धार किया।

भगवान श्रीकृष्ण के करस्पर्श मात्र से ही तत्क्षण कृकलाश स्वीय रूप परित्याग कर देवरूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान श्रीकृष्ण ने सर्वज्ञ होने के बावजूद भी सर्वजन के

समक्ष कृकलाश के वृत्तान्त का प्रचार करने हेतु देवरूपधारी राजा नृग से जिज्ञासा किया, ''हे महाभाग! तुम कौन हो? मैं तुम्हें निश्चित् रूप से देवता जानकर स्वीकार करता हूँ। किस कर्मवश तुमने यह अवस्था प्राप्त की है? यदि तुम वह प्रसंग हम लोगों के समक्ष बोलना उचित समझते हो तो अपना परिचय प्रदान करो।'' तब नृगराज ने श्रीकृष्ण को प्रणामकर कहा –''हे प्रभो! मैं इक्ष्वाकु तनय नरपति नृग हूँ। सर्वभूतात्माओं के साक्षीस्वरूप आप हो, अतएव आप से अविदित कुछ भी नहीं है। काल द्वारा भी आपकी दृष्टि अव्यवहत है, तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर बता रहा हूँ, श्रवण करिए। पृथ्वी पर जितने बालूकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं एवं जितनी वारिधाराएं पतित हो रही है उतनी संख्या में मैंने गोदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दातागणों की सूची के प्रसंग में मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। किसी एक प्रतिग्रह निवृत श्रेष्ठ ब्राह्मण के गृह में बंधी हुई गाय वहाँ से छूटकर मेरे गो–धन में आकर सम्मिलित हो गई। मैंने अनजाने में उस गाय को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। प्रतिग्रहकारी ब्राह्मण उसे लेकर जा रहे थे, मार्ग के मध्य में गाय के स्वामी ब्राह्मण ने गाय को देखकर कहा, 'यह गाय मेरी है।' प्रतिग्रह कर्ता ब्राह्मण ने कहा, 'राजा नृग ने मुझे यह गाय प्रदान की है, अतएव यह गौमाता मेरी हैं।'

उभय ब्राह्मण इस बात को लेकर विवाद करते–करते अपने–अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए मुझसे कहा कि आप ही दाता एवं आप ही अपहर्ता हैं। यह सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गया एवं व्याकुल प्राणों से उन उभय के समक्ष ही अनुनय कर प्रार्थना की कि यह गाय मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले में अति उत्कृष्ट लक्ष गौ दान करूँगा आप लोग अनुग्रह कर इस अविज्ञात दास की धर्मसंकट से रक्षा कीजिए। तब गाय के स्वामी ने –''मैं राजा का प्रतिग्रह नहीं करता....'' कहकर प्रस्थान किया एवं ग्रहिता ने भी –''अन्य अयूत गाय की मैं इच्छा नहीं करता'' यह कहकर प्रस्थान किया।

इस घटना के कुछ समय पश्चात् ही मेरी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर यमदूत मुझे यमालय ले गये। वहाँ यमराज ने मुझसे कहा –''हे राजन्! मैं तुम्हारे दान धर्मादि साध्य उज्ज्वल स्वर्गादि लोक का अन्त नहीं देख पा रहा हूँ। अतएव तुम पूर्व में अशुभ भोग करोगे कि सुख भोग करोगे?'' मैंने कहा – ''मैं पहले अशुभ लोक भोग करूँगा'' तब यम ने कहा –''तब पतित होओ।'' हे प्रभो! तत्क्षणात् मैंने अपने को कृकलाश के रूप में दर्शन किया। हे केशव! भगवत् सन्दर्शनार्थी इस दास का आज तक कोई स्मृति भ्रंश नहीं हुआ है। इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जिस किसी स्थान में क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सर्वदा आपके चरणों में स्थान पाये। यह कहकर श्रीकृष्ण को प्रणाम कर नृगराज ने उनके पादद्वय निज मस्तक द्वारा स्पर्श कर श्री भगवान के अनुज्ञाक्रम में सभी के समक्ष श्रेष्ठ विमान में आरोहण किया।

तब सर्व लोकपावन भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारकावासी प्रजागण और राजन्यवर्ग को शिक्षा देने के निमित्त इस प्रकार सदुपदेश प्रदान किया था कि अग्नि के सदृश तेजस्वी होने पर भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा अत्यल्प मात्र भी ब्रह्मस्व (प्रकृत ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की सम्पदा) अपने अनजाने ही हरण या ग्रहण करने पर वह उसके पक्ष में दुर्जर होती है, जो प्रभुत्वाभिमानी क्षत्रिय है, उनके पक्ष में भी यह समूह अशुभ है। श्रीकृष्ण ने कहा कि वे हलाहल को भी विष नहीं समझते कारण उसकी भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है परन्तु ब्रह्मस्व ही प्रकृत विष समझा जाता है कारण मर्त्यलोक में उसका प्रतिविधान नहीं है। बहु परिवार विशिष्ट अतिथि–परायण हृतवृत्ति ब्राह्मणगण के रोदन के समस्त अश्रुबिन्दु जितने धूलिकणों को सिक्त करते हैं, ब्रह्मस्वहारी राजा हो अथवा राजवंशीय हो, उतने वर्षों तक कुम्भीपाक नरक में स्वतंत्रभाव से पतित होते है। अतएव समाहित होकर सर्वदा प्रकृत ब्राह्मण को सम्मान प्रदर्शन और प्रणाम करना उचित है। ज्ञात या अज्ञातवश ब्राह्मण धन अपहरण करने पर अपहर्ता को नरक वास करना पड़ता है जैसे नृगराजा द्वारा अपने अजानते ब्राह्मण की गाय अपहरण करने पर उन्हें कृकलाश होकर नरक वास करना पड़ा।

यह कथित हैं कि नरपति नृग पूर्वजन्म में शूद्र जातिय राजा थे। उस समय उन्होंने श्रावण मास की शुक्ला द्वादशी तिथि में बुद्धद्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। उसी पुण्य के फलस्वरूप उन्होंने परवर्ती जन्म में सूर्यवंश में जन्म ग्रहण किया था एवं मृगया करने के लिए जाने पर व्याध दस्युयों के चंगुल से उस पुण्य के प्रताप से ही परित्राण प्राप्त करते है।

राजा नृग के ब्राह्मण के शाप से कृकलाश होने पर उनके पुत्र वसु ने सिंहासन पर आरोहण किया।

(सहायक ग्रन्थ : भागवत, महाभारत, रामायण और वराह–पुराण)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (२०) : हमलोगों के गुरुमहाराज श्रीश्रीबाबा किस प्रकार एक प्रकृत क्रियान्वित को विपदाओं से बचाते एवं उस क्रियान्वित हेतु उसके साथ रहनेवाले बंधु-बांधव भी किस प्रकार भयंकर विपत्ति से रक्षित हुए थे, इस संदर्भ में श्री अमरनाथ मुखोपाध्याय उर्फ बापी दा (बाबा के अन्यतम अंतरंग क्रियान्वित संतान) ने अपने जीवन के किसी एक दिन की घटना का वर्णन, अपने ही श्रीमुख से मेरे समक्ष किया–

'दादा', लाहिड़ी बाबा को मैं 'दादा' कहकर ही पुकारता; वे मेरे लिए दादा, गुरु, बाबा और माँ सब कुछ ही थे। पूर्व में हमेशा एवं आज भी चहुँ ओर से मेरी रक्षा करते आ रहे हैं। तथापि यहाँ पर एक विशेष प्रयोजनीय तथ्य उद्धृत करता हूँ कि गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त क्रिया साधना को मैं अति निष्ठा से आज भी करता हूँ। अब मैं उस दिन के प्रसंग का वर्णन करता हूँ – मैं बड़ाबाजार में व्यापार करता था। इसीलिए अनेक आढ़तवाले तथा कई दुकानदारों के साथ मेरा बंधुत्व हो गया था। एकदिन किसी एक बंधु की बहन की शादी में भाग लेने हेतु हम सभी ग्यारह मित्रों ने श्यामबाजार से एक टाटा-सूमो की जैसी गाड़ी को दिनभर के लिए भाड़े पर लिया। इस गाड़ी की विशेषता थी कि इस गाड़ी में दो स्टेपनी (अतिरिक्त चक्के) थे। सामान्यतया सभी गाड़ियों में एक ही स्टेपनी (अतिरिक्त चक्का) रहता है, इसी लिए यह बात जो पूर्व निर्धारित थी, बाद में पूरी तरह से समझ में आयी। हमलोगों को जिस विवाहस्थल पर जाना था, वह था बड़ोदा नामक ग्राम जो हावड़ा-आमता रास्ते पर अवस्थित था। हमसभी ने उस विवाह में आनन्दपूर्वक रात्रि व्यतीत कर, प्रात: काल वापसी हेतु प्रस्थान किया। विवाह का समय था श्रावण मास का अतिवृष्टि काल! इसीलिए सबों को लौटने की जल्दी थी एवं आकर जल्दी-जल्दी दुकान खोलना है यह सोचकर हमलोगों ने यथाशीघ्र वहाँ का कार्यक्रम संपन्न कर लिया। शीध्रातिशीघ्र पहुँचने का निर्देश पाकर गाड़ी चालक भी ७०-१०० कि.मी. प्रति घंटे की रफतार से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी जब लगभग आमता के कलातला मोड़ के पास आयी, ठीक उसी समय गाड़ी के पीछे के दोनों टायर प्रचंड शब्द करते हुए विदीर्ण हो गये एवं साथ ही साथ गाड़ी तीन बार वृत्ताकार घुमते हुए रूक गयी। जिस जगह दोनों टायर फटे वह जगह बहुत चौड़ा था एवं दोनों तरफ चौड़े नाले, मैदान एवं जल से परिपूर्ण तालाब। टायर फटने के समय मैं 'गुरु-गुरु' कहकर चिल्लाते हुए दादा को पुकारने लगा। उस समय प्रात:काल के ७ बजे थे। ऐसे प्रचंड विस्फोटक आवाज को सुनकर मैदान में उपस्थित लोग, पथयात्री और समीपस्थ दुकान वाले सब लोग हमारी तरफ दौड़ पड़े। सबों को ऐसा लगा कि गाड़ी में उपस्थित सभी व्यक्ति या तो काल कवलित हो चुके अथवा अत्यधिक आहत हैं। परन्तु हम सब जब गाड़ी से नीचे उतरे तब सर्वप्रथम यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमलोग बचे हुए हैं। हम सुरक्षित है यह बोध होते-होते कई मिनट व्यतीत हो गये। यह चमत्कार ही था कि हमारे शरीर पर खरोंच भी नहीं आयी। हमलोगों के गाड़ी के दोनों टायर भूने हुए पापड़ के टूकड़े के सदृश हो गये थे। इस दल में मैं ही एकमात्र ब्राह्मण था इसलिए सुरक्षित बच जाने पर अन्य सभी मित्र मेरी जय जयकार करने लगे। लेकिन मैं जानता था कि किस प्रकार गुरु अदृश्य रूप से हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तत्पश्चात् शीघ्र ही गाड़ी में दोनों चक्के को लगाकर हमलोग रवाना हुए। अन्य सबलोग तो बड़ाबाजार जाकर अपनी दुकान खोलने लगे, परन्तु मैं तो सीधा गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों में नत-मस्तक हो गया। बाबा ने भावस्थ हो कर हँसते हुए मुझसे कहा, ''वापी, तुम्हें क्या भय है? मैं तो सदा तेरे साथ रहता हूँ।''

सद्गुरु प्रेमस्वरूप होते हैं, भक्त शिष्य हेतु सद्गुरु के भीतर जो नि:स्वार्थ प्रेम रहता है उसको जागतिक आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा ही शिष्य-भक्तगण बोधगम्य करने में सक्षम होते हैं। सद्गुरु के साथ आत्मीय संबंध स्थापित होने पर सद्गुरु तब शिष्य को आलोक के पथ पर, अंत:प्राण के पथ पर खींच लेते है। तभी शिष्य सद्गुरु को जीवन के प्रत्येक पदक्षेप पर अनुभव करने में सक्षम होता है; अन्यथा कवि गुरु की भाषा में कहती हूँ- 'संसार जब पूर्ण रूपेण मन को ग्रसित कर लेता तब प्राण का उद्भेद असंभव है।' *...क्रमश:*

श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

हेमकुण्ड की ओर

(१)

केदार से बद्री जाने वाले रास्ते पर परिक्रमा के अंत में, गढ़वाल हिमालय के लिए नये रूप में प्यार उमड़ पड़ा। बदरीनाथ से लौटते हुए पूरे मार्ग में वह स्थान हृदय से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दृढ़ निश्चय किया कि माँ का आशीर्वाद लेकर यहाँ जरूर आऊँगा। गन्तव्य स्थल – हेमकुण्डशाहिब – फूलों की घाटी। श्रीश्रीमाँ की कृपा एवं हमारे गुरुपरम्परा के महात्माओं का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण मिला भ्रमण करते हुए प्रवाद पथ में। कलकत्ता पहुँचते ही बहुत उत्साह के साथ आश्रम पहुँचा – श्रीश्रीमाँ की अनुमति लेने। मेरे हेमकुण्ड शाहिब जाने के आवेदन पर पहले तो माँ सिर्फ हँसी। बड़ी ही स्नेहमयी मधुर हँसी थी वह! उस हँसी में था नीरव प्रश्रय, अनुमति और सर्वोपरि आशीर्वाद। उस दिन माँ ने कुछ नहीं कहा। यात्रा का दिन धीरे-धीरे करीब आने लगा। २ जून, २००९ मेरे जाने का दिन निश्चित हुआ। जाने के कुछ दिन पूर्व मैं पुनः श्रीश्रीमाँ के पास गया। मेरी यात्रा के संबंध में सुनने के पश्चात् माँ ने सिर्फ कहा, ''राह में चलते-चलते यदि कभी कोई रूकने का निर्देश करे या तुम्हें लगे कि यहाँ रूकना उचित है तो उसदिन उसी क्षण वहीं रूक जाना। सामयिक विरति के पश्चात् फिर यात्रा का शुभारंभ करना। जानना वही मेरी इच्छा है – मेरा निर्देश।'' माँ का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत की। दून एक्सप्रेस ने निर्दिष्ट समय में ही मुझे हरिद्वार पहुँचा दिया। मैंने भारत सेवाश्रम संघ में आश्रय लेकर वहाँ एक दिन विश्राम लिया। अगले दिन से शुरु होगी मेरी यात्रा। गन्तव्य – हेमकुण्ड – फूलों की घाटी।

हाथी पर्बत

श्रीश्रीमाँ को स्मरण करते हुए भोर में बदरीनाथ जाने वाली बस में जा बैठा, इच्छा थी सर्वप्रथम बदरीनाथ जाऊँ। लौटते हुए गोविन्दघाट में उतर जाऊँगा। हेमकुण्ड जाने के लिए पहले गोविन्दघाट में उतरना पड़ता है। वहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरु होता है जिसमें १३ कि.मी. तक चढ़ाई-उतराई है उसके बाद आता है घांघारिया। घांघारिया से साढ़े छः कि.मी. पथ अतिक्रम कर पहुँचना पड़ता है १५,२१० फुट ऊँचाई पर हेमकुण्डशाहिब में और ऊपर की ओर घांघरिया से साढ़े तीन कि.मी. की दूरी पर फूलों का जलसा – फूलों की घाटी। बस निर्धारित समय पर ही रवाना हुई। ऋषिकेष को पीछे छोड़ती हुई बस रूकी देवप्रयाग में। वहाँ कुछ देर विराम के पश्चात् अन्त में फिर पहाड़ी मार्ग में घुमते-घुमते बस पहुँची रुद्रप्रयाग में। यहाँ से अलकनन्दा के गिरिगह्वर होतेहुए बदरीपुरी पहुँचुगा। रूद्रप्रयाग में मैं मध्याह्न भोज लेकर पुनः बस में बैठ गया। बस में हमलोग ३५ यात्री थे। मार्ग में एकाधिक बार रूकने की वजह से जोशीमठ पहुँचते-पहुँचते शाम हो गयी। रात्रि में इस पथ पर वाहनों की आवाजाही नहीं होती। अतएव उस रात्रि में जोशीमठ में ही विश्राम लिया। जोशीमठ में एक अतिरिक्त रात व्यतीत करने के कारण कुछ अर्थ ज्यादा व्यय हुआ। अतः पास ही के भोजनालय से सिर्फ दो रोटी द्वारा नैश-भोजन कर संतुष्ट हुआ। तत्पश्चात् रात्रि आश्रय की खोज में निकला। होटल का न्यूनतम घर भाड़ा था ९००-१०००/- रूपये। गहन रात्रि में नज़दीक में कोई धर्मशाला नजर नहीं आ रही थी। फिर बस-स्टैंड के आस-पास ही रहने की जगह देखनी थी अन्यथा भोरबेला में बस पकड़ नहीं पाता। श्रीश्रीमाँ का नाम लेकर घर खोजने के लिए निकल पड़ा। हठात् एक आवाज सुनकर पीछे घूमकर देखा, एक वृद्ध सज्जन हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे हैं। घर खोज रहा हूँ यह सुनते ही उन्होंने एक चाबी मेरे सामने कर दी। उनके पीछे पीछे चलता हुआ सामने टीले के ऊपर एक काठ के घर में आ पहुँचा। सुबह ही चला जाऊँगा यह सुनकर उन्होंने कहा, ''चाबी जाने के समय सामने बरामदे के स्तंभ के ऊपर रख देना। घर भाड़ा ३०० रूपये होगा।'' दरवाजा खोलकर बल्ब जलाकर वे वृद्ध सज्जन वहाँ से चले गये। वृद्ध व्यक्ति शायद गढ़वाल से थे। मैं भी जल्दी-जल्दी

ठंड से बचने के लिए सोने का उपक्रम करने लगा। अलार्म के आवाज से मेरी नींद टूट गयी। जल्दी-जल्दी उठकर हाथ-मुँह धोकर घर से निकल गया। बाहर में उस समय अंधकार था। धीरे-धीरे बादलों की ओट से निकलता बाल-सूर्य अपनी लालिमा की आभा सामने हाथी पर्वत पर बिखेर रहा था। दरवाजे का ताला बंदकर बरामदे के खंभे के ऊपर चाबी रख दी। पैदल ही बसस्टैण्ड की तरफ चल दिया। सामने चाय की दूकानवाला अपनी दूकान खोल ही रहा था कि इतनी सुबह-सुबह मुझे देखकर कुछ अवाक् सा हो गया। गत रात्रि मैं कहाँ था? यह जानना चाहने पर मैंने सामने के टीले की ओर इशारा किया। तथा उन्हें उन वृद्ध की दयालुता के विषय में अवगत कराया जिन्होंने मुझे रात्रि आश्रय हेतु काठ का घर दिया। टीले के ऊपर काठ का घर सुनते ही अवाक् होकर ऊपर की ओर तकाने लगा। वृद्ध के विषय में सारी बातें सुनकर हाथ जोड़ कर कहा, ''हिमालय के इस अंचल में महात्मालोग विचरण करते रहते है। विपदग्रस्त मनुष्यों की सहायता के लिए वे सदा सचेष्ट रहते है।'' बातचीत के प्रसंग में मेरे गुरुपरम्परा के विषय के संबध में चर्चा हुई। मेरे पास बाबाजी महाराज की तस्वीर देख कर वे जानने के लिए उत्सुक हुए कि मेरे साथ उनका क्या सम्पर्क हैं? वे मेरे गुरु परम्परा के 'महागुरु' सुनकर उन्होंने कहा, ''गत रात्रि में तुम्हारे आश्रयदाता वृद्ध सज्जन भी एक ही गुरुकुल के घराने से है।'' माँ की बात याद हो आई, माँ की इच्छा से ही मेरा यहाँ रात बिताना संभव हो सका। माँ की करुणा का परिचय पाकर हृदय द्रवित हो उठा। यात्रा को अपने, लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए मैं बस में बैठ गया। बस अपने निश्चित समय ५:३० बजे वहाँ से निकल गयी। ३५ यात्रियों में से तीन अनुपस्थित थे अर्थात् वे बस पकड़ नहीं सके। उन्हें छोड़कर ही बस आगे बढ़ चली पाण्डुकेश्वर की ओर। पूर्व का आकाश लाल रंग की आभा बिखेर रहा था, और उसके विपरीत में था हाति पर्वत का तुषारयुक्त धवल शिखर। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सामने ही जगत् प्रसिद्ध अलकनन्दा गिरिखात। हठात् ही मेरी दृष्टि हाति पर्वत के मस्तक पर पड़ी, नील आकाश में उज्ज्वल मेघों का खेल, टुकड़े-टुकड़े बादलों ने धीरे-धीरे एक मानवीय आकृति का रूप ले लिया तथा हाथ के इशारे से जैसे मुझे कुछ बोलना चाह रहे हो। तभी श्रीश्रीमाँ की अमृतमयी वाणी मेरे कानों में गूंज उठी–

''जब भी मार्ग में कोई तुम्हें रूकने के लिए कहे अथवा तुम्हारे मन में हो कि कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो चाहे वह मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष, प्रकृति जो भी क्यों न हो, जानना वही मेरा निर्देश, मेरी इच्छा है।''

तत्क्षण मैंने निर्णय लिया – बदरी नहीं मुझे गोविन्दघाट में ही उतरना होगा। अत: मैंने बस के चालक और संग्राहक भाई से कहा मैं गोविन्दघाट में उतर जाऊँगा। वे लोग अवाक् हुए। उन्होंने कहा, ''आपका तो बदरीनाथ पर्यन्त टिकिट काटा हुआ है!'' मैंने कहा, ''होने दीजिए। मैं गोविन्दघाट में ही उतर जाऊँगा।'' माँ का निर्देश और इच्छा। मेरे कथनानुयायी बस मुझे गोविन्दघाट उतार कर बदरीनाथ की ओर चल दी। बसस्टैण्ड से १/२ कि.मी. की दूरी के बाद हमलोग गोविन्दघाट के गुरुद्वारे में पहुँचे। वहाँ पर मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं हेमकुण्ड जाना चाहता हूँ। अतएव मुझे अपना कुछ सामान रखने के लिए क्लॉकरूम की आवश्यकता होगी। मेरी बातें सुनकर गुरुद्वारे के सरदारजी यह जानना चाहते थे कि मैं कलकत्ता से आया हूँ तो! तत्पश्चात् स्वयं ही मेरा नाम-ठिकाना बोलने लगे। मैंने अपनी सम्मति हेतु गर्दन हिलाकर जवाब दिया। सरदारजी ने मुझे बैठने के लिए कहा। कुछ क्षणों के उपरांत ही पाँच भारतीय सेना के ऑफिसर मेरे समीप आए और मेरे वहाँ आने का उद्देश्य पूछा, मेरा परिचय पत्र भी देखा। सब कुछ देखने के पश्चात् गोविन्दघाट में अचानक से उतर जाने का कारण पूछा। उनकी जिज्ञासाओं को मैंने अपनी अनुभूति से शांत किया तथा श्रीश्रीमाँ के निर्देश व इच्छा के संबंध में बताया। यह सब सुनते ही उन ऑफिसरों ने कहा कि आपकी गुरुमाँ की कृपा से इस यात्रा में आपके प्राण बच गये। कारण, आपके गोविन्दघाट में बस से उतरते ही सिर्फ दस मिनिट बाद ही बस खड्डे में गिर गयी। ३१ मृत व्यक्तियों को सेना ने खोज निकाला है। बस का चालक व कंडक्टर गंभीर हालत में पाये गये। किन्तु उनके पास बस में यात्रा करने वाले जिन यात्रियों की तालिका थी उसमें ३५ व्यक्तियों का उल्लेख था। अत: बाकी चार जनों को वे खोज नहीं पाये। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन चारजनों में से एक मैं हूँ, और बाकी तीनजन जोशीमठ में ही रह गये। उन लोगों के निश्चित् समय में बसस्टैण्ड पर न पहुँचने के कारण उन्हें वही छोड़कर बस ने अपनी यात्रा शुरु कर दी। सब कुछ सुन कर उन्होंने पूछा कि मैं अब घांघारिया के उद्देश्य से यात्रा शुरु करना चाहता हूँ कि नहीं। तत्क्षण ही मैंने माँ का आशीर्वाद और रक्षाकवच का संधान पा लिया। मैं समझ गया

था कि इसबार की मेरी यात्रा श्रीश्रीमाँ की इच्छा से निश्चित् रूप से सफल होगी। इसलिए मैंने निश्चित होकर बताया, ''अवश्य ही अभी से ही मैं यात्रा शुरु करूँगा घांघारिया के लिए।'' इसप्रकार गुरुद्वारा के रजिस्टर में प्रस्थान हेतु हस्ताक्षर कर यात्रा पर चल पड़ा। सामने ही लक्ष्मण झूला, तत्पश्चात् केवल पर्वतीय रास्ते की चढ़ाई ही चढ़ाई।

–मातृचरणाश्रित श्रीसौरव बासु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

(२४)

प्रश्न : ये जो डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी इत्यादि योगिनी शक्तियाँ हैं, उनके संबंध में कुछ बोलिए। ये सारी शक्तियाँ क्या हैं?

उत्तर : क्रियायोग पर्याय में भ्रामरी कुंभक साधन योग में साधक का जब भ्रामरी कुंभक साधित होता है तो साधक के देहाभ्यंतर में भ्रमर नाद सुनायी देता है। वह ध्वनि सुनते-सुनते मन की समस्त चंचलता दूर हो जाती है। इस नाद श्रवण से अटल एकाग्र मन तब अन्य किसी विषयों की तरफ आकृष्ट नहीं होता। सर्वप्रथम मूलाधार, तत्पश्चात् क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्ध चक्र में पहुँचकर वह ध्वनि विशुद्ध होकर अवस्थान करती है। विशुद्ध के पश्चात् आज्ञाचक्र एवं अवशोष में वह ध्वनि सहस्रार में श्रुतिगोचर होती है। यह ध्वनि जिसने एकबार श्रवण कर लिया, उसे वह कभी भी नहीं भूलते। ब्रह्माकाश वक्ष पर उनका मन सर्वदा अटल अवस्था में निबद्ध रहता है। यह ध्वनि प्रणवात्मक अति मधुर मनो-मोहिनी ध्वनि। सहस्रार में यह ध्वनि 'निरंजनी' योगिनी ध्वनि कहलाती है। देहाभ्यंतर की निरंजनी शक्ति ही श्रीराधा की 'श्री'रूपी पराबिन्दु में विकसित निर्वाणी शक्ति के नाम से योगशास्त्र में विदित है। पुनः समस्त चक्रों में ही यह शक्ति अधिष्ठित है; साधक-योगी की क्रमोन्नति से वह क्रमान्वय देहाभ्यंतर में प्रकाशित होती है। इसीलिए उसे चक्रेश्वरी शक्ति भी कहा जाता है। पुनः वह मणिपुर चक्र के पीछे अवस्थित ब्रह्मचक्र में ब्रह्ममयी के नाम से जानी जाती है। योगिनी चक्र में वह है भगवती महाशक्ति। स्वाधिष्ठान चक्र में यह शक्ति नारायण देव के संग संयुक्त होकर राकिनी, योगिनी शक्ति बन जाती है। मूलाधार में वे डाकिनी नामक योगिनी कहलाती है। मणिपुर चक्र में वह 'लाकिनी' शक्ति, अनाहत चक्र में वह 'काकिनी' शक्ति, विशुद्ध चक्र में वह 'शाकिनी' शक्ति, आज्ञाचक्र में वह 'हाकिनी' योगिनी शक्ति कहलाती हैं। ये समस्त योगिनी शक्तियाँ संवित्मयी नाड़ीरूप धारण कर सुषुम्ना की चित्रा नाड़ी के मध्य में क्षेत्रबीज शक्ति से उत्थित होकर एक चक्र से होते हुए ऊर्ध्वगामी अन्यचक्र में तरंगायित नाड़ी रूपिणी होकर गमन करती हैं। इन शक्ति सम्पन्न नाड़ी के मध्य अवस्थित योगिनी शक्तियों को साधना के प्रभाव से ब्रह्मविद्या कौशल साधन द्वारा जागृत करना पड़ता है। यह सब योग के अति सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषय हैं। सहस्रार में पहुँचकर वे परमा-निर्वाणी शक्ति के रूप में विराजित हैं। षट्चक्रों के निरूपण मत में ये समस्त योगिनि शक्तियाँ 'परमापूर्वनिर्वाण शक्तिः' इस परमा-पूर्वनिर्वाण शक्ति के मध्य ही विष्णु पद अधिष्ठित है। इसे ही शिवपद, ब्रह्मपद, हंसपद कहा जाता है।

प्रश्न : 'उपासना' क्या है?

उत्तर : 'उप' अर्थात् निकट, 'सना' या 'आसना' अर्थात स्थिर होना। आत्मसाधना के जिसप्रकार विभिन्न पर्याय हैं, उसी प्रकार उपासना का भी विभिन्न स्तर या पर्याय है। यथार्थरूप में आत्मसान्निध्य स्थित होने अथवा आत्मस्थ होने को ही उपासना कहते हैं। साधारण अर्थ में उपासना का अर्थ आराधना ही लगता है। श्रीमद्भगवत् गीता में श्रीभगवान ने अर्जुन से कहा है –

''*योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन्तरात्मना।*
श्रद्धावान भजते यो मां स में युक्ततमो मतः।।''

अर्थात् योगीगण के मध्य जो योगी श्रद्धावान होकर मत परायण अंतकरण से (अर्थात् भक्ति विनम्रचित्त से) मेरा भजन करता है वह सर्वापेक्षा योग युक्त, यही मेरा मत है। इस प्रकार शुद्धाभक्तियुक्त होकर ईश्वर चिन्ता में मग्न होने को ही उपासना कहते है। एकशब्द में उपासना है ब्रह्मध्यान या ब्रह्मचिंतन (आत्म चिंतन)।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(८)

आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकम्।
साधकेन प्रदातव्यं गुरोः सन्तोषकारणात्।।२९

–आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकम् (सर्वमेव भोग्यं) गुरोः सन्तोषकारणात् साधकेन (तस्मै) प्रदातव्यम् (अर्पणीयम्)।।२९

–अर्थात्, आसन, शय्या, वस्त्र, वाहन, भूषणादि समस्त भोग्य-वस्तुऐं साधक के द्वारा गुरु को प्रदत्वय है। २९

जो कुछ वाह्य वस्तुऐं जीवों की भोग्य-वस्तुऐं कहकर मानी जाती है, वह समस्त ही गुरुदत्त-वस्तुऐं है; जीव चौर्यवृत्ति द्वारा उनसब वस्तुओं को निजस्व सोचते हुए उपभोग करता है; अतएव तद्रूप उपभोग के द्वारा जीव पापयुक्त होते है एवं यज्ञ द्वारा उन समुदाय वस्तुओं को गुरुब्रह्म को प्रदान करने से तद्विनिमय प्रसाद के स्वरूप ब्रह्म से भोग प्राप्त करते है, यह मंगलसूचक है (गीता २य अः, ६५ श्लोक एवं ३य अः १२,१३ श्लोक देखो)। इस कारण यहाँ कहा गया है कि आसन, शय्या प्रभृति सर्व्वप्रकार भोग्यवस्तुऐं गुरु को अर्पण करनी होगी, अर्थात् ब्रह्म में अर्पण द्वारा उन सकल वस्तुओं के प्रति आसक्तिशून्य होकर भोग करने से ब्रह्म प्रसन्न होकर जीव को ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं।

दीर्घदंडं नमस्कृत्य निर्ल्लज्जो गुरुसन्निधौ।
आत्मदारादिकं सर्व्वं गुरवे च निवेदयेत्।।३०

–गुरुं दीर्घदंडं यथा तथा दंडवत् प्रणतः इत्यर्थः नमस्कृत्य, गुरुसन्निधौ निर्ल्लज्जो भूत्वा, आत्मदारादिकं (दारादिकं यत् भोग्यवस्तु ममत्वज्ञानेन गृह्यते) तत् सर्व्वं च गुरवे निवेदयेत्।।३०

–अर्थात्, लज्जा रहने से ही पापबुद्धि द्वारा वस्तुओं को गोपन करने की चेष्टा होती है; जब गुरु का ही सब हो गया तब कुछ वस्तुओं के सुखलाभ करने की इच्छा से निज उपभोग के लिए स्वतंत्रभाव में गुप्त रखने से वह पापकार्य होता है; इस कारण यहाँ कहा गया है कि, गुरु के निकट निर्ल्लाज्जभाव से उपस्थित होना चाहिए अर्थात् गोपन में अनात्मीय वस्तु के चिन्तन में रत रहकर उनके निकट उपस्थित होने से नहीं चलेगा एवं यह करने से गुरु (अर्थात् आत्मगुरुरूपी ज्योति कूटस्थ के गगनमंडल से) अदृश्य हो जाती है। यह होने से क्या होगा?

–भगवान कह रहें हैं कि पुत्रकलत्ररूपी दारादि जिनसब को वाह्य दृष्टि में आत्मीय कहकर भावना करते है, उनसब को गुरु के प्रति निवेदन कर देने से, आसक्तिशून्य होकर गुरु को दीर्घदंड-नमस्कार करना होगा। दीर्घदंड नमस्कार अर्थात् दंडवत् अवस्था में अवस्थान करते हुए दीर्घभाव में स्थिर होकर रहना होगा, अर्थात् इधर-उधर मन विचलित या चंचल ना हो जाय (गीता ६ अः १९ श्लोक देखो), एवं उद्ग्रीव होकर दूसरे विषय पर चिन्तन के लक्ष्य को धावित करने से भी नहीं चलेगा।।३०

क्रिमिकीटभस्मविष्ठा दुर्गन्धमलमूत्रकम्।
श्लेष्मरक्तत्वचं मांसं तनुरित्थं वरानने।।३१

– हे वरानने! श्लेष्म रक्त त्वचं मांसं क्रिमिकीटभस्मविष्ठा (तदन्विता) दुर्गन्धमलमूत्रकं इत्थं (एषा) तनुः।।३१

क्रिमि, कीट, भस्म, विष्ठा, दुर्गन्ध मलमूत्रयुक्त, श्लेष्मा, रक्त, त्वक व मांस – ये समस्त ले कर ही यह शरीर है।। ३१

संसारवृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे।
येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३२

–संसारवृक्षम् आरूढ़ाः (जनाः) नरकार्णवे पतन्ति, येन (गुरुणा) इदं संसारवृक्षरूपं विश्वं उद्धृता, तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३२

इस अनित्य वृक्षरूपी शरीर को जीव आश्रय कर अवस्थान कर रहा है, इसके फलस्वरूप जीव मायारूपी नरक समुद्र में पतित होता है। यह अनित्य है इसीलिए भगवद्गीता में इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है (गीता १५ श अः, १म श्लोक देखो); नित्यभाव में इसकी आदि अवस्था नहीं है, अन्त भी नहीं है एवं प्रतिष्ठा भी नहीं है; परन्तु यह माया की दृष्टि से दृश्यमान काल्पनिक दृश्य है मात्र (गीता १५ श अः, ३य श्लोक देखो)। इसी वृक्ष का अवलम्बन करते हुए जीव की ऊर्ध्व चेतना में गुरु समीप में

गतिलाभ होने से (अर्थात् इस देह संस्कार लेकर गति होने से), कल्पना स्वरूप दृश्य दूरीभूत हो जाते है। तब देहसत्ता बोध अदृश्य हो जाता है; तभी देह का उद्धार-साधन हुआ ऐसा समझना होगा; कारण, जीव के कल्पना-भाव हेतु इसकी सृष्टि हुई थी एवं कल्पनारूपी भाव की गति, जहाँ से कल्पना की उत्पत्ति है वहाँ उसका लय प्राप्त हो गया। (अर्थात् आत्मा या द्रष्टा मध्य दृश्य और दर्शन लय प्राप्त हो गया)। जिसप्रकार वृक्ष व वृक्ष की छाया है, छाया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है परन्तु आलोक के अभाव हेतु एवं अंधकार (अज्ञान) के स्पर्श से छायारूपी काल्पनिक वृक्ष की सृष्टि हुई थी, बाद में आलोक के सम्पर्क में आकर छायावृक्ष अन्तर्हित हो जाता है, वैसे छायारूपी काल्पनिक शरीर जीव के मध्य आत्म-ज्योति या वृहत्-ज्योति में जाकर मिल जाता है। तद्रूप गुरुब्रह्म आलोक स्वरूप है, उनके संस्पर्श में आकर जीव का जीवरूपी देह संस्कार लुप्त हो जाता है। इस रूप ऊर्ध्वस्थित परम ज्योतिर्मय गुरु अनित्य देह संस्कार को निज समीप में लाते हुए विनष्ट कर देते हैं। ऐसे परम ज्योतिर्मय गुरु को नमस्कार करता हूँ।३२ *...क्रमशः*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

❖❖❖❖❖

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे--

(२९)

फिर एक दिन, अन्तर में अखण्ड जप अविरत चल रहा था। काफी दिनों के पश्चात् अनुभव किया कि अन्तर में जप होते-होते चेतना कहाँ अदृश्य होकर लय हो जाती है, वह स्वबोध से अज्ञात था; परवर्ती अवस्था में एक धारणा अन्तर चेतना में प्रबुद्ध हुई थी कि मस्तकस्थ 'राधा चक्र' भेद होकर चेतना प्रविष्ट हो जाती है। कहाँ व कैसे जाती है? इतने दिनों तक ज्ञात नहीं हो पाया था। इन दिनों दर्शन भी विलुप्त हो गए थे। आज नौ महीनों से चेतना को विलुप्त ना कर इस अवस्था में उपनीत होने के लिए साधना कर रही थी; आज शिवगुरु को स्मरण कर साक्षी रखकर इस साधना पर उपनीत हुई एवं आज ही सम्पूर्ण चेतना को वशीभूत कर रख सकी और दर्शन भी कर पायी। भ्रामरी गुहा काफी वृहदाकार गाढ़ी कृष्णवर्ण गुहा; कुछ दूर जाने के पश्चात् अति उज्ज्वल रूपाली ज्योति-रेखा युक्त अष्टसखी मण्डल, या अष्टप्रकृति मण्डल, आधा आलोक आधा अंधकार देखा गया; यहाँ पर चित्त एकाग्र हुआ; और उसमें प्रविष्ट हुआ।

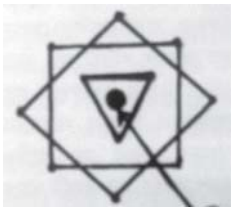

शिवविन्दु व शक्तिविन्दु का सामरस्यता

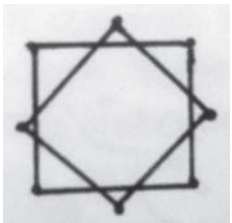

अष्टप्रकृति मण्डल

प्रकृति मण्डल के मध्य स्वर्णवर्णा त्रिकोण - ऊर्ध्व त्रिकोण क्षेत्र दर्शित हुआ; (इस त्रिकोण के पूर्व में अधोमुखी त्रिकोण भी दर्शित हुआ); अभी भी ज्योतिर्मय रेखा के अतिरिक्त सब अंधकार; तत्पश्चात् स्वर्णवर्णीय त्रिभुज के मध्य रजत और सुनहले वर्ण इन दो प्रकार के आभायुक्त राधाचक्र या केन्द्र बिन्दु स्थान का दर्शन हुआ; तदन्तर मेरी चेतना निमेष के मध्य ही केन्द्रबिन्दु में लय हो गई। कितने क्षणों तक स्वबोध पार्थिव समय या काल के बाहर कहाँ था अज्ञात ही रहा। इसके पश्चात् प्रायः ही ऐसा होने लगा; इस प्रकार की अवस्था में बोध प्रविष्ट होने पर स्थूल चेतना में पुनः लौटकर आने में ५ से १०-१२ घंटे का समय लग जाता। ऐसा होते-होते राधाचक्र के संबंध में भी ज्ञात हुआ। तब एकबार बोध हुआ कि ''मेरी सत्ता ही सुभद्रा है'' अथवा ''मैं ही सुभद्रा हूँ'', महाप्राणमय महाशक्ति!! अनन्त ज्योति के मध्य स्वबोध मिश्रित हो गया फिर वहाँ से न जाने कौन मुझे वापस ले आया!! परवर्तीकाल में श्रीभूपेन्द्र सान्याल महाशय की गीता में पाया - 'प्राण संयम के द्वारा जब ऊर्द्ध त्रिकोण क्षेत्र में बिन्दु संस्थापित हो जाता है, तब जीव शिव हो जाता है। उसी को ही स्मरण कर वेद ने कहा है - ''ऊर्द्धलिंग विरूपाक्षं विश्वरूपं नमोनमः''। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – माचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

महामुनि रुचि की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

मार्कण्डेय पुराण में वर्णित है – वरूणदेव के तनय से अप्सरा प्रम्लोचा के गर्भ से 'मालिनी' नाम की एक कन्या का जन्मग्रहण हुआ। महामुनि रुचि ने उस कन्या के साथ विवाह किया। महामुनि रुचि के साथ अप्सरा मालिनी के विवाह की कहानी अत्यद्भूत है।

रुचि अन्यतम प्रजापति थे। किसी एक समय में वे गृहहीन, आश्रमवर्जित हो पृथ्वी का पर्यटन करने निकले। उनके पितृगण ने इस प्रकार भ्राम्यमाण देखकर उन्हें दारपरिग्रह करने का परामर्श दिया। प्रथमत: रुचि ने विवाह से होनेवाली नाना असुविधाओं पर दृष्टि डालते हुए अपनी अनिच्छा का प्रकाश किया। किन्तु उनके पिताश्री अनेक प्रकार से उपदेश प्रदान कर बारंबार विवाह करने के लिए परामर्श देने लगे। अवशेष में उनके परामर्श से रुचि विवाहार्थी होकर उपयुक्त कन्या के अन्वेषण हेतु नाना स्थानों में पर्यटन करके भी उपयुक्त कन्या ना पाने पर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। ब्रह्मा के परामर्श से रुचि ने पितृगणों की पूजा आरम्भ की एवं नदीतीर में पितृगणों की पूजा कर उनकी अभ्यर्थना हेतु स्तव करना आरम्भ किया। रुचि के स्तव से संतुष्ट होकर पितृगण ने वहाँ आविर्भूत होकर कहा, ''इस नदी के मध्य से ही तुम्हारे लिए एक कन्या का आविर्भाव होगा। तुम उस कन्या से विवाह करना।'' पितृगण ने इस प्रकार बोलते हुए वहाँ से प्रस्थान किया तभी उस नदी के मध्य से अप्सरा प्रम्लोचा ने उत्थित होकर रुचि से कहा, ''मेरे गर्भ से वरूण-तनय पुष्कर के ओरस से एक कन्या ने जन्मग्रहण किया है। आप उस कन्या को पत्नीरूप में ग्रहण कीजिए।'' रुचि ने उनके आवेदन पर अपनी सम्मति जताकर प्रम्लोचा के गर्भजात कन्या 'मालिनी' से विवाह किया। मालिनी का अन्य नाम 'मनोरमा' था। उस कन्या के गर्भ से रुचि को 'रौच्य' नाम का एक पुत्र हुआ। वे अन्यतम मनु थे। ये मुनियों के पर्यायक्रम में त्रयोदश मनु थे।

अन्यान्य पुराण मत से प्रजापति रुचि ने स्वायम्भूव मनु की कन्या 'आकूति' से (मतान्तर में 'ऋद्धि' से) विवाह किया था। आकूति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम से एकपुत्र और एक कन्या ने जन्मग्रहण किया। 'यज्ञ' भगवान विष्णु के सप्तम अवतार थे। यज्ञ ने स्वीय भगिनी दक्षिणा से (लक्ष्मी से) विवाह किया। यज्ञरूपी विष्णु रुचि के मानसपुत्र थे। उनके अंश से 'रौच्य' मनु का जन्म हुआ।

(सहायक ग्रन्थ : गरूड़ पुराण, मार्कण्डेय पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवतम् इत्यादि)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

❖❖❖❖❖

आगामी अनुष्ठान सुची

नवरात्रि दुर्गा पूजा – १४ - २३ अक्टूबर

१८ सितम्बर(पंचमी):– संध्या नृत्यानुष्ठान

२० अक्टूबर (सप्तमी):– संध्या संगीतानुष्ठान

२१ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।

२२ अक्टूबर (नवमी):– दोपहर में श्रीश्री दुर्गा देवी का महाप्रसाद भण्डारा।

लक्ष्मीपूजा – २६ अक्टूबर, सोमवार

वार्षिक साधारण सभा – २२ नवम्बर, रविवार

रास पूर्णिमा – २५ नवम्बर, बुधवार

वार्षिक अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा पूजा – २९ नवम्बर, रविवार

वार्षिक लक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की प्रतिष्ठा पूजा – ३० नवम्बर, सोमवार

अध्यात्मिक सभा – २५ दिसम्बर, शुक्रवार

श्रीश्रीसारदा माँ की आविर्भाव तिथि – १ जनवरी, २०१६ , शुक्रवार

श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस – १५ जनवरी, २०१६, शुक्रवार (मकर संक्रान्ति)

आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी
(बुद्ध पूर्णिमा - ई २०१५)

प्रश्न-१ देह के मध्य दस वायु प्रधान है। उनमें से पाँच प्रधान कौनसी हैं एवं अन्य पाँच वायु कौनसी है? दस वायु के कार्य क्या-क्या है?

उत्तर – पंच प्राण हुए - प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान; इसके अतिरिक्त नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय ये पाँच वायु भी प्रधान है।

१) प्राण वायु का कर्म बहिर्गमन; (श्वास-प्रश्वास)
२) अपान का कर्म अधोगमन; (निम्नांगों में)
३) समान वायु का कर्म - खाना और पीना द्रव्य का समुन्नयन; (नाभि में अवस्थित) digestion इत्यादि।
४) उदान का कर्म - ऊर्ध्व में उन्नयन (स्थान कर्ण में)
५) व्यान वायु का कर्म - संकुचन-प्रसारण (सम्पूर्ण देह में)
६) नाग का कार्य उद्‌गार - belching eructation
७) कुर्म का कार्य उन्मीलन - opening of the eyes
८) कृक का कार्य फुत्कार - act of blowing out air through the mouth
९) देवदत्त का कार्य जृम्भन (जम्भाई) yawning
१०) धनञ्जय वायु का कार्य है समस्त शरीर का संस्थान संरक्षण इसीलिए जीव मरकर भी धनञ्जय वायु का त्याग नहीं करता।

प्रश्न-२ – 'संयम' कितने प्रकार का है और क्या-क्या है? उनके संबंध में विवरण दो।

उत्तर – 'संयम' के दो प्रकार है - इन्द्रिय संयम एवं आत्म-संयम। इन्द्रिय संयम – इन्द्रिय द्विविध - ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ ये मन के साथ संयुक्त रहती है। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के साथ मन के बहिर्विषयों एवं अन्तर्विषयों की संयत अवस्था को ही 'इन्द्रिय संयम' कहा जाता है। अनाहत शब्द या कूटस्थ में ज्योतिदर्शन की अनुभूति इत्यादि को केन्द्र कर मन का संयम साधन करते-करते अर्थात् प्राणायामादि क्रिया अनेक दिन करते करते एक प्रकार मन की स्थिर अवस्था होकर क्रिया की परावस्था की अनुभूति होती है, इसी को ही 'आत्मसंयम' - अग्नि कहा जाता है; इसके परिणाम स्वरूप अन्तरेन्द्रिय मन, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों और पंचप्राणों की समस्त क्रियादि निरुद्ध हो जाती है। तब प्रज्ञा के स्फुरण से 'सर्वं ब्रह्ममयं जगत्' हो जाता है। आत्मसंयम से विषय वासना समूल विनष्टता को प्राप्त हो जाती है।

प्रश्न-३ गीता की 'प्रभु' एवं 'विभु' अवस्था क्या है?

उत्तर – प्रभु - (ईश्वर अवस्था) - जितेन्द्रिय अथवा वशी (मन और बुद्धि की अतिक्रमणीय अवस्था) होने के पश्चात् साधक चित्तक्षेत्र में उपनीत होता है, प्रकृत रूप से स्थित होता है। तब एकमात्र चिन्तन वृत्ति वर्तमान रहती है एवं साधक निरहंकारत्व को प्राप्त होता है। प्राकृतिक २४ तत्त्वों के मध्य यह अवस्था ही चैतन्य की सर्वप्रधान अवस्था है। इस अवस्था को ही 'प्रभु' अर्थात् ईश्वर कहा जाता है। इस अवस्था में साधक प्रकृति के अधीनस्थ नहीं रहता तथापि प्रकृति उसके अधीन होती है।

'प्रभु' अवस्था के पश्चात् साधक 'विभु' होता है। अर्थात् जब साधक का बोध विश्वव्यापी हो जाता है तब चित्‌मात्र अवशिष्ट रह जाता है, यही गुणातीत अवस्था - शिवपद। यह अवस्था ही 'विभु' अवस्था है। इस अवस्था में साधक योगी मायातीत होकर सम्बोधि में निर्विकल्प निष्कृय शिवावस्था प्राप्त करते है।

प्रश्न-४ – योग साधना में 'नाभिक्रिया' का तात्पर्य क्या है?

उत्तर – नाभिक्रिया ध्यान की क्रिया है। प्रत्येक के नाभि में ब्रह्मतेज समाहित रहता है। ध्यान और जप के माध्यम से उस तेज को जाग्रत कर पीछे नाभिचक्र के ब्रह्मचक्र में चैतन्य और शक्ति का जागरण करना ही साधक का उद्देश्य है। नाभिकेन्द्र में दो चक्र हैं - सामने मणिपुर एवं पीछे ब्रह्मचक्र। पीछे ब्रह्मचक्र के जाग्रत ना होने तक मूलाधार चक्र को भी परिपूर्ण भाव से जाग्रत करना संभव नहीं होता। तथा नाभिस्थान में समानवायु को समताधीन करना पड़ता है। मूलाधार केन्द्र में प्राण-अपान अन्तर्योग करते-करते नाभिस्थल में समान वायु समता प्राप्त होकर केवली अवस्था को प्राप्त करती है। जिसके फलस्वरूप ब्रह्मचक्र के साथ मणिपुर चक्र का संयोग स्थापित होता है, ब्रह्मचक्र उन्मीलित हो जाता है एवं योगी ऊर्ध्वरेत: हो जाते है।

प्रश्न-५(क) सर्वव्यापी चेतना की अनुभूति कहाँ होती

है?

उत्तर – सर्वव्यापी चेतना की अनुभूति हृदय में होती है।

प्रश्न–५ (ख) विराट् मन का प्रकाश स्थल कहाँ है?

उत्तर – कूटस्थ के गगन गुहा में।

प्रश्न–५ (ग) किस नाड़ी के मध्य चित्र वैचित्र्यमय विश्व का रूप दर्शन होता है?

उत्तर – सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी में चित्र–वैचित्र्यमय विश्व का रूप दर्शन होता है।

वहाँ 'चित्रकूट' तीर्थ का अवस्थान है। आज्ञाचक्र के मुक्तत्रिवेणी की चित्रानाड़ी में चित्रकूट तीर्थ अवस्थित है।

प्रश्न–५ (घ) हमारी देह को 'घट' क्यों कहा जाता है तथा मन को 'पट' क्यों बोला जाता है?

उत्तर – जिसके मध्य विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है इसीलिए वह घट है। शास्त्रों में कथित है –

देह में प्राण–अपान प्रभृति वायु समस्त, नाद, बिन्दु, जीवात्मा एवं दशेन्द्रियाओं के साथ परमात्मा अवस्थान करते हैं। इसीलिए देह को 'घट' कहते है। योग द्वारा देह के मध्य ही इन सभी की मिलन रूप घटना घटती है।

इसी देह में घटाकाश है, वही हुआ मन। वहाँ मन का दर्पण है, वहीं विश्व का रूप प्रतिबिम्बित होता है। उसी मन–दर्पण को ही मानस–'पट' कहा जाता है।

प्रश्न–५(ङ) क्रिया करते हुए कूटस्थ के आकाश में जो हीरक सदृश अत्युज्ज्वल बिन्दु दर्शन होता है, वह क्या है?

उत्तर – सुषुम्ना नाड़ी के भीतर केन्द्र नाड़ी–ब्रह्मनाड़ी। कूटस्थ के गगन मण्डल में इसी ब्रह्मनाड़ी का रूप अत्युज्ज्वल हीरक–बिन्दु के आकार में दर्शित होता है।

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(१२)

दोल पूर्णिमा (होली)– दिनांक ११.३.०९

होली के विषय में श्रीश्रीमाँ का मन्तव्य –

महात्मा कबीर ने कहा है ''होरी खेलैं सन्त सुजान, आत्माराम सौं।'' – अर्थात् सन्त महात्मा आत्माराम के साथ प्रतिदिन होली खेलते हैं। सत्ता के अभ्यन्तर में आत्मा स्थिर प्राण है। इस आत्मा के संग योगीजन के अभ्यन्तर में चिन्ताशक्ति का जब नित्य विलास रहता है तब योगी हृदय में सृष्टितत्त्व का नव–नव चेतना के विषय में उपलब्धित ध्रुवज्ञान स्फुरित होता है। तब योगी विभिन्न चेतना के स्तर पर अपने स्वभावानुयायी इस रूप–रस–गन्ध–स्पर्शमय जगत् को विचित्र स्वाद में आस्वादन करते हैं एवं इस विश्व जगत् चराचर के मध्य भूमानन्द को अपनी सत्ता में उपलब्धि करने में सक्षम होते हैं। जब ससीम के मध्य असीम के आनन्द का अनुभव होता है तभी हृदय में हिल्लोल जग उठता है। तब साधक योगी योगयुक्तावस्था में कूटस्थ के मध्य इड़ा–पिंगला–सुषुम्ना के पथ को भी सर्वदा चैतन्यमय दर्शन कर सुखी होते हैं। इस अवस्था में योगी के प्राणों में लगता है हिंडोला (झूला) – कृष्णमय प्राण का हिंडोला – यही है श्रीकृष्ण राधा की होली।

कोई कहते हैं 'कृष्ण' यानि कर्षण या कृषिकर्म, फिर 'कृष्ण' का अर्थ 'श्याम वर्ण' भी समझा जाता है। प्राणयज्ञ में प्राणकृष्ण का कृषिकर्म एक यौगिक कर्म है एवं ज्ञानयज्ञ में तत्त्वगतरूप में 'कृष्ण' महाप्राणरूप चैतन्यशक्ति हैं। कृष्ण का प्रकाश रूप काला क्यों है? इस विषय में श्रीराधिकाजी अपनी सखी से कहती हैं –

''मेरा कृष्ण क्यों है काला?
वो है काले में चाँद के प्रकाश वाला
निर्गुण–सगुण का वो मिलन–
सत् चित् मिलन से कृष्ण हुआ काला।
श्यामल वरण तनुमहाप्राण तड़ित–जड़ित है
भरा परान सौंपा मन प्राण दिव्य मधुरिमा में।
रातुल चरण नुपूर कंचन श्रीअंग में रतन भूषण
पराग चन्दन बदन लेपन मुखरित हृदिमन।
प्रेम मुरति करूँ आरति
गुंथु भक्ति कुसुम माला –
कृष्ण प्रेम–प्रीति भाव की प्रीति
चैतन्य शक्ति का खेला।''

यही है दिव्य भूमि पर श्रीकृष्णरूप पुरुषोत्तम का नित्यरूप। नित्य श्रीकृष्ण का परासंवित्मय तनु है। सृष्टि मध्य साधक की गति कर्म–ज्ञान एवं भक्ति पर्यन्त है। भक्ति की चरम परिणति होती है प्रेम में – वह प्रेम का राज्य ही है श्रीकृष्ण का राज्य। इस राज्य में प्रवेश हेतु साधक को

पहले अपना प्रकृतिगत धर्मराज्य परित्याग कर आत्मराज्य में प्रवेश कर आत्माराम के संग निशिदिन होली खेलनी पड़ती है। प्रकृतिगत घर्मराज्य परित्याग अर्थात् श्रीमद्भागवत् गीता का कर्मयोग या साधन समर।

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्रीविष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे– (२४)

''आपकी जगन्माता को अगर देखा ही नहीं जा सकता है तो मैं मनुष्य को ही यदि देवता जानकर उनकी सेवा करूँ, उन्हें दुःख-दर्द से मुक्त करने के लिए व्रती होऊं तो क्या भगवान की कृपा एवं आशीर्वाद नहीं मिलेगा? इस पाषाण मूर्ति की पूजा के बजाय जीवन्त लोगों की सेवा श्रेष्ठ नहीं है क्या? एक जगह स्थिर पाषाण देवता की पूजा करना क्या आलस्य या जड़त्व को प्रश्रय देना नहीं है? मेरे माता-पिता यदि बीमार हो, खा नहीं पा रहे हो तो उनका ख्याल न रखकर में यदि घंटों मन्दिर में पूजा का घंटा बजाता रहूँ तो क्या यह मानवता का बाजा बजाना होगा? दोनों में कौन सा कार्य महत्त्वपूर्ण है?''

रामकृष्णदेव ने झल्लाये स्वर में उत्तर दिया – ''सभी समान हैं - माँ जिसे जैसे रखना चाहती हैं, उसे उसी रूप में ही रहना पड़ता है। जैसे चोर अपने पेट के लिए चोरी करता है तो यह भी उसके लिए एक बड़ी बात है और फिर साधु अपनी आत्मा एवं अन्य लोगों की आत्मा के मंगल के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, वह उनके लिए और भी बड़ी बात है। एकजन करता है सिर्फ अपने लिए और दूसरा जन करता है सभी के लिए। माँ जब किसी को छोटे घर से बड़े घर में ले जाती हैं (उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं) तभी वह देख पाता है कि सभी अपने हैं कोई भी पराया नहीं है। अन्तर का आलोक यह पाषाण की मूर्ति ही दिखा सकती है। घर का मालिक ही घर की असली अवस्था से वाकिफ होता है, बाहर वाले को क्या इसकी खबर होती है? जगन्माता ही यह दिखा सकती है। सृष्टिकर्ता का सृष्टि रहस्य इस सृष्टिकर्ता के अलावा कौन बता सकता है? शिव के पूजन बगैर जीव की पूजा कैसे समझोगे? माँ की पूजा करने से ही यह रहस्य समझ में आता है कि सभी माँ की सन्तान हैं अन्यथा इधर-उधर बलध (बैल) की न्याय आँखे बाँधकर घुमने से क्या फायदा? माया का आवरण न हटने तक माँ का संसार समझा नहीं जा सकता। मनुष्य या जीव की सेवा माँ की करुणा व्यतीत नहीं हो सकती।

जिसका अन्तर जितना प्रदीप्त होगा वह उतना ही दूरदर्शी होगा। टिमटिमाते प्रकाश से क्या बड़े घर (जगत्) की सब चीजें देखी जा सकती हैं?

मैं तो भगवान की विशेष पूजा नहीं करता और न ही कुछ समझता हूँ, मुझे फिर मनुष्यों का दुःख-दैन्य दूर करने की इच्छा क्यों रहती है?

तुमने तो डिग्री पा ली है और अब आगे पढ़ने का ध्यान नहीं है तो क्या तुम वह पढ़ाई भूल गये हो? कोई भी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ सकते हो! फिर अगर और कठिन पुस्तक मिले तो क्या तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं होगी? इसबात को मूर्खलोग कभी समझ नहीं सकते! यह विचित्र व्यापार है। पूर्वजन्म की पूजा का फल इस जन्म में भोग कर रहे हो। इसीलिए तुम मेरे पास आते हो, अन्यान्य मनुष्य क्यों नहीं आते? भगवत् भाव जग उठने से ही जीव की सेवा का भाव जग उठता है। इसीलिए ब्राह्मण मोहल्ला अलग है। माँ जैसे चाहती हैं वैसे ही मनुष्य जन्मान्तर तक उसी मोहल्ले में वास करते हैं। एकदिन तुम्हें वह सब दिखाया था, वह सब क्या भ्रम था? ये सब प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं - तुम्हें अग्रसर होना ही होगा। माँ का आदेश क्या कभी व्यर्थ हो सकता है? सुनो, आरती के वाद्य बजने शुरु हो गये हैं - चलो मेरे साथ।''

विवेकानन्द चुपचाप बैठे ही रहे। रामकृष्णदेव की बात की अवहेलना कर मन्दिर की ओर नहीं गये। अभिमान के अश्रुओं से दोनों आँखे जवाफूल की तरह रक्तिम हो गई। तभी निस्तब्धता भंग कर कोई मानों कान के पास आकर कहने लगा, 'अभी तक यहीं बैठे हो?'

विवेकानन्द चौंककर चारों ओर ताकने लगे। कोई भी तो नजर नहीं आ रहा था। फिर कैसे रामकृष्णदेव की आवाज सुनाई दी। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

आश्रम समाचार

१८ जुलाई –श्रीश्रीजगन्नाथदेव के रथयात्रा के दिन संध्या में आश्रम में एक छोटा अनुष्ठान सम्पन्न हुआ, जिसमे श्रीश्रीमाँ ने अपने मधुर कंठ से कुछ अपूर्व भजन गाए। उपस्थित भक्तवृन्दों ने भक्ति भाव द्वारा आप्लुत हृदय से श्रीश्रीमाँ के सान्निध्य में संध्या अतिवाहित की।

१९ जुलाई – इस दिन संध्या में श्रीश्रीमाँ की उपस्थिति में श्रीमती श्रवन्ती बंद्योपाध्याय और श्रीअरिनंदम बंद्योपाध्याय ने संगीत परिवेशन किया।

३१ जुलाई – गुरुपुर्णिमा के पुण्य तिथि में श्रीश्रीगुरुमहाराजगणों को दोपहर में भोग निवेदन के अनुष्ठान के पश्चात् सायंकाल में श्रीश्रीमाँ ने समागत भक्त-मण्डली को दर्शन दिए और कुछ प्रेरणादायक बातें बतायी। इस दिन हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या प्रकाशित हुई और श्रीश्रीमाँ द्वारा बंगला पुस्तक 'बाबा रामदेवजी की पवित्र जीवनकथा' एवं 'ब्रह्मांजलि-२ भाग' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात् गुरुभ्राता और भगिनियों ने गुरु प्रेम-रस से सराबोर भजन संध्या श्रीश्रीमाँ को समर्पित की। परिशेष में हमारी गुरुभगिनी श्रीमती व्रतती बैनर्जी और उनकी सहशिल्पी श्रीमती खैयाली दस्तिदार ने एक श्रुति-नाटक प्रस्तुत किया।

२९ अगस्त – इस दिन राखी पुर्णिमा के उपलक्ष्य पर अनेक भक्तों का समागम हुआ। अनेकों ने श्रीश्रीमाँ के हाथ में राखी पहनायी। इसके पश्चात् श्रीश्रीमाँ के सहित गुरुभ्राता और गुरुभगिनियों ने कुछ श्रुतिमधुर भजनों का परिवेशन किया।

५ सितम्बर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, इस तिथि के अवसर पर श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदित होता है। यह पुण्य तिथि पूजनीय श्रीश्रीबाबा की जन्म तिथि भी है। इस पावन संध्या में दो कनिष्ठ सदस्याओं ऐशी बसु और समादृता बसु ने अपनी बाल-सुलभ भंगिमाओं द्वारा

मनमोहक नृत्य का परिवेशन किया। इसके पश्चात् श्रीश्रीमाँ एवं गुरुभाई-बहिनोंने कुछ भजन प्रस्तुत किए। श्रीश्रीमाँ के सुमधुर कंठ से नि:सृत अपूर्व भजनों ने सभी को मन्त्रमुग्ध कर दिया।

२० सितम्बर – इस दिन आश्रम में श्रीरामदेव बाबा की पूजा सम्पन्न हुई। राजस्थान से आगत भक्तों ने दोपहर चार से रात्रि दस बजे की अवधि तक नाम

गान के माध्यम से श्रीरामदेव बाबा की कथा माहात्म्य का वर्णन किया। यहाँ मुख्य गायक थे पंडित श्री विजय रंगा।

२५ सितम्बर – इस दिन श्रीसच्चिन्त घोषाल महाशय ने आश्रम में पधारे। वे श्रीश्रीबाबा की प्रिय सन्तान और साधक है। वे श्रीश्रीमाँ के साथ मिलने आये थे और कुछ समय सत्संग में अतिवाहित किया।

२७ सितम्बर – इस दिन आध्यात्मिक सभा के सोलहवें पर्व पर 'ईशोपनिषद्' (द्वितीय भाग) पर गुरुभ्राता डा. वरुण दत्त ने एक अपूर्व व्याख्यान सुचारु रूप से प्रस्तुत किया।

१२ अक्टूबर – महालया के दिन श्रीश्रीमाँ के दर्शनों के लिए आश्रम में अनेक भक्त समागत हुए।

The Raasa of Devi Durga

The mystery of Raasa or the Divine Dance is truly intriguing. What appears as a dance of gaiety of Lord Sri Krishna, Devi Radha and the Gopi-Gopinis not only has deeper spiritual overtones but also unfolds as a central element of all existence. The scriptures also mention other Raasa events like the Raasa of Sri Balarama, which works as a dual of the Raasa of Sri Krishna in Nitya Loka and the Raasa of Devi Durga – the translation of supreme divine will of the Raasa of Nitya Loka within universal creation. According to Sree Sree Maa, every Krishna-hood attained pair of supremely emancipated soul-beings and their mandala perform Raasa in tandem with the transcendental divine Raasa of Lord Sri Krishna. In Sree Sree Maa's words – 'every cell of the infinite-celled heart lotus of the transcendental supramental consciousness performs Raasa in harmony with each other and this divine dance sustains everything'. While the Raasa of Sri Krishna is fairly well known to the general public, the Raasa of Lord Balarama and that of Devi Durga are relatively less known. In this article we will try to share some of the insights obtained from Sree Sree Maa on the spiritual aspects of the Raasa of Devi Durga.

Many Indians, especially belonging to Western and Northern India are aware of the linkages between the Dandiya Dance and the Raasa of Devi Durga, where the dandiyas or sticks depict swords and the dance of the Devi and her associates represents the binding force that sustains the created universe as per divine will. But the intricate spiritual science of this great event that permeates all of creation and beyond and its linkages with the eternal divine can be known only from a realized one. We, the ever curious, are fortunate to have access to someone who knows, and knows that she knows but pretends that she does not. We are not ones to let such golden opportunity pass by, even if most of us cannot fully fathom what she says due to lack of personal realization at that level.The heart and mind jump in joy when we hear the divine truth from a divine one. Here is a summary of some of the key aspects elucidated by Sree Sree Maa.

The eternal divine world of Nitya Loka is manifested by the supramental consciousness of Lord Sri Krishna and sustained by his Raasa. This great force is harmoniously balanced by the dual Raasa of Lord Balarama and each nourishes the other. Every event in this created cosmos is linked to the strains of the Raasa of Nitya Loka. The key force that connects and sustains this linkage between universal creation and Nitya Loka is the eternal cosmic Raasa of the mother of the Universe, Maa Jagadhhatri – Srimati Radharani's manifested form in universal creation – who appears in Raasa as Devi Durga, consort of the primordial Lord, Adinatha Shiva. Adishakti-swarupini Devi Durga is the supreme power, manifesting as Maheshwari– the combination of Mahalakshmi, Mahasaraswati and Mahakali. Her saguna form is derived from the pristine divine ingredients within Brahman. Since Lord Mahadeva begot her as his wife, she is also called Mahadevi or the Great Goddess. As consort of Lord Shiva, she manifests two natures – one of tender softness and the other of radiant power. In the former avatar, she is referred to by various names like Uma, Gouri, Parvati, Haimavati, Jaganmata

and Bhavani while in her avatar of fiery power she is called Kali, Shyama, Chandi, Chandika, Bhairavi, etc. Her radiant powerful form is more widely worshipped in this world.We also see her in myriads of names and forms in Sree Sree Chandi where she battles the powerful demonic powers and destroys them. Other names arise from her linkages to Lord Shiva while some are related to her nature and qualities. Sarbani, the wife of Sarba or Shiva is one such name.

Sixty-four Yogini Yantra

The inherent power that performs creation-sustenance-annihilation in this universe is generated out of Devi's cosmic Raasa dance. From within her eight primary forms emanate her eight companions or sakhis, namely Ugrachanda, Prachanda, Chandogra, Chandanayika, Chanda, Chandabati, Chandarupa and Atichandika. DeviDurga remains the central star performer or 'Rashmoni' of the divine leela jointly enacted by these eight key sakhis or nayikas. Each of these nayikas again generates eight secondary forms resulting in the formation of the circle of sixty-four Yoginis surrounding the Mahadevi. They manifest sixty-four fundamental forces or principles of creative existence. Within the cosmic infinite celled heart lotus, fulfilling the urge of divine will's glorious celebration of creative bliss, every cellular unit is permeated by the dance of innumerable Yoginis. Again the same Devi surrounded by the sixty-four Yoginis battles with the mighty dark asuric forces, delivering the good from the clutches of evil and establishing the rule of dharma. Within the precincts of Maha-Raasa, Devi Durga manifests in the dynamic Shiva-like form aptly depicted by the stotra – 'Jatajuta samayuktam ardhendu krita shekharam'. Like an actor, who appears in several forms in a play to entertain the audience, the Great Goddess, though nirguna and nirakara, for the deliverance of created souls, takes many glorious forms, each having a specific leela purpose. Devi Durga and her Raasa are key to creation. Using the power of her primordial sound force, the Creator performs the tasks of creation and destruction. It is she who is the cause of both bondage and liberation of the Jiva. Within every bonded soul, she – Kampilya vasini– is the ultimate power that emancipates the Jiva from the clutches of his own turbulent asuric gunas. Again, the sadhaka on way to fulfilling realization of moksha, is blessed with the intricate secrets of creation through the vision of the Devi's Raasa within the kutastha. This vision is reflected in Adi Shankaracharya's famous Mahisasura Mardini ('Ai Giri Nandini') Stotram, which pronounces:

Madhu-Madhure Madhu-Kaitabha-Ganjini Kaitabha-Bhanjini Raasa-Rate Jaya Jaya He Mahisasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || *3* ||

Sree Sree Maa also indicated that from self-experience one can visualize an

extremely bright, fully-risen-sun lit inner sky within which sky-clad illuminated Devis are seen, assembled in a moving circle, dancing in divine-willed rhythm – their hands sparkling with a sword-like instrument. At the centre of the Raasa-leela circle is a million-moon-light radiating Devi Durga. She is golden in hue, eyes like molten lava, moving in tandem with her team as the pulsating naada of pranava spreads across the whole firmament.

The source of Devi Durga's Shakti is within the heart lotus. The central whorl (karnika) of the lotus is the source of a hundred principal naadis or astral nerves. Each such naadi is a beam of omkar-energized consciousness which nurtures and carries the divine Devi-shakti. One spread of these rays drop into the Vishnu-nabhi to reach the Shakta-Sahasrara below. The other spread rises upwards into the centre of the Sahasrara above where the Sri-Guru chakra is located. Within these consciousness-filled rays lies the primordial set of imperishable seed syllables (akshar-beej) forming the fundamental varna-mala or alphabet of creation. These elementary omkar-permeated seed syllables conjoin in various ways according to the cosmic laws to form the created universe, which can be looked upon as a 'linguistic expression' of the supreme divine. Each such omkar-bred akshar-beej is of sat-chit nature and carries with it the qualities of power-nature embedded within its Dhwani (sound), Jyoti (light), Shiva (liberated consciousness) and Shakti (divine power). In the middle of the Sri-Guru-Chakra is an eight cornered region (as made by two overlapping squares) whose corners reflect the eight-fold primordial nature. At the central bindu of each of the eight triangular 'petals' of this eight cornered lotus-like-universe ensemble, powered by the three principal forces of ichchha-gyana-kriya (will-knowledge-action), lies Ambika-natured Durga-Shakti. The Shakti radiates divine energy which spreads in all directions, creating the Raasa Mandala, covering the thousand petalled Sahasrara Lotus, manifesting infinite dimensions of creation and its connection to Nitya Loka. The key strings of this Raasa Mandala are held within the heart lotus which is the origin of Durga-Shakti. Even when her force enters into the realms of maya, it retains its divine character and remains unsullied by the trappings of her own great veil of ignorance and is the key for deliverance within maya. That is why her Raasa, permeating both the eternal and ephemeral remains forever purely divine.

Finally, we sing to the glory of Devi Durga's divine dance:-

In a blissful trance of rhythmic dance,
Her lit up chit, radiating parasamvit,
Appears Devi Durga as Rashmoni;

Accompanying her Raas, the AshtaNayikas,
Unseen among them, dances Shiva in tandem,
Celebrating creation's symphony;

Sixty-four Yogini, dance around Shivani,
As naada rebounds from damaru's sounds.
Permeating the universe with diviny;

Creation-liberation are thy Raasa's celebration,
Where a participant's place is the ultimate grace,
We seek thy blessings Maa Sarbani.

[*Adapted from writings and conversations of Sree Sree Maa*]
–by **Partha Pratim Chakrabarti**,
Her Blessed Child

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(16)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Now, you analyze your own self. Assume three hypothetical phases in your life. At the first, you existed; but did not possess any cattle wealth. Then during an intermediate phase, you acquired a wealth of cattle, and later subsequently, lost the fortune.

In all these three phases, you, the same individual self, were existent. Your existence is independent of the fact whether you possess cattle wealth. Your life transcends through different phases including childhood, adolescence, youth, middle-age, the elderly-age and death. Through all these transitions, the same *you* exist. Likewise, you possessed little education in your childhood; in time you gained knowledge of various subjects. You were the same individual who existed when you were ignorant and after you acquired education. You remained same although your mind and intellect gained knowledge. You remained unchanged, although your possessions transformed with time. Ignorance of the divine knowledge of the essential Self imputed upon you the false assumption that all the transitions that your body, mind or intellect underwent, were your own self-transformations. Your true identity when you are attached to your mortal coil remains unchanged even when you become detached from it. Intense observation will make you realize that your original self remains unvarying in a state of absolute timeless perpetuity through all the temporal transformations you experience. Birth, death and old age are phenomena associated with your body and not with your true self. Your existence is beyond the limitations of both your physical body as well as your mental and intellectual nature. You are only the beholder, perceiver and enjoyer.

The various mental traits of thought may be divided into three distinct classes, namely, *satwiki* (oriented towards exposition), *rajasiki* (distracting) and *tamasiki* (delusive). Examples of the *satwiki* trait include respect (*shraddha*), devotion (*bhakti*), conscience (*vivek*), dispassion (*vairagya*) etc. Examples of the *rajasiki* trait include lust (*kaam*), anger (*krodh*), greed (*lobh*) etc. Examples of *tamasiki* trait include inertia (*alasya*), delusion (*pramad*), ignorance (*agyan*), attachment (*moha*) etc. These three traits or *gunas* are mutually opposing in nature. *Satwaguna* blossoms by conquering over *raja* and *tamagunas*. Similarly, *rajaguna* emerges by dominating over *satwa* and *tamagunas*, while *tamaguna* emerges through its dominance over *satwa* and *rajagunas*. You cannot identify your self with these traits or *vrittis* as their own natures are mutually conflicting. As you are distinct from all external objects and phenomena that you perceive and cognize, likewise, you are also only the knower and beholder of all the different mental and intellectual traits like lust, anger, greed, devotion, pity, dispassion etc., and hence, distinct from them. As the wave that arises in the ocean is a form of the ocean itself, similarly, the *vrittis* or traits that arise within your mind and intellect are forms of the mind and intellect themselves. All these physical and mental phenomena are inanimate and within the realm of the three *gunas*. Being sensate, you perceive these phenomena. This is why you are beyond the three *gunas*, being their beholder, knower

and enjoyer. Your mind and intellect are not the beholder, perceiver or enjoyer. They are inanimate and unconscious and only appear to be conscious due to their association with the conscious.

The limited individual (*jiva*) falsely assumes his intellect to be his soul (*atma*) as the knowledge of his essential self remains shrouded by the veil of ignorance. Referring the mind and intellect as perceivers of knowledge contradicts with their actual function as the mediums of perception. The *shruti* has referred them to be *indriyas* (mediums of perception). For example, this is what has been revealed in the maxim, "*Shakti Viparjayat*" of "*Vedanta Darshan*". Nobody other than the *Atma* can qualify as the true Observer. The *shruti* has further said, "*Yena sarvamidang vigyatang tang kena vijaniyat, vigyatar-mare kena vijaniyat.*" Meaning—whatever we perceive, is actually perceived by the *Paramatma*, so what other medium can you use to behold the *Paramatma*? Shruti has qualified the *Paramatma* as "Mano-vacham-agocharam", "Abang-manas-agocharam" etc.; meaning—the One who is beyond expression, mind or intellect. Again, the shruti says, "*Yata vacha nivarttante, aprapya manasa saha.*" Meaning—He is beyond the mind and words.

The Bhagavat Gita says, "*Gyanang geyang gyanagamyang hridi sarvasya vishthitang.*" Meaning—although He is beyond words, the mind or intellect, He may be realized through divine knowledge. When knowledge blossoms through penance, the *jiva* realizes himself as the *Brahman*. It is the *Brahman* who is seated as the *Atma* within every individual. As the sun cannot be seen if your eyes are closed, similarly, the *Paramatma* conceals Himself veiling your knowledge through His *maya*. A maxim from the *Vedanta Darshan* says, "*Paravidhanattu tirohitang atohasya vandhya viparyayou*." Meaning—it is the Will of the *Paramatma* which enforces cessation of *jiva*'s knowledge and spiritual wealth. A later maxim says, "*Deha yogadhya*." Meaning — knowledge disappears due to the attachment to the physical body, mind and *prana* (the essential life-force). Both these maxims are very correct.

...to be continued

—her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Forthcoming Events

Navaratri Durga Puja: 14th October to 23rd October
18th October(Panchami): – 6:30 PM –Dance Programme
20th October (Saptami): 6:30 PM – Bhajan Sandhya
21st October (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.
22nd October (Navami) : Mahaprasad of Sree Sree Durga Devi will be distributed in the afternoon.
Kojagari Laxmi Puja: 26th October, Monday
Annual General Meeting: 22nd November, Sunday
Ras Purnima: 25th November, Wednesday
Anniversary of the enthronement ceremony of Mata Annapurna: 29th November, Sunday
Anniversary of the enthronement ceremony of Sri Laxmi-Janardanjiu: 30th November, Monday
Spiritual Congregation: 25th December, Friday
Birth Anniversary of Sree Sree Sarada Maa: 1st January, 2016, Friday
Enthronement Anniversary of Sri Sri Guru Maharajas : 15th January, 2016

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

Bhakta: O merciful! You said that it is not possible to have self-realisation with an ego-centric body consciousness. But now you are emphasizing on the point that without ego or effort, it is not possible to perform any act perfectly. Is it not a veritable loss to reflect atma-tattva with a sense of 'I' consciousness and taking resort to self-effort? How does dependence on God arise with such an egoistic attitude? Moreover, how to root out the body-centric ego? I firmly believe that, only with God's grace of favourable destiny, I can achieve self-knowledge or the tenets of atma-tattva.

Mahatma: My son! You can root out the lower ego with the purified or higher ego just as you neutralise poison with some other poison or remove a thorn stuck to your foot with another thorn. O pure soul! Ego (ahankara) is of three types of which two types are of pure variety and the third type is of the lower type that is to be renounced. I elaborate you on these three types of ego, give a patient hearing. The first type of ego or ahankara is of the superior type like "I am the entire creation or existence, I am the imperishable Paramatma, there is nothing except me." This ego is always a cause of liberation or 'Moksh', and is present in the Jivanmuktas. The second type of ego or ahankara is -'I am different from everything else, independent and hightly subtle'. This feeling also leads to 'Moksh' and is present in the Jivanmuktas. The third type of ego- ' I am this body with sensory and motor organs, I am human', is a false and fanciful ego. This false vanity prevails in the lower and ignorant people. This ego is our great enemy and should always be relinquished, otherwise it will always put us in great problems. Now, look at yourself and analyse whether while performing all activities of this world, do you identify yourself with your body while exercising your own effort? There is no jeeva in this world who doesn't have ego. Among them, the ignorant perform all actions while identifying themselves with their body. The wise and those desirous of liberation, identify themselves with the immortal atma and perform all the actions of the mind or inner world. The activities that are performed by people with consciousness on the mind and renouncing the body is known as 'Self-dependence' i.e. the dependence of the Self on the Self. Nobody can flourish in this world without dependence on this atmic power. The mahatmas of yore also achieved self-realisation by destroying the sense of identification with the body and total dependence on this atmic power. This atmic power is the royal road to Moksh. You do not have the sense of this atmic power. The attribute of tamas has infiltrated your mind, creating mental weakness and this has made you timid and coward. You feel relaxed sitting lazily and saying, 'What God desires, will be done.' *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

There is nothing mind can do that cannot be better done in the mind's immobility and thought-free stillness. When mind is still, then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence.
—Sri Aurobindo

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(20)

Sri Amarnath Mukhopadhyaya or Bapida (one of the closest disciples of Sri Sri Baba) narrated an incident of his life, magnifying how our Gurudev Sri Sri Baba used to save his disciples, performing kriya, and their companies from great dangers -

I used to designate Lahiri Baba as 'Dada', he was an all-in-one for me, my Dada, father, mother and everything. Previously and even now, he always protects me from all dangers. But one thing needs a special mention, I perform the kriya given to me by Guru maharaj with all earnestness and sincerity. Now I come to that day's incident -

I had my business in Burrabazar. In this context, I had intimate friendship with several wholesale merchants and proprietors of shops. Eleven of us, hired a big MUV like Tata

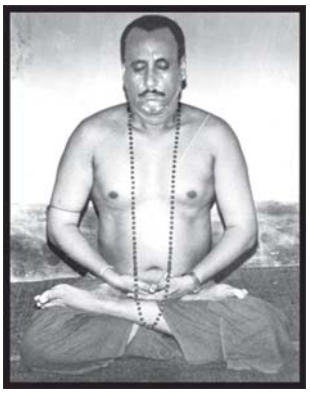

Sumo and planned to go to the marriage ceremony of one of our merchant friend's sister. The vehicle had a special feature that there were two stepneys attached to it. Usually all vehicles have a single stepney, therefore, later it was understood that this matter was predestined. The marriage ceremony took place at a village named 'Barda' in the Howrah-Amta line. We had a nice time throughout the night there and started for our return in the early morning. It was rainy season then; everybody was hurrying for return in order to open their own shops amidst the torrential rain. The driver started to run the vehicle at 90-100 km/hr. speed at our request. The vehicle almost reached the Amta-Kalatala junction when suddenly the two rear tyres of the vehicle bursted with a great sound. The vehicle turned thrice in a circle and finally came to a standstill. The place was surrounded on either side by paddy fields and ponds full of water. I started chanting 'Guru, Guru' as soon as I heard the terrible sound. It was 7a.m and people from the surrounding shop, paddy fields and road came running to us. They thought that probably all the passengers were either dead or seriously injured. So when we got down from the vehicle one by one, everybody looked at us with surprise and even we took some time to come to the senses that we were alive. We were amazed to discover that there was not a single bruise on our body. The rear wheels looked like torn papad. As I was the only Brahmana or sadhak in the whole group, everybody started praising me for the narrow escape but I know how Guru protects us by his invisible grace.

The two stepney's were attached to the vehicle and we started. On reaching Burrabazar, everybody went off to open their shops but I went straight and prostrated in the lotus feet of Gurudev. Baba smiled and said in trance, 'Be fearless Bapi I am always with you.'

A Satguru is a fountain of love. The disciples and devotees perceive this selfless love of the Satguru through the ephemeral and subtle spiritual perceptions. Relationship of mutual divine love between the disciple and Satguru takes the disciple in the path of light and Prana. Only then the disciple feels the grace of Satguru at every step of his life.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

My Life With Anirvan

Part - XXV

To clear the matter let me quote from Anirvanji's letter.

"I do not believe, that a man can take full responsibility or burden of any other person; even though Ramakrishna had told Girish Ghosh, "Alright, give me your power of attorney to me, I will do all that is necessary for you!" and Girish had given it to him and possibly[1] Ramakrishna too accepted it! And yet Ramakrishna did not keep Girish with him nor did he take his worldly burden.

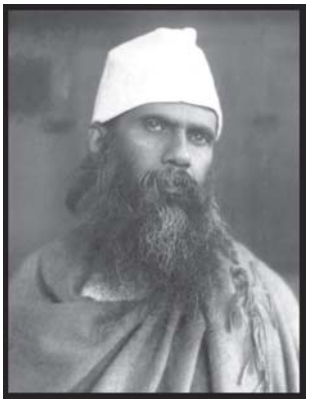

Ma Sharada is repeating the name of deities on a rosary. A devotee asked her, "Mother, why should you repeat the names of deities?" Sharada said, "Oh! How many sons and daughters I have who cannot do anything! I am doing all this for them!"

"I think all this is just cajoling! Great men can strongly wish for the welfare of all, can bless all people, because that is after all the wish of the Divine, but apart from wishing strongly for the welfare of their devotees or people in general, I do not believe that any body, however great that person may be, can do anything much for another person! Even in my own life, I have not experienced it.

If you are devoted to me and follow my ideals, some of my ideas and ideals (some of my powers) may be transmitted in you but even on that case are these ideals mine? It is like one flower telling another flower, "See I am flowering you!" But, a flower does not flower another flower, it is the sap of the tree that flowers both!

I love you and strongly wish that your weaknesses may be removed. But what has been done till today – nothing! May be one day you will rise up like Arjuna. But that too is because of me?

To keep you with me or to take all your physical burden is not possible – you surely know that. But I love you and strongly wish "Lazarus, Arise".- Letter of 5.5.67. Patralekha Vol 5, p.49

I think all this was because of his nature of Baul. He had taken the vow of sannyas from his Guru Swami Nigamananda and he was a Sannyasin, a muni, a "monos" in the truest sense. He loved to live alone by himself and after his experiences in his Guru's Ashram, did not desire to create an Ashram around him, though due to circumstances, he did try to form an Ashram around him at least twice after 1930, after his leaving the Guru's Ashram, where he had already been anointed as the head Mohanta – of the Ashram; but again due to combined effect of his nature – prakriti – and fate, things did not take shape!

Even in his last Haimavati at Narendrapur – near Kolkata where he lived all alone, he would entertain a guest for a week or so, but would never keep a friend, a disciple of a devotee as permanent member of the Ashram. It was only at the fag end of his life, when he sensed his coming sickness, he decided to come and stay together, first at Central Park, Jadavpur with Rama

[1]Not possibly—Sri Ramakrishna did take the full spiritual responsibility of Girish Ghosh. The result is beautifully described in Girirsh Ghosh's life. One can know about it even from the "Kathamrita"-the Gospel of Sri Ramakrishna

Chowdhury and Narayanidevi and then at Fern Road – his last Haimavatio with Rama Chowdhury and the Dharmapal family!

The year of 1963 after returning together to Shillong, passed in a kind of psychological tug of war(!) between Sandhya and Anirvanji. Sandhya ardently wished to stay permanently with Anirvanji in his Haimavati, but Anirvanji did not allow it to happen. So in the end, Sandhya who was no more willing to stay together in the family of her brothers, decided to marry Benoy Lahiri who loved her even before Sandhya came in close contact of Anirvanji and had remained unmarried so far! Anirvanji himself fixed the date of their marriage 14th December 1963 – and himself came over to Kolkata on 8th December 1963.

Though Anirvanji lived for one more year in Shillong, he finally wound up his Haimavati and came over to Kolkata on 18th November 1964. But about that later. Just now, let us talk about his stay in the plains between 8th December 1963 and 16th March 1964 when he flew back from Shillong.

Here is the itinerary of Sri Anirvan between 8th December '63 and 16th March '64.

After arriving at Kolkata on 8th December '63 Anirvanji first went to Ranchi, previously a hill station of Bihar, now the capital of the state of Jharkhand, on 12th December.

It was from Ranchi, that a new period or phase of life of Sri Anirvan began after leaving his Guru's Ashram in 1930. It was at Ranchi in 1942 that he began to talk on the Life Divine of Sri Aurobindo, while he was visiting his friend Sri Biren Sen's house. It was at Ranchi that Tapas came in search of Anirvan, got deeply interested in him and then fully involved herself with him, arranged for Anirvan's stay at Almora and totally devoted herself to the work and mission of life, till 1949, when Lizelle Reymond came and joined with Anirvanji. Since then, almost every year Anirvanji would go to Ranchi at least for a few days – even when his friend Biren Sen had left the place. Whenever Sri Anirvan would go a small group of friends and devotees gathered around him.

From Ranchi, Anirvanji went to Patna on 24th December. At Patna, Anirvanji stayed with Sister Pushpa, a friend of Tapas. Sister Pushpa had taken to Sannyas but was working as a principal of Sister Nivedita college for Girls in Patna. Even when Anirvanji could not visit her place, she would surely meet him at the station whenever Anirvanji will pass through Patna on his way to Allahabad and Delhi.

Anirvanji left Patna on 1st January 1964 and went to Allahabad. This was the last time that he stayed with his friend Sri Dhirendra Chandra Dasgupta at Lukerganj. Narendra, Dhirendra and Birendra were friends since their college days in Decca during 1912 to 1916 and remained friends till death. First passed away Biren Sen and then Dhirendra babu in the end of 1964!

Anirvanji left Allahabad on 12th January for Delhi where he stayed with Sri S.B.Roy at whose place in Kolkata had first met Sri Anirvan in February 1954! Sitanshu Bhushan Roy was a commissioner of the Incaome Tax Department of the Govt of India and Delhi was the last place of his transfer!

From Delhi, Anirvanji visited Haridwar, Rishikesh and Deheradoon. Our friends Ram Swarup and Sitaram Goel accompanied him on this short tour.

After their return to Delhi, Anirvanji visited Bhopal and Jabalpur between 26th January and 6th February and returned to Kolkata on 7th February 1964.

-Sri Gautam Dharmapal

News in Brief

18th July - On the pious occassion of Sri Jagannathdev's Rathyatra, Sree Sree Maa presented a set of enchanting *bhajans* in the evening. The songs spiritually overwhelmed the audience of devotees present.

19th July - On this evening, Smt. Srabanti Bandopadhyay and Sri Arindam Bandopadhyay presented a few delightful devotional songs at the Ashram premises.

31st July - Prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas and distributed in the afternoon on the holy occasion of Guru Purnima. In the evening, Sree Sree Maa gave darshan and provided important spiritual instructions to the devotees present. The previous issue of the journal along with two books ("*Baba Ramdev-jir Pabitra Jibonkatha*" in Bengali and "*Brahmanjali - II*" in Hindi) written by Sree Sree Maa was released on this day. After this, a musical programme of devotional songs was presented by the ashramites. This cultural programme concluded with the performance of a recital-drama (*shruti-natak*) by Smt. Bratati Banerjee and Smt. Kheyali Dastidar.

29th August - A large number of devotees came to the Ashram on the occassion of Rakhi Purnima. Many of them tied *rakhis* on Sree Maa's Hand.Sree Sree Maa along with the ashramites presented a few delightful *bhajans.*

5th September - Like every year, on the holy occasion of Sri Krishna Janmashtami, prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the afternoon. To pay homage to our beloved

Sri Sri Baba on his birth anniversary a beautiful cultural programme was organized in the evening. Sri Sri Maa's beloved Aishi Basu and Samadrita Basu presented nice dance recitals on Krishna Vandana. After this, Sree Sree along with the ashramites presented a set of *bhajans*. The audience was mesmerized by these beautiful devotional songs by Sree Sree Maa.

20th September - On this day, the worship of Sri Sri Ramdev Baba was performed in the Ashram premises in the evening. Devotees from Rajasthan presented an enchanting six hour musical recital signifying the glory of Sri Ramdev Baba from between 4 pm and 10 pm.

25th September - Sri Sachchinta Narayan Ghoshal, an intimate disciple of Sri Sri Baba, visited the Ashram to meet Sree Sree Maa on this day. He spoke about a few expeiences and incidents on his association with Sri Sri Baba to the devotees present.

27th September - On this day, the sixteenth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organised in the Ashram premises. In this session our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued with the second part of his discourse on the "Ishopanishad".

12th October - On the occassion of Mahalaya, a large number of devotees arrived at the Ashram to have a darshan of Sree Sree Maa.

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....